কুরআন-হাদীসের আলোকে

আখিরাতের চিত্র

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

www.bjilibrary.com

কুরআন হাদীসের আলোকে

আখিরাতের চিত্র

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

প্রফেসর'স প্রকাশনী
৪৯১, ওয়ারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৯৩৪১৯১৫, মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪।

www.bjilibrary.com

কুরআন হাদীসের আলোকে
আখিরাতের চিত্র
মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

প্রকা.শক

এ.এম. সফিকুল ইসলাম

প্রফেসর'স প্রকাশনী

১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২২৭

পরিবেশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২২৭

ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫, মোবাঃ-০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৯২ ইং

৮ম প্রকাশ ঃ ৩রা মার্চ, ২০১৩ ইং

বর্ণ বিন্যাস

জবা কম্পিউটার

বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)

৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ বাংলাবাজার প্রিন্টার্স

হাদিয়া ঃ ১২০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-114-26-0

Quran Hadither Alooke Akhinrater Chitra. By Maolana Mohammad Khalilur Rahman Momin. Published by Professors Prokashoni. Moghbazar. Dhaka-127, Price Tk. 120.00/- U$$ 6.00

www.bjilibrary.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইসলামের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব'। আবার ঈমান বিল গায়েব' যে স্তম্ভের উপর নির্মিত তা হচ্ছে আখিরাত। আর আখিরাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় একজন মুমিনের যাবতীয় তৎপরতা। আল কুরআনে আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা এতো বেশী করা হয়েছে যে, সেগুলো যদি একত্রিত করা হয় তবে তার পরিমাণ প্রায় ৭/৮ পারার মতো হবে। উদ্দেশ্য একটিই, তা হচ্ছে আখিরাতের চিত্রকে হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার প্রয়াস। তবে আল-কুরআনের এ আলোচনাগুলো একত্রিত ও বিন্যাসিত নয় বিধায় সাধারণ পাঠকগণ সে চিত্রকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় না। সে সমস্ত পাঠকগণের খেদমতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

এ বইয়ের যাবতীয় আলোচনা আল কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাহুল্য কোন আলোচনা এতে স্থান পায়নি, ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিরোনামের ধারাবাহিকতা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এবং প্রতিটি বক্তব্যের প্রামাণ্য আয়াত অথবা হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

পাঠকদের খেদমতে আরজ, কোথাও কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে এবং পরামর্শ থাকলে জানালে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুল ফরিয়াদ তিনি যেন এ গুনাহগার, প্রকাশক ও পাঠকগণের মহাসংকটের মুহূর্তে নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন।

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

তাং-৮/১০/৯২

www.bjilibrary.com

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রসংসা ঐ সত্ত্বার যিনি সমস্ত জ্ঞান ও হেদায়াতের উৎস। লাখো দরূদ ও সালাম তার প্রিয় হাবিব এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর।

আজ থেকে সাত বছর পূর্বে এই বই খানা প্রথম প্রকাশিত পায়। প্রকাশের সাথে সাথেই বইটি আশাতীতভাবে পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়। ফলে প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বইটির ২য় সংস্করণের কাজ বিলম্ব হয়ে যায়। গত দু'বছর পূর্বে প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স বইটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ করেন এবং তাও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। ফলে পঞ্চম সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এবার নতুন প্রচ্ছদে বইটি পাঠকদের পরামর্শ ও প্রয়োজনের আলোকে আরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে মানোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এ সংস্করণটি পাঠক মহলে পূর্বের চেয়েও অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। এতদসত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং সুধী পাঠকের নিকট পরামর্শ চাচ্ছি।

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

তাং-জুলাই, ২০০২ইং

www.bjilibrary.com

শিরোনাম বিন্যাস

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আখিরাত	১১
আখিরাত বাস্তব জীবনেরই প্রশ্ন	১১
আখিরাতের অনিবার্যতা	১২
আখিরাত বিশ্বাস না করার কারণ কি?	১৩
ব্যবহারিক জীবনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব	১৫
আখিরাতের শুরু	১৬
আলমে বারযাখ (কবর, সিজ্জিন ও ইল্লিন)	১৬
বারযাখ নাম করণের তাৎপর্য	১৭
আলমে বারযাখ কেন?	১৭
আলমে বারযাকে অবস্থানকারীদের অবস্থা	১৮
মুমিন ব্যক্তির রূহ্ ইল্লিনে পৌঁছানো মাত্র অন্যান্য রূহ্-তার কুসলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে	২৩
আলমে বারযাখ এক স্বপ্ন সদৃশ জগৎ	২৪
কিয়ামত	২৫
কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে	২৭
একজন ঈমানদার থাকাবস্থায় কিয়ামত হবে না	২৯
সেদিন ভূমিকম্প হবে	৩০
পাহাড়কে চালিয়ে দেয়া হবে	৩১
পাহাড়গুলো ধূনা পশমের মতো হবে	৩১
পাহাড় ও জমিনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে	৩২
আসমান ফেটে যাবে	৩২
আসমান কাঁপতে থাকবে	৩৩
আসমানকে তাবিজের মতো গুটিয়ে ফেলা হবে	৩৪
আসমান বিগলিত তামার ন্যায় হবে	৩৪
আসমানের অসংখ্য দরজা হবে	৩৪
সূর্য, চাঁদ, তারা সমস্তই আলোহীন হয়ে যাবে	৩৫
নদী-সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে	৩৬
ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে	৩৮
চক্ষু বিষ্ফারিত হয়ে যাবে	৩৮
মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে নেশা না করেও মাতাল হয়ে যাবে	৩৯
সেদিন শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে	৩৯

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সেদিন আত্মীয় বন্ধু কেউ কারো পরিচয় দেবে না	৪০
সেদিন ক্ষমতা ও অহংকার থাকবে একমাত্র আল্লাহর	৪১
হাশর	৪২
হাশরের দিন ভূপৃষ্ঠকে সমতল করা হবে	৪২
ভূপৃষ্ঠ তার গর্ভের সবকিছু বাইরে বের করে দেব	৪৪
পুনরায় সৃষ্টি করে হাশরে একত্রিত করা হবে	৪৬
সমস্ত মানুষ সেদিন উলঙ্গ হয়ে উঠবে	৪৭
অপরাধীরা ভুলে যাবে পৃথিবীতে কতোদিন ছিলো	৪৮
অপরাধীদেরকে চেহারা দেখেই চেনা যাবে	৪৯
সেদিন পাপীদেরকে অন্ধ বোবা ও কানা করে উঠানো হবে	৫০
সেদিন অপরাধীগণ অনুতাপ করবে	৫১
সেদিন পাপীরা ঘামে ডুবে থাকবে	৫২
হাশরের দিন মানুষ তার আমল অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীকে- আত্মপ্রকাশ করবে	৫২
প্রত্যেকেই নিজের আমল দেখতে পাবে	৫৬
সেদিন গোপন বিষয় প্রকাশ করা হবে	৫৭
বিচার	৫৯
সেদিন ন্যায় বিচার করা হবে	৬১
সর্বপ্রথম নামাযের হিসেব নেয়া হবে	৬২
পিতামাতাও সেদিন ছেড়ে কথা বলবে না	৬২
হিসেবের দিনের দেউলিয়া	৬৪
কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না	৬৬
তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে	৬৭
তারা পরস্পর দোষারোপ করবে	৬৯
ঈমানদাদের জন্য বিশেষ সুযোগ	৭১
আল্লাহ্র প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মর্যাদা	৭২
বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারীগণ	৭৩
মিযান	৭৪
আমল নামা	৭৭
শাফায়াত	৮২
শাফায়াত সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা	৮৩
ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন	৮৩
শাফায়াতের ক্ষমতা কাউকে না দেয়ার কারণ	৮৪

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কাকে শাফায়ত করার অনুমতি দেবেন	৮৬
জাহান্নামীদের জন্য কোন সুপারিশ নেই	৮৮
হাউযে কাউসার	৮৯
হাউযে কাউসার থেকে যাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে	৯১
পুলছিরাত	৯২
জাহান্নাম	৯৪
জাহান্নামের প্রাচীর	৯৫
জাহান্নামের গভীরতা	৯৫
জাহান্নামের আগুন	৯৬
জাহান্নামের শ্রেণী বিন্যাস	৯৭
জাহান্নামের একটি বিশেষ মাথা	৯৮
জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু	৯৯
আল্লাহ্ ও রাসূলের অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম	৯৯
জিন, মানুষ ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হবে	১০১
জাহান্নাম কাকে আহ্বান করবে?	১০৩
জাহান্নামীদেরকে গ্রাস করেও জাহান্নাম তৃপ্ত হবে না	১০৩
জাহান্নামীরা ভয়াবহ আজবের সম্মুখীন হবে	১০৪
জাহান্নামে যাদেরকে কম শাস্তি দেয়া হবে	১০৬
জাহান্নামীদের আকার আকৃতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে আযাব দেয়া হবে	১০৭
জাহান্নামীদের চোখের পানি	১০৯
গায়ের চামড়া পরিবর্তন করে জ্বালানো হবে	১১০
জাহান্নামীরা ধূঁয়ার ছায়ার মধ্যে থাকবে	১১০
জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়	১১১
জাহান্নামীরা জান্নাতের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাবে	১১৪
জাহান্নামীরা আফসোস করবে	১১৫
অপরাধীরা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাবে	১১৭
আত্মীয়-স্বজন ও দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও- জাহান্নামীরা বাঁচতে চাবে	১১৮
প্রত্যেক জাহান্নামী দল পূর্ববর্তী দলকে দোষ দেবে	১১৯
অনুসারীগণ নেতাদের শাস্তি দাবী করবে	১২০
জাহান্নামীদের প্রতি শয়তানের ভাষণ	১২২
সেখানে সবর করা না করা সমাব হবে	১২৩

www.bjilibrary.com

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিকের নিকট অনুময় বিনয়	১২৪
জাহান্নামীদের শেষ প্রচেষ্টা	১২৫
আ'রাফ	১২৬
জান্নাত	১২৭
জান্নাত মোট আট প্রকার	১২৭
জান্নাতের প্রশস্ততা	১২৮
সম্পূর্ণ জান্নাত হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত	১২৯
জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ	১২৯
জান্নাতে কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না	১৩০
জান্নাতে অশ্লীল কথা শোনা যাবে না	১৩১
জান্নাতীদের আর মৃত্যু হবে না	১৩২
যা পেতে ইচ্ছে করবে তাই পাবে	১৩৩
অসীম সুখ সম্ভার কোনদিন শেষ হবে না	১৩৫
জান্নাতীদেরকে আল্লাহ পবিত্র স্ত্রী ও হুরদের সাথে বিয়ে দেবেন	১৩৬
হুরদের প্রাণ মাতানো সংগীত	১৪১
জান্নাতীদের খেদমতের জন্য অসংখ্য গিলমান থাকবে	১৪২
জান্নাতীদের দৈহিক গঠন	১৪৩
জান্নাতীদের পোশাক পরিচ্ছদ	১৪৪
জান্নাতীদের আসবাবপত্র	১৪৬
জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ	১৪৭
জান্নাতের বৃক্ষ ও বিহঙ্গকুল	১৫০
জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয়	১৫১
জান্নাতীদের প্রসাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না	১৫২
জান্নাতীদের সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি	১৫৩
জান্নাতীগণ জান্নাতী বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তান সহ একান্নবর্তী-পরিবারের ন্যায় বসবাস করবে	১৫৩
জান্নাতের বাজার	১৫৪
জান্নাতীদের মর্যাদাভেদে জান্নাতের প্রকারভেদ	১৫৫
নিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের প্রাপ্য	১৫৭
জান্নাতীগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবে	১৫৮

আখিরাত (اُخِرَةٌ)

اُخِرَةٌ শব্দটি اُخِرٌ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। اَوَّلٌ এর বিপরীত শব্দ হিসেবে اُخِرٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থ– শেষ, সমাপ্তি, পরবর্তী ইত্যাদি।

এখানে 'পরবর্তী' অর্থে اَوَّلٌ শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে اُخِرَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মানুষ মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে তাকে اُخِرَةٌ বা পরলোক বলে।

আখিরাত বাস্তব জীবনের-ই প্রশ্ন

মানুষ মরে যায়। তার স্থলে অন্য মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তেমনিভাবে পশু-পাখী, গাছ-পালা ইত্যাদি বিলুপ্তি ঘটার সাথে সাথে তাদের স্থান দখল করছে তাদের নতুন বংশধরেরা। প্রকৃতিতে এই যে পালাবদলের অব্যাহত ধারা, এর কি কখনো কোন শেষ আছে? দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ আজ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এ বিশ্ব-ব্যবস্থা অবশ্যই একদিন বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত হবে। কেননা দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা যেমন পৃথক পৃথক একটি আয়ুস্কাল রয়েছে, তা শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে ঘটে তার জীবনে বিপর্যয়, ঠিক তেমনিভাবে এ বিশ্ব জগতেরও একটি নির্দিষ্ট আয়ুস্কাল আছে, যা শেষ হয়ে যাবার সাথেই ঘটবে এক মহাবিপর্যয়-মহাপ্রলয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আল্লামীনও ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

"সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান গরিয়ান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।" –(সূরা আর-রাহমান ঃ ২৬-২৭)

পৃথিবীতে যতোগুলো বাস্তব ও চাক্ষুষ বস্তু আছে, মৃত্যু হচ্ছে তার অন্যতম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ মৃত্যুকে অস্বীকার করে এমন লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। তবে মৃত্যুর পর কি কোন জীবন আছে? থাকলে তা

www.bjilibrary.com

কিরূপ? এ প্রশ্ন দুটো নিয়েই বেঁধেছে যতো গোল। প্রশ্ন দুটো নিছক খামখেয়ালী বা কোন দার্শনিক প্রশ্ন নয়। এটি বাস্তব জীবনেরই প্রশ্ন। কারণ এ প্রশ্নের জবাবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে দুনিয়ার জীবন ধারা।

আখিরাতের অনিবার্যতা

একজন মানুষ সারা জীবন বহু ভালো কাজ করলো, কিন্তু তার পুরোপুরি ফলাফল সে পৃথিবীতে ভোগ করতে পারলো না। বরং কোন কোন সৎকর্মের ফলে তার উল্টো দূর্নাম ও অপমান সইতে হলো। আবার এমন কিছু সৎকাজ করলো যা দুনিয়ার লোকদের সামনে প্রকাশই পেলো না। অপর এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনে অভ্যস্ত । এমন কোন কাজ নেই যা সে করেনি। এমনকি সে একাধিক মানুষও হত্যা করলো। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে কি সব কাজের শাস্তি এ পৃথিবীতে দেয়া সম্ভব? যদি তাকে শুধুমাত্র হত্যার অপরাধেও শাস্তি দেয়া হয়, তবে তাও পুরোপুরি দেয়া সম্ভব নয়। কারণ একাধিক হত্যার শাস্তি স্বরূপ তাকে মাত্র একবারই হত্যা করা যেতে পারে। তারপরও তো সে আরো হত্যা যোগ্য অপরাধে অপরাধী হয়ে রইলো। তাকে শাস্তি দেয়ার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না। তাই দেখা যাচ্ছে স্বল্পকালীন জীবনে মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তার প্রতিফল এতোই সুদূঢ় প্রসারী ও দীর্ঘস্থায় যে, তা পুরোপুরি ভোগ করতে হলে লক্ষ কোটি বৎসর দীর্ঘায়ু প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির বিধানে এতো দীর্ঘায়ু প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির বিধানে এতো দীর্ঘায়ু লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এ কারণেই মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির দাবী, এমন একটি দীর্ঘ জীবন হওয়া উচিত, যেখানে প্রতিটি পাপ-পূণ্যের পূর্ণ প্রতিফল ভোগ করা সম্ভব হয়। তবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি 'হওয়া উচিত' বা 'এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন' এ পর্যন্ত এসেই থেমে যায়। কিন্তু চূড়ান্ত রায় সে দিতে পারে না। এ বিষয়ে নিশ্চিত ও বাস্তব কোন প্রমাণ মানুষের হাতে নেই বলেই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমানই হচ্ছে তার একমাত্র উপায়। যে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। তার সার কথা হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন এক জায়গা সৃষ্টি করে রেখেছে যার শুরু আছে শেষ নেই। তার নাম আখিরাত। সেখানে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু তাদের আর মৃত্যু হবে না। আবার যাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেয়া হবে তারাও হবেন অমর কোনদিন আর তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না।

www.bjilibrary.com

আখিরাত বিশ্বাস না করার কারণ কি?

আখিরাত বিশ্বান না করার যে সমস্ত কারণ থাকতে পারে সেগুলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুন্দরভাবে আল কুরআনে তুলে ধরেছেন। প্রধানত এই সমস্ত কারণেই মানুষ আখিরাতকে অবিশ্বাস করে থাকে। নিচে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

১. মানুষ নিজেকে উদ্দেশ্যহীন, স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন মনে করে। নিজের জীবনকে সমাগ্রিকভাবে নিষ্ফল ও নিরর্থক জ্ঞান করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার কোন তত্ত্বাবধায়ক ও হিসেব গ্রহণকারী নেই। আল্লাহ্ বলেন–

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, তোমরা কি আর আমার কাছে ফিরে আসবে না।" –(সূরা মুমিনুন ঃ ১১৫)

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ـ

"মানুষ কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩৬)

২. এদের চাওয়া পাওয়া দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ। তাই প্রাথমিক ও সাময়িক ফলাফলকেই তারা চূড়ান্ত মনে করে নেয়। তারা শয়তানের প্রতারণার শিকার। ইরশাদ হচ্ছে–

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ـ وَتَذَرُوْنَ الاٰخِرَةَ ـ

"কক্ষনো নয়, তোমরা-তো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এরূপ ফলাফলকেই পছন্দ করো, আর পরকালের ফলালফকে বর্জন করো।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ২০-২১)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ـ

"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো, অথচ আখিরাত হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।" (সূরা আ'লা ঃ ১৬-১৭)

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ـ

"তাদেরকে পার্থিব জীবন ধোকায় ফেলে দিচ্ছে।" (সূরা আ'রাফ-৫১)

www.bjilibrary.com

৩. যে সব বস্তু প্রকৃত পক্ষে চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে ক্ষতিকর আপাত লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখার ফলে সেগুলোকেই সে উপকারী মনে করে বসে এবং তা পাবার জন্য ব্যকুল হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاأُوْتِيَ قَارُوْنَ (لا) اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (ط) ـ

"যারা শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনই চায়, তারা বললো ঃ হায়! কারূনকে যা দেয়া হয়েছিলো তা যদি আমাদেরকেও দেয়া হতো। সে বড়োই সৌভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো, তারা বললো ঃ তোমাদের জন্য আফসোস! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তার জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া পুরস্কারই উত্তম।" –(সূরা কাসাস-৭৯-৮০)

৪. আল্লাহ্‌র একটি বিধান হচ্ছে, পরকালের অসীম সুখ সম্ভার পেতে হলে দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ সম্ভারকে ত্যাগ করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু কাফিররা যদিওবা পরকাল সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্য রাখে না তবুও তারা তার জন্য দুনিয়ায় কোন ছাড়া দিতে রাজী নয় বরং দুনিয়ার জীবন পুরোপুরি ভোগ করার পর যদি তা পাওয়া যায় তবে আপত্তি নেই, এই নীতিতে বিশ্বাসী।

৫. প্রকারান্তরে আখিরাত অবিশ্বাসের দ্বারা মানুষের গোটা নৈতিক ও কর্মজীবনই প্রভাম্বিত হয়ে থাকে। ফলে সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে–

فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ـ

"যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের মন সত্য কথাকে অস্বীকার করতে থাকে এবং তারা অহংকারী হয়ে যায়।"–(সূরা নাহ্‌ল ঃ ২২)

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ اِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ـ

www.bjilibrary.com

সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত রয়েছে, এমন সব লোকেরাই প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে।

ব্যবহারিক জীবনে আখিরাত বিশ্বাসের প্রভাব

বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কর্মে। মানুষ যে আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে, তার কাজে-কর্মে সে ধরনের আচরণই পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি দোকানের কর্মচারী, যে তার মালিকের নিকট দোকানের আয় ব্যয়ের হিসেব দিতে হবে, এ বিশ্বাস রাখে না। এমন কি আয় ব্যয়ের হিসেব সংরক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থাও মালিকের পক্ষ হতে নেই। তখন ঐ কর্মচারী এমনভাবে দোকানদারী করতে থাকে যেন সে নিজেই মালিক। যখন মালিক হিসেব চাবে তখন ঐ কর্মচারী হিসেব দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। আবার অন্য এক দোকানের কর্মচারী যে মালিকের নিকট হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস রাখে এবং মালিকের পক্ষ থেকে সুষ্ঠভাবে হিসেব নিকেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্রও আছে। তখন ঐ কর্মচারী নিজেকে ঐ দোকানের মালিক মনে করবে না বরং হিসেব দিতে হবে একথা মনে করে সর্বদা সে ভাবেই চলতে চেষ্টা করবে।

তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আখিরাতকে অস্বীকার করে, পৃথিবীর প্রতিটি কাজেরই জবাবদিহি করতে হবে, এ ধারণা রাখে না, সে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। নীতি-নৈতিকতা বলতে কোন কিছু আর তার অবশিষ্ট থাকে না। আবার যে ব্যক্তি মনে করে প্রতিটি কাজের জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং সে পৃথিবীতে ততোটুকু স্বাধীন যতোটুকু স্বাধীনতা একজন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার হলে বসে পেয়ে থাকে। তখন ঐ ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ, আচার-আচারণ, কথা-বার্তা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুই নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে সম্পাদিত হয়। ওপরোক্ত বিশ্বাসের কারণেই যেমন একজন রোযাদার নির্জনে লুকিয়ে পানাহার করে না। ঠিক তেমনিভাবে একজন মুমিন কখনো কোন অবস্থাতেই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে না। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া পরের সম্পদ অপহরণ ইত্যাদি প্রতিটি কর্মসম্পাদনের পূর্বেই তার মানসপটে ভেসে উঠে আখিরাতের করুন চিত্র। ফলে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমেই ঐসব বস্তুর প্রতি বিকর্ষণ হয় এবং নৈতিক মানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

www.bjilibrary.com

আখিরাতের শুরু

ইহ্লোক এবং পরলোকের মাঝে সেতুবন্ধন বা যবনিকা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর একপাশে ইহলোক বা পার্থিব জীবন এবং অপর পাশে পরলোক বা আখিরাত। অতএব যেসব লোক মৃত্যুবরণ করেছে তারা সবাই আখিরাতে প্রবেশ করেছে। আর যারা কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে তারা প্রত্যেকেই আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে। মৃত্যু যেমন সকলের জন্যই অনিবার্য, ঠিক তেমনি আখিরাতের জীবনও সকলের জন্যই অবশ্যম্ভাবী। আখিরাতকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আলমে বারযাখ عَالَمُ بَرْزَخْ বা কবর সিজ্জিন ও ইল্লিনের জগৎ।

(২) আলমে হাশর عَالَمُ حَشَرْ বা জান্নাত জাহান্নামের জগৎ। আলমে বারযাখ (কবর, সিজ্জিন ও ইল্লিন)

মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করা তাকে আলমে বারযাখ বলে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

"এসব মৃত লোকদের পেছনে একটি বারযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত।" –(সূরা মুমিনূন ঃ ১০০)

بَرْزَخٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা, যবনিকা। মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে পৃথিবী ও জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী দুরত্বে অবস্থান করতে হবে। তা এমন একটি জায়গা, সেখান থেকে যেমন পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি ইচ্ছে করলেই জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাওয়াও সম্ভব নয়।

আলমে যারযাখকে কবর, ইল্লিন এবং সিজ্জিনও বলা হয়। পবিত্র রূহ ইল্লিনে রাখা হবে এবং সেখানে জান্নাতে পরিবেশ বিরাজ করবে আর অপবিত্র রূহ বা পাপাত্মা সিজ্জিনে রাখা হবে এবং সেখানে জাহান্নামের পরিবেশ বিজর করবে; আর কবরের আজাব বা শাস্তি বলতে মূলত ইল্লিন এবং সিজ্জিনের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা কবর বলতে নির্দিষ্ট সেই

www.bjilibrary.com

গুহাকে বুঝায় না যেখানে মৃত লাশ দাফন করা হয়। সুতরাং কোন লাশ জীব-জন্তুতে খেয়ে ফেললে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেললে এমনকি সাগরে ভাসিয়ে দিলেও তা আলমে বারযাখে অবস্থান করবেই।

বারযাখন নাম করণের তাৎপর্য

এ জগৎকে বারযাখ নাম করণের সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষ মৃত্যুপর পর এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এমন এক জগতে অবস্থান করে যেখানকার কোন খবরা-খবর সংগ্রহ করা অথবা যোগাযোগ রক্ষা করা পৃথিবীবাসীর পক্ষে অসম্ভব। পৃথিবীবাসী তাদের অবস্থা দেখা তো দূরের কথা, তারা কি অবস্থায় আছে তা কল্পনাও করতে পারে না। এই যে রহস্য, অদৃশ্য পর্দা তাই এ জগৎকে আলমে বারযাখ বলা হয়েছে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)

আলমে বারযাখ কেন?

এখন প্রশ্ন হতে পারে মানুষের মৃত্যুর পর সাথে সাথে তার হিসেব-নিকেশ নিয়ে তাকে জান্নাত অথবা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়, কিয়ামত, হাশর ও বারযাখের প্রয়োজন কি?

এ ব্যাপারে আল্লাহ ভালো জানেন, তবে আমরা যতোটুকু জানি তার আলোকে এর অন্যতম উত্তর এই যে, মানুষের সমস্ত ইবাদাত দু'ভাগে বিভক্ত, হক্কুল ইবাদ। হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকের হিসেব-নিকেশ আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন মিটিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দার অনুপস্থিতিতে চূড়ান্ত করে ফেলতে পারেন না, কেননা মৃত ব্যক্তির সাথে এমন অনেক জীবিত ব্যক্তির হক আছে যা মৃত ব্যক্তি নষ্ট করেছে কিন্তু ঐ বাদীগণের অনুপস্থিতিতে বিবাদীর বিচারকার্য সম্পন্ন হতে পারে না। এজন্যই এমন একটি জায়গা ও সময়ের প্রয়োজন যেখানে বাদী বিবাদী একই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারে এবং বিচারকার্য তাদের সবার উপস্থিতিতে ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ হতে পারে। তাছাড়া মানুষ পৃথিবী এমন কিছু ভালো অথবা খারাপ কাজ করে যায় যাদ্বারা পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কাজেই সে সবের বিনিময় দিতে হলে পৃথিবী ধ্বংস পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ জন্যও আলমে বারযাখের প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

আলমে বারযাখে অবস্থানকারীদের অবস্থা

কুরআন মজীদের বহু আয়াত ও বহু সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আলমে বারযাখে শাস্তি অথবা শান্তি প্রদান করা হবে। যেমন ফিরআউন ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে আলমে বারযাখে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا (ج) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ (قف) اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

"আর ফিরআউনের সঙ্গী সাথীরা নিকৃষ্ট আজাবের আওতায় পড়ে গেলো। সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে আজাবের সামনে পেশ করা হয়। আর যখন কিয়ামতের মুহূর্তটি এসে যাবে তখন বলা হবে, ফিরাআউন ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে (আরো) কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করো।"

–(সূরা মু'মিন ঃ ৪৫-৪৬)

সূরা আন্-নাহলে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ (س) فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ (ط) بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا (ط)

"যারা নিজেদের উপর যুলম করা অবস্থায় ফেরেশেতাদের হাতে ধরা পড়ে যায় (অর্থাৎ যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়) তখন (বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে) সাথে সাথে আত্মসর্পন করে দেয় এবং বলে আমরাতো কোন অপরাধ করছিলাম না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন তা আল্লাহ্ই ভালো অবগত আছেন। এখন যাও, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো, তা হচ্ছে তোমাদের চিরদিনের আবাসস্থল।" (সূরা আন নাহল ঃ ২৮-২৯)

www.bjilibrary.com

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ (لا) يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ (لا) اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

"সেই মুত্তাকীদেরকে, যাদের রূহসমূহ ফেরেশতাগণ যখন পবিত্রাবস্থায় কবয করে, তখন বলেন-তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের আমলের বিনিময়ে এখন তোমরা জান্নাতে যাও।" (সূরা আন্ নাহল ঃ ৩২)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ (ط) قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ (ط) قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا (ط) فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ـ

"যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলম করে এবং সেই অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাদের রূহ কবয করে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা পৃথিবীতে কি অবস্থায় ছিলে? জবাবে তারা বলে ঃ আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র জমিন কি অপ্রশস্ত ছিলো? তোমরা কি হিজরত করতে পারতে না? এসব লোকদের পরিণত হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।"

(সূরা নিসা ঃ ৯৭)

এখানে লক্ষণীয় যে, কাফিরদের রূহ কযব করার মুহূর্তে তারা মৃত্যু সীমানার পরপারের অবস্থা নিজেদের আশা আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখতে পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আর অমনি সালাম ঠুকে ফেরেশতাদের মনে আস্থা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় যে, "আমরাতো কোন অন্যায় কাজ করিনি।" প্রতি উত্তরে ফেরেশতাগণ তাদেরকে ধমক দেন এবং জাহান্নামে যাওয়ার অগ্রিম খবর দেন। পক্ষান্তরে মুত্তাকীদের রূহ যখন কবয করা হয়, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম দেন এবং জান্নাতী হওয়ার আগমন সুসংবাদ প্রদান করেন ও মোবারকবাদ দেন। আলমে

www.bjilibrary.com

বারযাখের জীবন, অনুভূতি, চেতনা, আযাব ও সওয়াবের এর চেয়ে অধিক প্রকাশ্য আর কোন দলিলের প্রয়োজন আছে কি?

অবশ্য হাদীসে এর চেয়েও জোরালো ভাষায় আলমে বারযাখের শাস্তি ও শান্তির কথা বলা হয়েছে।

কবরের আজাব বা শাস্তির ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস আছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلَ مَنْزَلِ مِّنْ مَّنَازِلِ الْأَخِرَةِ فَإِنْ نَجِي مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَسَدُّ مِنْهُ ـ

পরকালের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি। যদি কেউ সেখানে থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে তবে পরের ঘাঁটিগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যায়, আর যদি মুক্তিলাভ করতে না পারে তবে পরের ঘাঁটিগুলো তার জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত ওসমান (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথাও বলতে শুনেছি। কবর অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর আর কিছু হবে না। (তিরমিযি)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُوْه بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنَ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثُكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন কবরে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তার স্থায়ী নিবাস

www.bjilibrary.com

দেখান হয়। জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, এটিই তোমার চিরন্তন আবাসস্থল। যতোদিন কিয়ামত না হয় ততোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কিয়ামতের পরই তোমাকে সেখানে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبَرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। এক ইহুদী মহিলা তাঁর নিকট আসে এবং কবরের আজাবের কথা স্মরণ করে; তখন আয়িশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে কবর আজাব হতে মুক্তি দিন। অতঃপর আয়িশা (রা) কবরের আজাব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন কবরের আযাব সত্য আয়িশা (রা) বলেন ঃ এ ঘটনার পর হতে কোন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের পর কবর আযাব হতে মুক্তি না চাইতে দেখিনি। (বুখারী, মুসলিম)

আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِه تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الاَرْضِ حَتّٰى تَقُوْمَ مَا اَنبَتَتْ خَضِرًا ـ

www.bjilibrary.com

কাফিরদের কবরে নিরানব্বাইটি বিষধর সাপ থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। এই সাপগুলো (এতো বিষাক্ত হবে,) যদি পৃথিবীতে শ্বাস ফেরতো তবে পৃথিবীর সবুজ শ্যামলিমা ধ্বংস হয়ে যেতো। (দারেমী) তিরমিযির বর্ণনায় নিরানব্বই এর স্থলে সত্তরটি সাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ সংখ্যা বুঝানো হাদীসের উদ্দেশ্য নয় বরং শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّ اَهْلاً اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَحَبَّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِىَ اِلَىَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صُنْعِيْبِكَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِه وَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন বান্দাকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে মারহাবা! তুমি তো নিজের বাড়ীতেই এসেছো। যারা আমার পিঠের উপর দিয়ে চলাচল করতো তাদ্রের মধ্যে তুমি ছিলে আমার সর্বাধিক প্রিয়। আজ যখন তোমাকে আমার দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছে, আর তুমিও আমার কাছে এসেছো এবার তুমিই চোখে দেখবে, আমি তোমার সাথে কতো সুন্দর ব্যবহার করি। তারপর দৃষ্টি যতোদূর যায় ততোদূর পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যায় এবং জান্নাতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। –(তিরমিযি)

অন্য হাদীসে আছে– যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হয়, তখন নীল চোখ বিশিষ্ট কালো দু'জন ফেরেশতা তার নিকট আসেন। একজনের নাম মুনকার এবং অপরজনের নাম নাকীর। তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ এ ব্যক্তি [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে উত্তরে দেয়, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

اَشْهَدُ اَنْ لاَّاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

একথা শুনে তারা বলে ঃ আমরা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি যে তুমি ঠিক জবাব দেবে। অতঃপর কবরকে ৭০ বর্গ হাত পর্যন্ত প্রশস্ত করে পুরোটা নূরে আলোকিত করে দেয়া হয়। তখন সে আনন্দে অতিশয্যে বলতে থাকে, আমাকে আমার পরিবার পরিজনের কাছে যেতে দাও। আমি তাদেরকে খবরটা দিয়ে আসি। তখন ফেরেশতারা বলে ঃ তুমি ঐ বরের মতো ঘুমিয়ে থাকো যার ঘুম তার প্রিয়তমা কনে ছাড়া আর কেউ ভাঙ্গাতে পারে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার স্বপ্নশয্যা থেকে ওঠাবেন। (তিরমিযি, বাইহাকী)

মুমিন ব্যক্তির রূহ ইল্লিনে পৌছামাত্র অন্যান্য রূহ তার কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মুমিন ব্যক্তির রূহ, ঐ সমস্ত মুমিনদের রূহের নিকট পৌছে, যারা ইতোপূর্বে গত হয়েছে; তখন ঐ রূহ সমূহ নবাগত আত্মাকে পেয়ে এতো বেশী আনন্দিত হয় যে, এ দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তি ফিরে এলেও তোমরা এতো খুশী হও না। অতঃপর তারা সেই আত্মাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ অমুক ব্যক্তি কেমন আছে? তারপর তারা নিজেরাই বলবে ঃ ভালো আছে, একটু থামো, একে বিশ্রাম নিতে দাও। দুনিয়ায় খুব ব্যস্ত ও পেরেশান ছিলো। তখন সে বলতে থাকবে ঃ অমুকে এভাবে আছে এবং অমুক এভাবে আছে। এমনিভাবে সে তার পূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে সেতো মারা গেছে তোমাদের কাছে আসেনি? একথা শুনে তারা বলবে ঃ সে দুনিয়া ছেড়ে এসেছি ঠিকই কিন্তু আমাদের কাছে আসেনি। নিশ্চয়ই তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, নসাঈ)

www.bjilibrary.com

আলমে বারযাখ এক স্বপ্ন সদৃশ জগৎ

মৃত্যু অর্থ হচ্ছে– শুধু দেহ ও রূহের বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা মাত্র, বিনাশ নয়। রূহ দেহ হতে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তা নিঃশেষ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বরং দুনিয়ার জীবনে নৈতিক ও মানসিক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে তা নিয়েই রূহ জীবন্ত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় রূহের চেতনা, অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মতোই হয়ে থাকে। অপরাধী রূহের নিকট ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ অতঃপর তার আজাব ও কষ্টে নিমজ্জিত হওয়া, জাহান্নামের সামনে উপস্থিত, সবকিছুই ঠিক তেমন, যেমন কোন হত্যা অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলানোর নির্দিষ্ট দিনের একদিন পূর্বে এক ভয়াবহ স্বপ্ন রূপে তার সামনে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে এক পবিত্র আত্মার সম্বর্ধনা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান এবং জান্নাতের বায়ু এ সুগন্ধ তাকে আলোড়িত করে তোলে। এটা ঠিক সেই সরকারী কর্মচারীর ন্যায়, যে ভালো কাজ করার দরুন সরকারের আমন্ত্রণ রাজধানীতে উপস্থিত হয় এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের একদিন পূর্বে প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের জন্য যে সোনালী স্বপ্ন দেখে।

তদ্রূপ করবাসীগণ এমনি স্বপ্ন দেখতে দেখতেই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আকস্মিকভাবে নিজের দেহ প্রাণ সহ জীবন্ত অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সাথে বলে উঠবে ঃ

يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا۔ (سكته)

"হায় হায়! আমাদের স্বপ্ন শয্যা হতে কে আমাদেরকে ওঠিয়ে আনলো।"
(সূরা ইয়াসীন ঃ ৫২)

পরক্ষণেই ঈমানদারগণ পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলবে ঃ

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

"এতো তাই যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ করেছিলেন। আর নবী রাসূলদের কথাতো একেবারেই সত্য প্রমাণিত হলো।" (সূরা ইয়াসী ঃ ৫২)

টীকা ঃ (১) তাফহীমূল কুরআন-১৬শ' খন্ড

www.bjilibrary.com

কিয়ামত (اَلْقِـيَـامَـةُ)

কিয়ামত শব্দের অর্থ-সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ, মহাপ্রলয়। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিলোক এক অদৃশ্য শক্তির বন্ধনে আবদ্ধ আছে, তাই একদিন সমস্ত সৃষ্টি হতে সেই অদৃশ্য শক্তিকে (অর্থাৎ মধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষণ) তুলে নেয়া হবে, তখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাকে বলা হয়েছে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। কিয়ামতকে (اَلْقِيَامَةُ) পবিত্র কুরআনে আস্‌সাআহ্‌ (اَلسَّاعَـةُ) এবং ইয়াওমুল মাওউদ (يَـوْمُ الْـمَـوْعُـوْدُ) ও বলা হয়েছে।

আমরা দেখি কোথাও যদি সমস্যা একটি বোমা ফেলা হয় তবে ঐ জায়গা-চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর যদি বোমার চেয়ে সহস্র কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয় তবে তো আর কথা-ই নেই, মুহুর্তের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব ভূমিস্যাত হয়ে যাবে। আল্লাহ সেদিন (কিয়ামতের দিন) সমস্ত সৃষ্টি থেকে যখন মধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষণ শক্তি তুলে নেবেন তখন পৃথিবীর চেয়ে কোটি কোটি গুন বড় গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই কক্ষচ্যুত হয়ে একে অপরের সাথে টক্কর খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, নদী-নালা এক কথায় সবকিছু মধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে তুলার মতো মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে এবং একটার সাথে আরেকটার ঘর্ষণে প্রতিটি বস্তুই বিকৃত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আর এ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতে মাত্র মুহূর্তকাল সময় ব্যয় হবে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ (ط) اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

www.bjilibrary.com

"মহাপ্রলয় (কিয়ামত) সংঘটিত হতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না; শুধু এতোটুকুই সময়, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, অথবা তার চেয়েও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সবকিছু করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা আন নাহল ঃ ৭৭)

অতএব তার জন্য সতর্ক হওয়ার কোন অবকাশই কেউ পাবে না, সেজন্য কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারবে না। ঐ নির্দিষ্ট সময় একদিন সহসা ও আকস্মিকভাবে নিমিষের মধ্যে এমনকি তার চেয়েও কম সময়ে এসে পড়েব। কাজেই যারা চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপার সে যেনে পূর্বেই পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে। আর নিজের আচরণ সম্পার্কে যা কিছু ফায়সালা গ্রহণের প্রয়োজন তা যেনো অনতিবিলম্বে গ্রহণ করে নেয়। কেউ যেনো এ ভরসায় বসে না থাকে যে, কিয়ামততো এখনো বহু দূরে অবস্থিত। যখন কিয়ামত আসবে তখন তাড়াতাড়ি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে নেয়া যাবে।[১]

ইরশাদ হচ্ছে ঃ-

وَنَفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ـ

"আর যদি সেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই মরে পড়ে থাকবে।" (সূরা যুমার ঃ ৬৮)

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ـ

"কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান গরিয়ান রবের মহান সত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকবে।" (সূরা আর রাহমান ঃ ২৭)

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ـ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ـ

টীকা ঃ (১) তাফহীমুল কুরআন, সূরা নাহল,-টীকা-৭১।

www.bjilibrary.com

"যখন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হয়েই যাবে, তখন সংঘটনের ব্যাপারে মিথ্যা বলার মতো কেউ থাকবে না।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ১২)

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্-ই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সুস্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। হাদীসে জিব্রাইল (আ) এ উল্লেখিত আছে একবার জিব্রাঈল (আ) মানুষের বেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন এবং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর দিয়েছিলেন। জিব্রাইল (আ) কর্তৃক প্রশ্নাবলীর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ـ

"এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে বেশী কিছু জানে না।" –(বুখারী, মুসলিম।)

একবার কতিপয় সাহাবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন–

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ (ج) لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ (ط)
ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ (ط) لاَ تَاْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً (ط)
يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا (ط) قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ (الاعراف : ١٨٧)

আপনি বলে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবার নির্দিষ্ট সময় শুধু আমার রব-ই

www.bjilibrary.com

অবগত আছেন। এর সময় একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই প্রকাশ কতে পারবে না। আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাট দুর্যোগ দেখা দেবে। আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর তা আপতিত হবে। তারা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেনো আপনি এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছে গেছেন। আপনি বলুন এ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ্ই অবগত আছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বুঝে না।

তবে হাঁ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হবার নির্দিষ্ট সময় বলতে না পারলেও তিনি তার পূর্বাভাষ দিয়েছেন। যেমন– হাদীসে জিব্রাঈলে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ

فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا ؟ ـ

[জিব্রাইল (আ) বললেনঃ] আমাকে তা সংঘটিত হওয়ার কিছু আলামত বলুন।

জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَنْ تَلِدَ لاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعْىُ اَلشَّاةِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ ـ

(তার একটি নিদর্শন হচ্ছে) দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে।[২] (দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে) তুমি দেখবে খালি পা উদোম গা এবং রাখাল, এ সমস্ত লোক বড়ো বড়ো ইমারত নির্মাণ করবে, নেতৃত্ব দেবে এবং তারা এ ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা করবে। (বুখারী, মুসলিম।)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন জিহাদ লব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা

---

(২) মুহাদ্দিসগণ এ কথার বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে নিচের ব্যাখ্যাগুলো অন্যতম। একথা দ্বারা পিতামাতা তার সন্তান কর্তৃক কষ্ট পাবে বা লাঞ্ছিত হবে একথা বুঝানো হয়েছে। অথবা একথা দিয়ে ব্যাপক মুর্খতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন দেখবে মুর্খতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন মনে করবে কিয়ামত সন্নিকটে। অথবা দাসীদের সন্তানরা রাষ্ট্রপতি বা রাষ্টনায়ক হবে এবং তারা সন্তানের প্রজা হিসাবে বসবাস করবে ইত্যাদি। (রাহবারে মিশকাত শরীফ)

www.bjilibrary.com

হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মতো কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) শিক্ষা করা হবে। যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মায়ের অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদ সমূহে হট্টগোল হবে, পাপাচারী দুষ্কৃতকারীদেরকে সম্মান করা হবে, যখন নিকৃষ্ট নীচ ব্যক্তি সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, দুষ্ট লোকদেরকে তাদের অনিষ্টের ভয়ে সম্মান করা হবে। যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, পরবর্তী মুসলমানগণ পূর্ববর্তীদেরকে অভিসম্পদ করবে;

তখন তোমরা প্রতীক্ষা করো একটি লাল বর্ণ যুক্ত বায়ুর (যা বর্তমানে টর্নেডো, টাইফুন, গোর্কী, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি নামে পরিচিত), ভূমিকম্পের ও ভূমিধ্বসের, আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন সব নিদর্শনের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে। যেমন কোন মালার সূতো ছিড়ে গেলে তার দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে। (তিরমিযি)

এ রকম আরো বহু নিদর্শনের কথা হাদীসে বলা হয়েছে।

একজন ঈমানদার থাকাবস্থায়ও কিয়ামত সংঘটিত হবে না

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لاَ يَقَالَ فِىْ الاَرْضِ اللهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَقُوْلُ اللهُ اللهُ ـ

ততোক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো কোন লোক থাকবে।

অন্য বর্ণনায় আছে– আল্লাহ্‌র নাম স্মরণকারী কোন ব্যক্তির উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে না। –(মুসলিম)

www.bjilibrary.com

মুসলিম শরীফে দীর্ঘ এক হাদীসে বলা হয়েছে–

... অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়া হতে মৃদু ও সুশীতল বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবেন। অণু পরিমাণ ঈমান আছে এরূপ একজন লোকও জীবিত থাকবে না। যদি তোমাদের কেউ পাহাড়ের গর্তে প্রবেশ করে তবে এ শীতল বায়ু সেখানেও প্রবেশ করে তার প্রাণ হরণ করবে। এরপর শুধু পাপীগণ। অবশিষ্ট থাকবে, যারা (অসৎ কাজে লিপ্ত হবার জন্য) পাখীর মতো উড়ে বেড়াবে এবং (হত্যা ও ধর্ষণের বেলায়) হিংস্র প্রাণীর মতো আচরণ করবে। তারা সৎকর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকবে এবং অসৎ কর্মকে পাপের কাজ মনে করবে না। তাদের এ অবস্থা দেখে শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাদেরকে বলবে ঃ (আক্ষেপ তোমরা এমন হলে কেন?) তোমাদের লজ্জা নেই। তারা বলবে ঃ তুমিই বলো আমরা এখন কি করবো? তখন সে তাদেরকে মূর্তিপূজা শিক্ষা দেবে। তারা প্রচুর পরিমাণে জীবিকা পেতে থাকবে এবং উন্নত জীবন যাপন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সকলেই শিঙ্গার শব্দ শোনতে পাবে। এ শব্দ শোনে তারা ভয়ে বিহবল হয়ে পড়বে এবং তাদের ঘাড় একদিকে কাত হয়ে অন্য দিকে ওঠে যাবে। (মুসলিম)

সেদিন ভূমিকম্প হবে

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ـ

"পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করে কাঁপিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা ওয়াকি'আ ঃ ৪)

অর্থাৎ এটি কোন স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভূ-কম্পন হবে না বরং সমগ্র পৃথিবী একই সময় কাঁপিয়ে দেয়া হবে। এক আকস্মিক মুহূর্তে একটি শক্ত কঠিন ও সর্বাত্মক ধাক্কা লাগবে, যার ফলে কম্পন হবে।[৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে– إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ـ

"পৃথিবীকে তখন তীব্র ও কঠিনভাবে নাড়িয়ে দেয়া হবে।" (সূরা যিলযাল ঃ ১)

(৩) তাফহীমুল কুরআন, ওয়াকীয়াহ, টীকা-৩

www.bjilibrary.com

পাহাড়কে চালিয়ে দেয়া হবে

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের ফলে পাহাড় সমূহ পেরেকের ন্যায় বসে আছে। সেদিন মধ্যকার্ষণ শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, তাই স্বাভাবিক ভাবেই পাহাড়গুলো মহাশূন্যে তুলার ন্যায় ভাসতে থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ـ

"যখন পাহাড়-পর্বতগুলো চলমান করে দেয়া হবে।"

(সূরা আত্ তাকভীর ঃ ৩)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ـ

"আর মানুষ আপনাকে পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন আমার রব তা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىْ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (ط)

"আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছো, এটা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে? কিন্তু সেদিন তা মেঘমালার মতোই উড়তে থাকবে।"

(সূরা আল নামল ঃ ৮৮)

পাহাড় ধুনা পশমের মতো হবে

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ـ

"আর পাহাড়গুলো রং বেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হয়ে যাবে।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ–

اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَاالْقَارِعَةُ ـ يَوْمَ

يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ

www.bjilibrary.com

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ـ

"ভয়াবহ দুর্ঘটনা! কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা? তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি কি? সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় এবং পাড়ার সমূহ রং বেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হবে।" (সূরা আল কারিয়া ঃ ১-৫)

রং বেরংয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, পাহাড় পৃথিবীতে বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে যেমন কোনটি লাল মাটির পাহাড় আবার কোনটি পাথরের আবার কোনিট বরফের পাহাড়। পশম যেহেতু বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে তাই পশমের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

পাহাড় ও জমিনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে

وَحُمِلَتِ الاَرْضُ وَالْجِبَالُ فُدَكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ـ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ـ

"এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে ওপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি ঘটেই যাবে।"

(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৪-১৫)

সূরা ওয়াকিয়ায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ـ

"আর পাহাড়গুলোকে এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে যে, তা বিক্ষপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫-৬)

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ـ

"তখন পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-চূর্ণ করে দেয়া হবে।" (সূরা মুরসালাত ঃ ১০)

আসমান ফেটে যাবে

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَاِذَا الاَرْضُ مُدَّتْ ـ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ـ

www.bjilibrary.com

"যখন আসমান ফেটে যাবে এবং স্বীয় রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য এটিই যথার্থ। যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে বাইরে নিক্ষেপ করে জমিন শূন্য হয়ে যাবে।" (সূরা ইনশিকার ঃ ১-৪)

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ـ

"যখন আকাশ মন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।" (সূরা ইনফিতার ঃ ১)

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلاً ـ

"সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা ফুরকান ঃ ২৫)

اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ـ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلاً ـ

"(এবং যার কঠোরতায়) আসামন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ হবে।" (সূরা মুরসালাত ঃ ৯)

وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ـ

"আর যখন আকাশকে চূর্ণ-চূর্ণ করা হবে।"

আসমান কাঁপতে থাকবে

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ـ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ـ

"সেদিন আসমান থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আর পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হবে। (সূরা তুর ঃ ৯-১০)

আসমান কাঁপতে থাবে তখন এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, প্রত্যেকটি বস্তুর তার নিজস্ব স্থান হতে বিচ্যুত হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করতে শুরু করবে। এবং পস্পর ঘর্ষণের ফলে প্রকম্পিত হয়ে উঠবে।

www.bjilibrary.com

আসমানকে তাবিজের মতো গুটিয়ে ফেলা হবে

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (ط) كَمَا بَدْأنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ (ط) وَعْدًا عَلَيْنَا (ط) اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ

"সেদিন আমরা আসমানকে তাবিজের পৃষ্ঠার মতো ভাঁজ করে রাখবো, যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটি একটি ওয়াদা বিশেষ যা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের। এ কাজ আমদের অবশ্যই করতে হবে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৪)

আসমান বিগলিত তামার ন্যায় হবে

يَوْمَ تَكُوْنَ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ـ

"সেদিন আসমানসমূহ বিগলিত তামার ন্যায় হবে।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ـ

"(তখন কেমন হবে) যখন আকাশ মণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে।" (সূরা আর রাহ্মান ঃ ৩৭)

অর্থাৎ সেদিন এমন অবস্থা হবে, যে ব্যক্তিই তখন আকাশের দিকে তাকাবে শুধু আগুনের মতো দেখতে পাবে। বিগলিত তামা যেমন রক্তের মতো টগবগ করে, সেদিন গোটা মহাশূন্যলোক তেমিন টগবগে আগুনের রূপ ধারণ করবে।

আসমানের অসংখ্য দরজা হবে

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ـ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ـ

www.bjilibrary.com

"আকাশমণ্ডলকে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ার হয়ে দাঁড়াবে। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে, পরিণামে তা শুধু মরিচিকায় পরিণত হবে।" (সূরা নাবা ঃ ১৯-২০)

আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে অর্থ-উর্ধতন জগতে কোনরূপ বাধা প্রতিবন্ধকার অস্তিত্ব থাকবে না, তখন চারদিক হতে আসমানী মুসিবত এমন অব্যাহত ধারায় বর্ষিত হবে যে, মনে হবে বর্ষণের সব দরজাই বুঝি খুলে দেয়া হয়েছে। এবং তাকে অবরুদ্ধ করার জন্য কোন দুয়ারই বন্ধ নেই।[৪]

সূর্য, চাঁদ, তারা সমস্তই আলোহীন হয়ে যাবে

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ـ

"যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে এবং নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে যাবে।" (সূরা আত্-তাকভীর ঃ ১-২)

আরবী ভাষায় تَكْوِيْرٌ অর্থ কোন কিছুকে পেচানো বা গুটানো, যেহেতু সূর্যকে জ্যোতিহীন করা হবে তাই রূপকভাবে বলা হয়েছে, সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ সূর্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হবে। দ্বিতীয় আয়াত হতে বুঝা যায় যে, নক্ষত্রগুলো শুধু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়েই পড়বে না বরং সেগুলো অন্ধকারাচ্ছন্নও হয়ে যাবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ـ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ـ

"অতঃপর যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে এবং আকাশকে বিদীর্ণ করে টুকটো টুকরো করা হবে।" (সূরা মুরসালাত ঃ ৮৯)

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ـ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ـ يَقُوْلُ

---

(৪) তাফহীমুল কুরআন, সূরা নাবা, টীকা-১৩

www.bjilibrary.com

الاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ - كَلاَّ لاَ وَزَرَ- اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ -

"চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে আর চন্দ্র ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে। তখন মানুষ বলবে কোথায় পালাবো? কখনো নয়। সেখানে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। সেদিন প্রত্যেককেই তোমার রবের সামনে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ৮-১২)

চন্দ্রের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চন্দ্র সূর্যের মিলিত ও একত্রিত হয়ে যাওয়ার আরও একটি অর্থ হতে পারে; তা হলো– কেবল মাত্র চন্দ্রের আলোই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। (এই আলো তো সূর্য হতে প্রাপ্ত) স্বয়ং সূর্যও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে না। আলো ও জ্যোতিহীনতায় উভয়েই সম্পূর্ণ এক অভিন্ন হয়ে যাবে। এর দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে, পৃথিবী সহসাই বিপরীত দিকে চলা শুরু করবে, আর সেদিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই পশ্চিম দিক হতে এক সময় উদিত হবে। এর তৃতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে, তা হলো চন্দ্র আকস্মিকভাবে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সূর্যের কক্ষপথে গিয়ে নিপতিত হবে। এর এমন কোন অর্থ হওয়াও অসম্ভব নয় যা এখনো আমাদের অজানা।[৫]

নদী, সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ -

"এবং যখন নদী, সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে।" (সূরা আত্ তাকভীর ঃ ৬)

سُجِّرَتْ শব্দটি تَسْجِيْرُ শব্দ হতে নির্গত। আরবী ভাষায় চুল্লিতে আগুন প্রবলভাবে প্রজ্জলিত করা বুঝাবার জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের দিন নদী সমুদ্রে আগুন জ্বলতে থাকবে, কথাটি খুবই দুর্বোধ্য ও

(৫) তাফহীমুল কুরআন, সূরা কিয়ামাহ, টীকা-৮

www.bjilibrary.com

আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু পানির মূল তত্ত্ব যাদের জানা আছে তাদের নিকট এটা বিস্ময়কর বা আজগুবী বিবেচিত হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার স্বীয় অসীম কুদরতর বলে পানি হচ্ছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দু'টি গ্যাসের মিশ্রন। একটি গ্যাস নিজে জ্বলে অপরটি জ্বলতে সাহায্য করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই পানিই আগুনের শত্রু অর্থাৎ তা আগুনে নিভায় এটা আল্লাহ্ এক অসীম ও অসাধারণ কুদরত, তাই সে কুদরতের সামান্য ইঙ্গিতই পানির মিশ্রণকে ভাগ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।[৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ـ

"যখন নদী, সমুদ্রকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে।" (সূরা ইনফিতার ঃ ৩)

সূরা আত্ তাকবীরে বলা হয়েছে সমুদ্র আগুনে পরপূর্ণ করে দেয়া হবে, আর এখানে বলা হয়েছে সমুদ্র সমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেয়া হবে। উভয় আয়াতকে মিলিয়ে চিন্তা করলে এবং সেই সঙ্গে কুরআন অনুযায়ী কিয়ামতের দিন এক সর্বাত্মক ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার কথা সামনে রাখলে সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার এবং আগুন জ্বলে ওঠার প্রকৃত অবস্থা আমাদের বোধগম্য হয়। এতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, প্রথমে সেই সর্ব ব্যাপক ভূমিকম্পের দারুন সমুদ্র সমূহের তলদেশ ফেটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং পানি মাটির গভীর তলায় (যেখানে প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন উত্তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটছে ও আলোড়িত হচ্ছে) পৌছতে শুরু করবে, তখন সেখানে পৌছে পানি তার দুই মৌল উপাদান (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন) বিভক্ত হয়ে যাবে। অক্সিজেন প্রজ্জালক এবং হাইড্রোজেন উৎক্ষেপক। তখন এভাবে বিশ্লেষিত হওয়া এবং অগ্নি উদগীরক হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Chain of reaction) শুরু হয়ে যাবে, ফলে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র-মহাসমুদ্র আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। (প্রকৃতি ব্যাপার তো আল্লাহই জানেন।)[৭]

---

(৬) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত্ তাকভীর, টীকা-৬
(৭) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-ইনফিতার, টীকা-১

www.bjilibrary.com

ভয়ে প্রাণ উষ্ঠাগত হবে

وَاَنْـذِرْهُمْ يَوْمَ الاَزِفَةِ اِذِ الْقُـلُوْبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِـمِيْنَ

"হে নবী ভয় দেখাও এ লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে যা খুব সহসাই এসে পৌঁছবে। যখন ভয়ে প্রাণ উষ্ঠাগত হবে এবং মানুষ চুপচাপ ক্রোধ হজম করে দাড়িয়ে থাকবে।" (সূরা আল মু'মিন ঃ ১৮)

يَـوْمَ تَـرْجُـفُ الرَّاجِـفَـةُ ـ تَـتْـبَـعُـهَـا الرَّادِفَـةُ ـ قُـلُـوْبٌ يَّـوْمَـئِـذٍ وَاجِـفَـةٌ ـ

"যেদিন ধাক্কা দেবে মহাকম্পনের একটি কাঁপন। তারপর আরেকটি ধাক্কা। লোকদের দিল সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে।" (সূরা নাযিয়াত ঃ ৬-৮)

চক্ষু বিস্ফরিত হয়ে যাবে

اِنَّـمَا يُـؤَخِّـرُهُـمْ لِـيَـوْمٍ تَـشْـخَـصُ فِـيْـهِ الاَبْـصَـارُ ـ مُـهْـطِـعِـيْـنَ مُـقْـنِـعِـى رُءُوْسِـهِـمْ لاَيَـرْتَـدُّ اِلَـيْـهِـمْ طَـرْفُـهُـمْ (ج) وَاَفْـئِـدَتُـهُـمْ هَـوَاءٌ ـ

"আল্লাহতো তাদেরকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন সে দিনটির দিকে, যখন চোখগুলো দিকভ্রান্ত হয়ে চেয়ে থাকবে। আপন মস্তকসমূহ উর্ধমুখী করে রাখবে। তাদের দৃষ্টি আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে উড়ে যাবে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪২-৪৩)

অর্থাৎ কিয়ামতের সেই ভয়াবহ অবস্থার সময় এমন কাতরভাবে তাকাতে থাকবে, দেখে মনে হবে যেনো তাদের চক্ষুসমূহ প্রস্তরবৎ হয়ে গেছে। না সেখানে পলক পড়ছে আর না দৃষ্টি ফিরে আসছে।

সূরা নাযিয়াতে বলা হয়েছে–

اَبْـصَـارُهَـا خَـاشِـعَـةٌ ـ

www.bjilibrary.com

"তাদের দৃষ্টিসমূহ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।" (সূরা নাযিয়াত ঃ ৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ـ

"তখন তাদের দৃষ্টি প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে।" (সূরা কিয়ামাহ)

অর্থাৎ ভীত সংকিত, বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে নেশা না করেও মাতাল হয়ে যাবে

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا تَرَالنَّاسَ سُكرى وَمَاهُمْ بِسُكْرى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ـ

"সেদিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তনদানকারিনী নিজের স্তনদানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তখন লোকদের তুমি মাতালের মতো দেখতে পাবে কিন্তু তারা নেশাগ্রস্থ হবে না। আল্লাহর আজাব এতদূর ভয়াবহ হবে।" (সূরা আল হজ্জ ঃ ২)

সেদিন শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ـ اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ (৮)

"সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে এবং যারা কঠোরতায় আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে।" (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৭-১৮)

এ আয়াতটিতে একটি রূপক কথা দিয়ে কিয়ামতের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। মানুষ যখন বিপদগ্রস্থ হয়ে পেরেশান হয়ে যায়, তখন আপনজন কেউ তাকে দেখতে বলতে থাকে, অনুমকে চিন্তায় বৃদ্ধি বানিয়ে ফেলেছে।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি বিপদ খুব ভয়াবহ, সমস্যা খুব জটিল। তেমনি ভাবে মহান আল্লাহও সেদিনের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য এ উপমা পেশ করেছেন।

সেদিন আত্মীয় বন্ধু কেউ কারো পরিচয় দেবে না

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ـ وَاُمِّه وَاَبِيْهِ ـ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ـ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ـ

"সেদিন মানুষ তার নিজের ভাই, পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তান হতে পালিয়ে বেড়াবে। তাদের প্রত্যেকের ওপর সেদিন এমন একটি সময় এসে পড়বে যখন নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য রাখার অবস্থা থাকবে না।" (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ـ يُبَصَّرُوْنَهُمْ (ط) يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ ـ وَصَاحِبَتِه وَاَخِيْهِ ـ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِى تُئْوِيْهِ ـ وَمَنْ فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا (لا) ثُمَّ يُنْجِيْهِ ـ

"সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তাদের পরস্পর দেখা হবে। অপরাধীরা সেদিনের আজাব হতে মুক্তি পাবার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই তাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবার, এমন কি পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় দিয়ে হলেও মুক্তি পেতে চাবে।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ১০-১৪)

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامَكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ج)

"কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান সন্ততি।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৩)

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ পৃথিবীর সব রকমের আত্মীয়তা, সম্পর্ক-সম্বন্ধ ও যোযোগ সেখানে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দল, বাহিনী, বংশ, গোত্র, পরিবার ও গোষ্ঠী হিসেবে সেখানে হিসেব নিকেশ নেয়া হবে না। এক এক ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগত ভাবেই সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেককে নিজের হিসেবে নিজেকেই দিতে হবে। এ কারণে কোন ব্যক্তির-ই আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা দলের খাতিরে কোন অবৈধ কাজ করা উচিত নয়। কেননা নিজের কৃতকর্মের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। তার ব্যক্তিগত দায়িত্বে অন্য কেউ অংশীদার হবে না।[৮]

সেদিন ক্ষমতা ও অহংকার থাকবে একমাত্র আল্লাহর

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمَا الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ فِيْ قَبْضِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا اللهُ أَنَا الرَّحْمَنُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْقُدُّوْسُ أَنَا السَّلَامُ أَنَا الْمُهَيْمِنُ أَنَا الْعَزِيْزُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الَّذِى أَبْدَاتُ الدُّنْيَا وَلَمْ تَكُ شَيْئًا أَنَا الَّذِىْ أُعِيْدُهَا أَيْنَ الْمُلُوْكُ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ ـ

"নিশ্চয়ই মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ কিয়ামতের দিন সাতটি আকাশ ও পৃথিবী নিজের (কুদরতী) মুঠির মধ্যে ধারণ করে বলবেন ঃ আমি আল্লাহ, আমি পরম করুণাময়, আমি রাজ্যাধিপতি, আমি পরম পবিত্র, আমি শান্তি, আমি রক্ষক, আমি শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, আমি গর্বের অধিকারী, আমিই পৃথিবী সৃষ্টি করেছি যখন তা ছিলো না। আমিই পুনরায় তা সৃষ্টি করবো। আজ বাদশাহগণ কোথায়? কোথায় সেই অত্যাচারীগণ?" (হাদীসে কুদসী পৃঃ ২৬৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা)

(৮) তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুমতাহিনা, টীকা-৩

www.bjilibrary.com

হাশর (اَلْحَشْرُ)

حَشْرٌ (হাশর) শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা, জমা করা। শরীয়তের পরিভাষায় হাশর বলা হয় কিয়ামতের পর পুনারায় পৃথিবী সমতল করে সেখানে সমস্ত সৃষ্টি হিসেব নিকেশ নেয়ার জন্য একত্রি করাকে।

হাদীসে আছে কিয়ামতের সময় তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। প্রথমটিকে বলা হয় نَفْخَةُ الْفَزَعِ (নাফখাতুল ফাযায়া) অর্থাৎ বিভিষিকা সৃষ্টিকারী ফুঁক। এ ফুঁক সমস্ত সৃষ্টিকে কাঁপিয়ে দেবে, ভীত সন্ত্রস্ত ও সংকুচিত করে দেবে। দ্বিতীয় ফুঁককে বলা হয় نَفْخَةُ الصَّعْقِ (নাফখাতুছু ছায়া'কা) অর্থাৎ প্রচণ্ড বিপর্যয়ের ফুঁক। এর ধ্বনি শোনামাত্র সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর জমিনকে বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ দেয়া হবে, উকাজ বাজারে ক্রীত চাদরের মতো এমনভাবে (জমিনকে) বিছিয়ে দেয়া হবে কোথাও একবিন্দু ভাঁজ বা খাঁজ থাকবে না। তৃতীয় বার আরেকটি ফুঁক দেয়া হবে, অমনি যে যেখানে মরে পড়েছিলো সেখান হতেই সে পরিবর্তিত জমিনের বুকে উঠে দাঁড়াবে। এটাকে বলা হয় نَفْخَةُ الْقِيَامِ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (নাফখাতুল কিয়ামি লি-রাব্বিল আলামী) অর্থাৎ রবের জন্য উঠে দাঁড়াবার ফুক। [বুখারী, আবু হুরাইরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত]

হাশরের দিন ভূ-পৃষ্ঠকে সমতল করা হবে

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا - لَاتَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا -

"আর জমিনকে এমন সমতল রুক্ষ-ধুসর ময়দানে পরিণত করা হবে, সেখানে তুমি কোন উঁচু-নীচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না।"

(সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৬-১০৭)

www.bjilibrary.com

সূরা ইব্‌রাহীমের শেষ রুকুতে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

"যখন জমিন ও আসমান বদল করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রশালী প্রভুর সম্মুখে উন্মোচিত-স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪৮)

অর্থাৎ গোটা ভু-পৃষ্ঠের নদী-সমুদ্র ভরাট করে পাহাড় পর্বতগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় পরিণত করা হবে এবং বন-জঙ্গল দূর করে দিয়ে (গোটা ভূ-পৃষ্ঠ) মসৃণ সমতল এক বিশাল আকৃতির মাঠে রূপান্তর করা হবে।

হযরত আয়িশা (রা) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে গেলে ঐ সময় মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন! ঐ সময় মানুষ পুলরিসাতের ওপর থাকবে।

(মুসলিম)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যে পৃথিবীতে মানুষকে একত্রি করা হবে তার রং হবে সাদা এবং ধূসর বর্ণের মিশ্রিত রূপ। এ সময় মাটি রুটির মতো হবে। কোন কিছুর চিহ্ন এতে থাকবে না। (বুখারী)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الاَرْضَ بَارِزَةً (لا) وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ -

"যখন আমরা পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিত করবো তখন তোমরা জমিনকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমরা সমস্ত মানুষকে

এমনভাবে ঘিরে একত্রিত করবো যে আগের অথবা পরের) কেউ বাকী থাকবে না।" (সূরা কাহাফ ঃ ৪৭)

ভূ-পৃষ্ঠ তার গর্ভের সবকিছু বাইরে বের করে দেবে

وَاَخْرَجَتِ الاَرْضُ اَثْقَالَهَا ـ وَقَالَ الاِنْسَانُ ـ مَالَهَا ـ

"পৃথিবী তার গর্ভের সবকিছু বাইরে বের করে দেবে। মানুষ জিজ্ঞেস করবে (পৃথিবীর) হলো কি? (সূরা যিলযাল ঃ ২-৩)

وَاَنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا (لا) وَاَنَّ اللّٰهَ يُبْعَثُ مَنْ فِىْ الْقُبُوْرِ ـ

"কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে। এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই লোকদেরকে অবশ্যই ওঠাবেন যারা কবরে শায়িত আছে।" (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِنَ الاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ـ

"পরে একবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর অমনি তারা নিজেদের রবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবর সমূহ হতে বেরিয়ে পড়বে।"

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে আমাকে দেখানো হবে। প্রথমে আবু বকর ও ওমর কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। এরপর আমি কবরস্থানে যাবো। তখন কবরবাসীগণ কব থেকে বেরিয়ে একত্রিত হতে থাকবে। অতঃপর আমি মক্কাবাসীদের প্রতীক্ষা করতে থাকবো। তারাও কবর থেকে বেরিয়ে আমার সাথে মিলিত হবে। তারপর আমি হারামাইনের মধ্যবর্তী স্থানে একত্রিত হবো। (তিরমিযি)

সূরা আল মায়ারিজে বলা হয়েছে–

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ـ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (ط) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ

"সেদিন তারা নিজেদের কবর হতে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে, (মনে হবে) যেনো নিজেদের দেবতার স্থান সমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। তখন তাদের দৃষ্টি অবনত হবে। অপমান লাঞ্ছনা তাদের ওপর সমাচ্ছন্ন থাকবে, এটি সেই দিন যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হয়েছিলো।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ৪৩)

اَفَلاَ يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرُ مَافِىْ الْقُبُوْرِ ـ

"তারা কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে সমাহিত সব কিছুকে বের করা হবে।" (সূরা আ'দিয়াত ঃ ৯)

يَوْمَايَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْئٍ نُّكُرٍ ـ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جُرَادٌ مُنْتَشِرٌ ـ

"যেদিন আহবানকারী এক কঠিন অবস্থার দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন মানুষ ভীতু চোখে নিজেদের কবর হতে এমনভাবে বের হবে, যেনো বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ। তারা আহবানকারীর দিকে দৌঁড়াতে থাকবে।"
(সূরা ক্বামার ঃ ৬-৭)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কবর বলতে সেই নির্দিষ্ট গুহাকে বুঝানো হয়নি যেখান গর্ত করে লাশ দাফন করা হয়। বরং আলমে বারযাখে জগৎকে বুঝানো হয়েছে।

বিজ্ঞানে দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ অসংখ্য পরমাণু (Atom) দিয়ে গঠিত। তাই কোন প্রাণীর মৃত্যু হলে তাকে যেখানেই ফেলা হোক না

www.bjilibrary.com

কেনো তার পরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে জমিনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর কুদরতে সেগুলো একত্রিত হয়ে পূর্বাকৃতি ধারণ করবে।

পুনরায় সৃষ্টি করে হাশরে একত্রি করা হবে

মহান আল্লাহ বলেন–

اَفَعَيِيْنَ بِالْخَلْقِ الاَوَّلِ ـ

"আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি?" (সূরা ক্বাফ ঃ ১৫)

অতঃপর দৃঢ়তার সাথেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كَمَا بَدْاَنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ (ط) وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ

"আমি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি ঠিক সেভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো। এটা আমার পাকাপোক্ত ওয়াদা। আর এ কাজ আমাকে করতেই হবে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৪)

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ـ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ ـ

"মানুষ কি মনে করে, আমি তার হাড়গুলো একত্রিত করতে পারবো না? কেনো নয়? আমিতো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গিরাগুলো পর্যন্ত যথাযথ বানিয়ে দিতে সক্ষম।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩-৪)

প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যতো মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের সকলকে একই সময়ে জীবিত করে একত্রিত করা হবে।

ইরশাদ হচ্ছে–

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ (لا) لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ـ

www.bjilibrary.com

"সেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। অতঃপর (সেদিন) যা কিছু ঘটবে তা সকলের চোখের সামনেই সংঘটিত হবে।" (সূরা হূদ ঃ ১০৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

قُلْ اِنَّ الاَوَّلِيْنَ وَالاٰخِرِيْنَ ـ لَمَجْمُوْعُوْنَ (لا) اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

"তাদেরকে বলো, প্রথম অতীত হওয়া ও পরে আসা সমস্ত মানুষকে নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত করা হবে।"

(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪৯ ঃ ৫০)

সমস্ত মানুষ সেদিন উলঙ্গ হয়ে উঠবে

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ـ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَاعَائِشَةَ الاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ـ

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি, কিয়ামতের দিন সমস্ত খালি পা, নগ্ন দেহ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় (হাশরের ময়দানে) একত্রিত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ অবস্থায় নারী পুরুষ কি একে অপরের দিকে তাকাবে না? জবাবে তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! কিয়ামতের নির্মমতা ও ভয়াবহতা এমন হবে যে, সেদিন কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য করার অবকাশও পাবে না। –(বুখারী, মুসলিম)

সেদিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরানো হবে। তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাপড় পরানো হবে।

www.bjilibrary.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

সর্বপ্রথম আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ)কে কাপড় পরাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমার বন্ধুকে কাপড় পরিয়ে দাও। তখন জান্নাতের দুটো সুক্ষ্ম ও নরম সাদা কাপড় তাঁকে পরিয়ে দেয়া হবে। তারপর আমাকে কাপড় পরানো হবে। -(বুখারী)

অপরাধীরা ভুলে যাবে পৃথিবীতে কতোদিন ছিলো

মানুষ সেদিন আজাবের তীব্রতা ও ভয়াবহতা দেখে পেরেশান হয়ে যাবে। কোনক্রমেই স্মরণ করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে তারা কতোদিন ছিলো। পরকালের সূচনা এবং তার দীর্ঘতা দেখে পৃথিবীর সময়টাকে তাদের নিকট এক ঘন্টা অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী মনে হবে।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا - يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ يَوْمًا -

"আমরা অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘিরে আনবো, তাদের চক্ষু আতংকে বিস্ফরিত হয়ে যাবে। তারা পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করবে, আমরা পৃথিবীতে বড়োজোর দশ দিন সময় কাটিয়েছি। আমরা ভালো করেই জানি যে, তারা কি বলবে। তখন তাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক সতর্ক অনুমান করতে পারবে, সে বলবে ঃ না, তোমরা পৃথিবীতে মাত্র একদিন ছিলে।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ১০২-১০৪)

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِىْ الاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ - قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ -

"আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কতোদিন ছিলে? প্রতি উত্তরে তারা বলবে, একদিন কিংবা তার চেয়ে কম সময় আমরা পৃথিবীতে ছিলাম। আপনি হিসেব রক্ষকদের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (সূরা মু'মিনুন ঃ ১১২-১১৩)

সূরা রূমে বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ (لا) مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ (ط)

যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধীরা 'কসম' খেয়ে বলবে, আমরা পৃথিবীতে এক ঘণ্টার বেশী ছিলাম না।" (সূরা রূম ঃ ৫৫)

অপরাদীদেরকে চেহারা দেখেই চেনা যাবে

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمهُمْ فَايُوْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالاَقْدَمِ ـ

"অপরাধী সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা আর-রাহমান ঃ ৪১)

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ـ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ـ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ـ

"এবং সেদিন কতিপয় মুখমণ্ডল ধূলোমলিন হবে। কালিমালিপ্ত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। এরাই হলো কাফির ও পাপী লোক।"

(সূরা আবাসা ঃ ৪০-৪২)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِيْنَ فِىْ الاَصْفَادِ ـ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوْهُهُمُ النَّارِ ـ

www.bjilibrary.com

"সেদিন তুমি পাপীদেরকে দেখবে, শিকলে হাত-পা শক্ত করে বাধা রয়েছে এবং গায়ে গন্ধকের পোশাক পরানো হয়েছে। আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪৯-৫০)

সেদিন পাপীদেরকে অন্ধ বোবা ও কালা করে ওঠানো হবে

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلاً ـ

"আর যারা পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে থাকবে, তারা আখিরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে তারা অন্ধের চেয়েও ব্যর্থকাম।"
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭২)

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا (ط) مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ (ط)

'আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ, বোবা ও কালা (বধির) করে মুখের ওপর ভর করিয়ে টেনে নিয়ে আসবো।[১] *তাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম।"* (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭)

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ـ

"যে ব্যক্তি আমার আদেশ নিষেধ হতে বিমুখ হবে কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাবো। তখন সে বলবে, হে রব! পৃথিবীতে তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে কেনো আমাকে অন্ধ করে ওঠালে?
(সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪-১১৫)

---

১. হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে কিভাবে মুখ দিয়ে হাটিয়ে একত্রিত করা যাবে? উত্তরে তিনি বললেন যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দুপায়ের ওপর ভর করে চালাতে সক্ষম, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাদেরকে মুখ ভর দিয়ে চালাতে ক্ষমতা রাখেন না? (বুখারী, মুসলিম)

www.bjilibrary.com

সেদিন অপরাধীরা অনুতাপ করবে

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا - وَجَاىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (لا) يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى - يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ -

"সেদিন তোমার রব আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে। আর জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ার কি লাভ হবে? সে বলবে হায়! আমি যদি এ জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু পাঠাতাম।" (সূরা আল-ফজর ঃ ২২-২৪)

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدهُ وَيَقُوْلُ الكفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا -

"সেদিন মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রিম পাঠিয়েছে। তখন প্রতিটি কাফের চিৎকার করে বলে ওঠবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।" (সূরা নাবা ঃ ৪০)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً - يٰوَيْلَتٰى لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً - لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ (ط)

"জালিমরা সেদিন নিজেদের হাত কামরাতে থাকবে এবং বলবে ঃ হায়, আমি যদি রাসূলের সংগ গ্রহণ করতাম (অর্থাৎ যদি রাসূলের অনুসরণ করতাম)। হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনায় পড়েই আমি সে নসীহত গ্রহণ করিনি যা আমার নিকট এসেছিলো।" (সূরা ফুরকান ঃ ২৭-২৯)

www.bjilibrary.com

সেদিন পাপীরা ঘামে ডুবে থাকবে

সেদিন অপরাধীরা হাশরের মাঠে সবচেয়ে বেশী কষ্ট অনুভব করবে ঘামের কারণে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য মাত্র এক মাইল ওপরে থাকবে আর অপরাধীরা তার কর্ম অনুযায়ী ঘামতে থাকবে। আর এ ঘাম কারো পায়ের গোড়ালী, কারো হাটু, কারো কোমর পর্যন্ত ডুবে যাবে। আবার কেউ কেউ পা থেকে মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকতে এমন কি তার ঘাম লাগামের মতো মুখে এটে থাকবে। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সেদিন মানুষের ঘাম এতো বেশী নির্গত হবে যে, তা দেখে তারা অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে ঃ হে আল্লাহ ! আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও তা বরং আমাদের নিকট এ কষ্টের চেয়ে সহজ হবে। অথচ জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা অবহিত থাকবে। শুধুমাত্র ঘামের কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে তারা একথা বলবে। (তারগীব হাকিম)

হাশরের দিন মানুষ তার আমল অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীকে আত্মপ্রকাশ করবে

সেদিন মানুষ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের আমলের পরিণাম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীকে চিহ্নিত হয়ে হাশরের ময়দানে ওঠবে। নিচে সংক্ষেপে তার কিছু বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীরা সেদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পতাকা বহন করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। (মিশকাত)

যাকাত আদায় করেনি যে

যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে না হাশরের মাঠে এক বিশালদেহী অজগর তাকে জড়িয়ে রাখবে এবং দংশন করতে থাকবে। সোনা-রূপার যাকাত না দিলে তাকে সেদিন তা গরম করে ছ্যাকা দেয়া হবে।

যে ব্যক্তি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত আদায় না করবে সেদিন তাকে ঐ সমস্ত রূপক পশু শিং দিয়ে আঘাত করবে এবং খুর দিয়ে দলিত মথিত করতে থাকবে। (সূরা আলে ইমরান, বুখারী, মুসলিম।)

www.bjilibrary.com

হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে এমন ভাবে ধরে আনবে নিহত ব্যক্তির মাথায় তার হাত থাকবে এবং কর্তিত গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। এ অবস্থা সে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করতে করতে আরশের দিকে যাবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

হত্যাকারীর সাহায্য কারী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিনকে হত্যা করার সময় যদি কেউ পরোক্ষভাবেও হত্যাকারী সাহায্য করে তবে সে এমনভাবে সেদিন হাজির হবে যে, তার দু'চোখের মধ্যে [অর্থাৎ কপলে] লেখা থাকবে– اٰئِس مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত) ইবনে মাজা।)

ভিক্ষুকের অবস্থা

যে ব্যক্তি মানুষের নিকট বার বার সওয়াল করেব সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে তার মুখে কোন গোশত থাকবে না। –(বুখারী, মুসলিম)

বেনামাযীদের অবস্থা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোন আলো হবে না, দলিল হবে না বা নাজাতের কোন উপায় থাকবে না। বরং সেদিন ফিরআউন, নমরূদ, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে। –(আহমদ, দারেমী।)

দু-মুখীপনার পরিণতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুমুখীপনা করবে কিয়ামতের দিন তার মুখ হয়ে আগুনের।

মিথ্যা স্বপ্নের বর্ণনাকারী

যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে তাকে কিয়ামতের দিন দুটো যবের বীজের মধ্যে গিট লাগাবার জন্য বাধ্য করা হবে কিন্তু সে তা পারবে না। তাই সে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। –(মিশকাত)

www.bjilibrary.com

অহংকারে পরিণাম

পৃথিবীতে যে ব্যক্তি অহংকার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন অপমানের পোশাক পরাবেন। -(আবু দাউদ)

অপরের জমি জোর করে দখল করার পরিণাম

যে ব্যক্তি অপরের জমি জোর করে দখল করবে। তাকে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমি শিকল বানিয়ে তার কাধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

সাক্ষ্য গোপন করার পরিণতি

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করবে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। -(আহমদ, তিরমিযি)

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা না করার পরিণতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যার একাধিক স্ত্রী আছে কিন্তু তাদের সাথে সমতা রক্ষা করে না, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ওঠবে যে, তার একপাশ গলিত অবস্থায় থাকবে। -(মিশকাত)।

আরশের ছায়ায় স্থান লাভকারীগণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

(১) ন্যায় বিচারক মুসলমান বাদশাহ্ বা কাযী।

(২) সেই যবুক যে আল্লাহর ইবাদতে তার যৌবন কাল অতিবাহিত করেছেন।

(৩) যে ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়ে এসে পুনরায় মসজিদে যাবার জন্য উম্মুখ হয়ে থাকে।

(৪) যারা পরস্পর আল্লাহর জন্য ভালোবেসে মিলিত হয় এবং পৃথক হয়।

(৫) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়।

www.bjilibrary.com

(৬) যাকে কোন সুন্দরী মহিলা অসৎ কাজে আহ্বান করে এবং সে আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে।

(৭) এমন দাতা যে ডান হাতে দিলে বাম হাত জানতে পারে না।

(বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ্ প্রেমিকগণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, আমার মাহাত্ম্যের কারণে পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারীদের জন্য স্বর্ণের মিম্বার দেয়া হবে। তা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা পোষণ করবে। কেননা তারা সেখানে নিশ্চিন্তে মিম্বরের ওপর বসে থাকবেন এবং নবী ও শহীদগণ সুপারিশ মগ্ন থাকবেন। -(মিশকাত)

শহীদগণের অবস্থা

শহীদগণ কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ওঠবেন দেখলে মনে হবে তার আহত স্থান থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, রং হবে রক্তের মতো কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো। (বুখারী, মুসলিম)

মুয়াজ্জিনের মর্যদা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিনের ঘাড় কিয়ামতের দিন সবার চেয়ে লম্বা হবে। -(বুখারী, মুসলিম)

হজ্জ পালনাবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর মর্যাদা

হজ্জ পালনাবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠবে। -(বুখারী)

ক্রোধ নিবারণকারী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রোধ হজম করলো কিন্তু তা পূর্ণ করার ক্ষমতা তার ছিলো। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সবার সামনে তাকে ডেকে এনে পছন্দ মতো হুর গ্রহণের অনুমতি দেবেন।

(তিরমিযি)

www.bjilibrary.com

প্রত্যেকেই নিজের আমল দেখতে পাবে

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا (ج)
وَّمَاعَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ (ج) تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَه اَمَدًا بَعِيْدًا ـ

"নিশ্চয়ই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। চাই তা ভালো হোক বা মন্দ। সেদিন তারা কামনা করবে এ দিনটি যদি তাদের নিকট হতে অনেক দূরে অবস্থান করতো; তবে কতোই না ভালো হতো।"

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّه لَيْسَ بَيْنَ اللّٰهَ وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلاَحَاجِبٌ يَحْجَبُه فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَاقَدَّمَ مِنْ عَمَلِهٖ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَاقَدَّمَ فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ فَاتَّقُوْ النَّارُ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ

"তোমাদের প্রত্যেকটি লোকের সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলবেন (হিসেব-নিকেশ নেবেন) সেখানে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে উকিল বা দো-ভাষী হিসেবে কেউ থাকবে না। আর তাকে লুকিয়ে রাখার কোন আড়ালও থাকবে না। সে ডান দিকে তাকলে নিজের আমল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, আর বাম দিকে তাকালে সেখানেও নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার যখন সে সমানে দিকে তাকাবে তখন জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না।"

এটিই যখন সত্য, তখন তোমরা আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও। −(বুখারী, মুসলিম)

www.bjilibrary.com

সেদিন গোপন বিষয় প্রকাশ করা হবে

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ـ

"সেদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হবে। তোমাদের কোন তত্ত্ব ও তথ্যই লুকিয়ে থাকবে না।" (সূরা হাক্কাহ ঃ ১৮)

"অর্থাৎ সবকিছুই তথ্য ভিত্তিক প্রকাশ করা হবে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে–

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ـ

"সেদিন পৃথিবী নিজের ওপর সংগঠিত সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে।"

(সূরা যিলযাল ঃ ৪)

এ আয়াত প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارُهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَ كَذَا يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارَهَا ـ

"তোমারা কি বলতে পারো, সে অবস্থাটা কি, যা সে (জমিন) বলবে? লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ্ এবং তার রাসূল এ বিষয়ে অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ জমিন প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যে, তার ওপর (জমিনের ওপর) থেকে কে কি করেছে জমিন এসব অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেবে। মানুষের আমল বা কাজকেই আয়াতে আখবার বলা হয়েছে। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

জমিন (পৃথিবী) নিজের ওপর অনুষ্ঠিত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবে, এ কথাটি প্রাচীনকালের লোকদের কাছে খুবই বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। জমিন কথা বলবে, এ

www.bjilibrary.com

ব্যাপারটি হয়তো তাদের বোধগম্য হতো না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার সিনেমা, লাউড স্পীকার, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচালন ও ব্যবহারের এ যুগে জমিন নিজের অবস্থাবলী কিরূপে বলে দেবে তা বুঝতে বিন্দু মাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মানুষ নিজের মুখে যা বলে বাতাসে ইথারের প্রবাহ, ঘরের প্রাচীর, তার ছাদ ও মেঝের প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে (কোন সড়কে, প্রান্তরে কিংবা কোন ক্ষেতে কথা বলে থাকলে) সে সবের অণু-পরমাণুতে যুক্ত হয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা যখন চাবেন তখন এসব বস্তু থেকে কণ্ঠস্বর ও উচ্চারিত ধ্বনি ঠিক তেমনিভাবে পুনরাবৃত্তি করাতে পারবেন, যেমন তা প্রথমবার মানুষের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত কিংবা ধ্বনিত হয়েছিলো। সে সময় নিজের কর্ণ কুহরে বহু পূর্বে উচ্চারিত নিজেরই বণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। তার পরিচিত লোকেরা শুনে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে এটা সেই ব্যক্তিরই কণ্ঠস্বর। মানুষ পৃথিবীর বুকে যে অবস্থায় এবং যেখানে যে কাজ করছে তার প্রত্যকটি গতিবিধি ও নড়াচড়ার প্রতিবিম্ব তার পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপরই পড়ছে এবং তার ছবি প্রতিফলিত হয়ে আছে। নিশ্চিদ্র ঘনো অন্ধকারে কোন কাজ কর থাকলে তাও গোপন থাকবে না। কেননা আল্লাহর এ বিশাল রাজ্যে এমন গোপন রশ্মি বর্তমান আছে, যার কাছে আলো-অন্ধকারের কোন তারতম্য নেই। তা সর্বাবস্থায়ই নিকট ও দূরের ছবি তুলতে সক্ষম। এসব ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব কিয়ামতের দিন চলচ্চিত্রের মতোই লোকদের চোখের সামনে ভাসমান ও ভাস্কর হয়ে উঠবে। সে নিজের জীবনকালে কখন, কোথায় এবং কি কি করেছে তা সে নিজের চোখেই প্রত্যেক্ষ করতে পারবে।

এখানেই শেষ ও চূড়ান্ত নয়। এরপর মানুষের দিলে যে সব চিন্তা কল্পনা, ইচ্ছা-বাসনা ও আশা-আকাংখা লুকিয়ে ছিলো, আর যে নিয়ত বা মনোভাব নিয়ে সে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলো তাও বের করে তার সামনে সারি সারি করে রেখে দেয়া হবে।[১]

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা যিলযাল, টীকা-৪

www.bjilibrary.com

বিচার (اَلْحِسَابُ)

পৃথিবীর বিচার পদ্ধতি এবং তার উপায় উপকরণের চেয়ে আখিরাতের বিচার পদ্ধতি ও তার উপায় উপকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে হবে। পৃথিবীতে দেখা যায়– একই বিচার অনেক সময় বিভিন্ন বিচারক কর্তৃক রায়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। তাছাড়া যার উকিল যতো বাকপটু এবং যুক্তিবাদী, বিচারের রায় তার দিকে যাবার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। তেমনিভাবে মিথ্যে সাক্ষীদের বদৌলতে ও তাদের আধিক্যে রায় পরিবর্তন হয়ে যায়। পৃথিবীতে যিনি বিচারক তিনি শুধু উভয় পক্ষের বক্তব্য ও যুক্তি থেকে নিজস্ব গবেষণায় সত্য উদঘাটন করে রায় দেবার দেষ্টা করেন। তা অনেক সময় সঠিক নাও হতে পারে।

পক্ষান্তরে আখিরাতের বিচার হবে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়। আখিরাতের বিচার কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হবে।

১। সেদিন একমাত্র বিচারক থাকবেন মহাপরাক্রমশালী ও মহাকৌশলী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

২। আসামীগণ বিচারকের সাথে বিনা মাধ্যমে সরাসরি কথা বলবে।

৩। সেদিন প্রতিটি মানুষের সমস্ত আমলগুলোকে ভিডিও আকারে উপস্থাপন করা হবে। যাকে আমরা আমলনামা বলে থাকি।

৪। তাদের হাত, পা, কান-চোখ তথা সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য প্রদান করবে।

৫। নবী রাসূলগণ সাক্ষ্য প্রদান করবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা ঈমান আনেনি।

৬। কারো ওপর কোন যুলম করা হবে না।

৭। আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা পূর্ণ করা হবে।

৮। শাস্তির নির্ধারিত পরিমাণ কম বেশী করা হবে না।

৯। একজনের অপরাধে আরেকজনকে দায়ী করা হবে না।

১০। কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না।

১১। সকল মানুষকে একই সাথে এবং একই জায়গায় উপস্থিত করা হবে।

www.bjilibrary.com

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ - وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ - وَمَا اَدْرٰكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ - ثُمَّ مَا اَدْرٰكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ - وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ - وَمَا ادْرٰكَ مَايَوْمُ الدِّيْنَ - ثُمَّ مَااَدْرٰكَ مَايَوْمُ الدِّيْنَ - يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا (ط) وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ -

"বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে কখনো অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি? আবার বলছি, তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি? এটা সেই দিন, যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য থাকবে না। যেদিন ফায়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারের থাকবে।"

(সূরা ইনফিতার ঃ ১৫-১৯)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ - فَمَالَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ -

"যেদিন গোপন অজানা তত্ত্ব ও রহস্য সমূহের যাচাই পরখ করা হবে। তখন মানুষের নিকট না নিজের কোন শক্তি থাকবে, না কোন সাহায্যকারী তার জন্য (এগিয়ে) আসবে।" (সূরা আত্-তারিক ঃ ৯-১০)

গোপন অজানা তত্ত্ব বলতে মানুষের আমলকে বুঝানো হয়েছে। মানুষের এ আমল এক গোপন ও অজানা ব্যাপার। মানুষের কাজের বাহ্যিক রূপ তো লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট; কিন্তু তার পশ্চাতে যে মনোভাব ও মানসিক অবস্থা (নিয়ত) লুক্কায়িত থাকে, যে প্রবণতা, উদ্দেশ্যে ও কামনা-বাসনা কাজ করতে থাকে, তার যে গোপন কার্যকরণ নিহিত প্রচ্ছন্ন থাকে, তা সবই মানুষের নিকট গোপন থেকে যায়। হিসেব-নিকেশের (কিয়ামতের) দিন এর সব কিছুই লোকদের সামনে সুস্পষ্ট ও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি কি কাজ করছে, সেদিন শুধু তার-ই যাচাই পরখ হবে না বরং কেনো তা করেছে তারও সূক্ষ্ম বিচার ও যাচাই অবশ্যই হবে। ওপরন্তু মানুষ পৃথিবীতে যে কাজই করে, তার কি প্রভাবব ও প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর সমাজে প্রতিফলিত হলো, কোথায় কোথায় তা পৌছলো এবং কতোদিন কতোকাল তা অব্যাহত থাকলো তা সারা দুনিয়ার

www.bjilibrary.com

মানুষের নিকটই গোপন থেকে যায় এবং যে লোকটি কাজ করলো স্বয়ং তারও অনেক সময় তা অজানাই থেকে যায়। এই অজানা রহস্যও সেদিন জনসম্মুখে উদঘাটিত হবে। আর তার যাচাই পরীক্ষাও হবে।[১]

সেদিন ন্যায় বিচার করা হবে

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ - وَوَاشْرَقَتِ الاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاىْءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَادَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ -

"পরে আরেকবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা সকলেই ওঠে দেখতে শুরু করবে। পৃথিবী তার রবের নূরে ঝলমল করে ওঠবে। (প্রত্যেকের) আমলনামা সামনে হাজির করা হবে। নবী রাসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে (সত্য সহকারে) ফায়সালা করে দেয়া হবে। কারো ওপর কোন যুলম করা হবে না।" (সূরা যুমার ঃ ৬৮-৬৯)

এখানে সাক্ষী বলতে যারা লোকদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছে তাদেরকে এবং সে সব সাক্ষীও যারা লোকদের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করবে। এ সাক্ষী কেবলমাত্র মানুষই হবে না, ফেরেশতা, জ্বিন, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দুয়ার-প্রাচীর, বৃক্ষ-পাহাড় সবকিছুই এ সাক্ষীর মধ্যে শামিল।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (ط) لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ (ط) اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

"(বলা হবে) আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে, আজ কারো উপর জুলুম করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষীপ্রতার সাথেই হিসেব গ্রহণ করবেন।" (সূরা আল-মু'মিন ঃ ১৭)

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা তারেক, টীকা-৫

www.bjilibrary.com

সূরা আল-কাহাফে বলা হয়েছে–

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَيُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصَهَا (ج) وَوَجَدُوْمَا عَمِلُوْا حَاضِرًا - (ط) وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا -

"আর যখন আমলনামা সম্মুখে রেখে দেয়া হবে, তখন তোমরা দেখবে অপরাধীরা (নিজেদের আমলের কথা চিন্তা করে) খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছে ঃ হায়রে দুর্ভাগ্য! এটা কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট বড়ো কোন কাজই এমন থেকে যায়নি, যা লেখা হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিলো। তার সমস্তই নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি কোন যুলম করবে না।" (সূরা কাহাফ ঃ ৪৯)

সর্বপ্রথম নামাযের হিসেব নেয়া হবে

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন) কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্ব প্রথম নামাযের হিসেব নেয়া হবে। যে সুষ্ঠুভাবে নামাযের হিসবে দিতে পারবে অন্যান্য হিসেব তার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি নামাযের হিসেবে অকৃতকার্য হয়ে যায় তবে সব হিসেবেই সে অকৃতকার্য হয়ে যাবে। যদি (হিসেবের সময়) ফরয নামাযে ঘাটতি দেখা দেয়, তবে আল্লাহ বলবেন ঃ দেখো আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? নফল থাকলে ফরযের ত্রুটিবিচ্যুতি তা দিয়ে পূরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসেবে নেয়া হবে। অন্য বর্ণনায় আছে– অতঃপর যাকাতের হিসেব নেয়া হবে। –(মিশকাত)

পিতামাতাও সেদিন ছেড়ে কথা বলবে না

পৃথিবীতে যে পিতামাতা সন্তানের জন্য পাগল। সন্তান আঘাত পেলে সে আঘাতটা সরাসরি তাদের হৃদয়ে অনুরণিত হয়। যে সন্তানের জন্য পিতামাতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্রম দেন। যাদের মুখের এক টুকরো

www.bjilibrary.com

হাসি তাদের প্রাণকে জুড়িয়ে দেয়। নিজের মুখের গ্রাস নিজে না খেয়ে তাদেরকে খাওয়ান। সেই দরদী পিতা মাতাও সেদিন নিষ্ঠুর রুদ্রমুর্তি ধারণ করে সন্তানের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

সন্তানের ওপর পিতামাতার কোন অধিকার থাকলে কিয়ামতের দিন তারা তাদের সন্তানের ওপর ক্ষেপে গিয়ে বলবে ঃ আমাদের অধিকার দিয়ে দাও। সন্তান বলবে ঃ আমিতো তোমাদেরই সন্তান! কিন্তু তারা সেদিকে কোন কর্ণপাত না করে তাদের দাবীর ব্যাপারে সোচ্চার হবে। দাবী পূরণের জন্য জেদ ধরতে থাকবে। এবং আকাংখা করবে, হায়! আজ যদি তার ওপর আরো অধিক ঋণ থাকতো ! (তাবারানী)

এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভালো কিয়ামতের দিন দু'ধরণের হিসেব হবে। একটি হচ্ছে আল্লাহর হক সংক্রান্ত অপরটি হচ্ছে বান্দার হক সক্রান্ত। আল্লাহর হক আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে মা'ফ করে দিতে পারেন। আবার শাস্তিও দিতে পারেন। পক্ষান্তরে বান্দার হক যতোক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঐ বান্দা মা'ফ না করবে ততোক্ষণপর্যন্ত আল্লাহও মা'ফ করবেন না। কেনা যদি মা'ফ করে দেন তবে আল্লাহর নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না এবং সেটা হবে যুলুম। এ ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদাবদ্ধ যে, তিনি কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলম করবে না। নিচের হাদীসটিতে এ কথাগুলো সুন্দরভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বসে পড়লো। তারপর বললো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার নিকট কিছু গোলাম আছে, তারা আমার নিকট মিথ্যে কথা বলে এবং আমার মাল মাঝে মাঝে খেয়ানত করে। আমার বিরুদ্ধাচারণও করে। এ কারণে আমি তাদেরকে কখনো গালিদেই, আবার কখনো তাদেরকে মারধর করি। কিয়ামতে আমার কি উপায় হবে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা গোলামদের যে অপরাধ এবং তোমার যে প্রতিকার এ দুটোকে আল্লাহ বিচারের দিন পরিমাপ করবেন। যদি উভয়ের সমান সমান হয় তবে কারো নিকট থেকে কোন পূণ্য নেয়া হবে না। অথবা কোন পাপও কাউকে দেয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধ থেকে পাপও কাউকে দেয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধ থেকে বেশী হয়ে যায়, তবে তোমার

www.bjilibrary.com

থেকে তাদেরকে বদলা বা কিসাস আদায় করে দেয়া হবে। যদি তাদের অপরাধ তোমার দেয়া শাস্তি থেকে বেশী হয়ে যায় তবে তাদের থেকে তোমাকে বিনিময় আদায় করে দেয়া হবে। একথা শুনে সে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। (মা'আরিফুল হাদীস)

হিসেবের দিনের দেওলিয়া

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাগণকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি জানো, প্রকৃত দেওলিয়া (নিঃস্ব) কে? সাহাবাগণ বললেন ঃ যার সমস্ত ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে সেইতো দেওলিয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দেওলিয়া ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি (এর সওয়াব) নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছিলো, আবার কাউকে অপবাদ দিয়েছিলো, অথবা অন্যায়ভাবে কারো মাল আত্মসাত করেছিলো, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিলো আবার কাউকে অথবা প্রহার করেছিলো। সেজন্য তার মিমাংসা এভাবে হবে যাকে সে কষ্ট দিয়েছেলো এবং যাদের অধিকার সে হরণ করেছিলো, তাদের সকলের মধ্যে তার নেক সমূহ বন্টন করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি হক আদায়ের পূর্বেই তার নেক আমল শেষ হয়ে যায় তবে সমস্ত হকদারের গুনাহ্ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামের নিক্ষেপ করা হবে। (মুসিলম)

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যারা পৃথিবীতে না জেনে অথবা ভুল বশতঃ কারো হক নষ্ট করে ফেললো। অতঃপর সে যখন জানতে পারলো যে, এটা শক্ত বড়ো গুনাহ। এর থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দা (যার হক নষ্ট করা হয়েছে) মা'ফ না করবে। এখন সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট গিয়ে মা'ফ নিতে পারলেই হলো। যদি সে ব্যক্তি জীবিত থাকে এবং তার ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থাকে তো কোন সমস্যাই নেই। আর যদি সে ব্যক্তি ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে, তখন কি করে সেই অনুতপ্ত ব্যক্তি মা'ফ পেতে পারে?

এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে সুন্দর একটি পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরামর্শটি হচ্ছে ঃ যদি কেউ কারো হক নষ্ট করে ফেলে। এবং অনুতপ্ত হওয়ার পর হক ফেরত দিয়ে মা'ফ নেয়ার কোন সুযোগ তার না থাকে।

www.bjilibrary.com

যেমন লোকটি মারা গেছে অথবা দেশান্তর হয়ে গিয়েছে। তখন সে পরিমাণ হক নষ্ট করা হয়েছে ঠিক ঐ পরিমাণ সম্পদ তার নামে সাদকা করে দিতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর নিকট বেশী বেশী দু'আ করতে হবে। এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিচারের দিন তার থেকে মা'ফ নেয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। এমনি ঘটনা সম্পর্কে নিচের হাদীসটি আলোকপাত করা হয়েছে।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তাশরীফ রাখছিলেন। এমন সময় তিনি হেসে ফেলেন যাতে তাঁর সামনে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তিকে অধঃমুখী করে আল্লাহ্ দরবারে হাজির করা হবে। তাদের একজন বলবে ঃ হে আমার রব! আমার এ ভাইয়ের কাছ হতে আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ বলবেন ঃ হে অমুক। তুমি তার হক আদায় করে দাও। সে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমার একটি নেকীও অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ পাওনাদারকে বলবেন ঃ ওরতো কোন নেকী নেই। এখন তুমি কি করবে? সে বলবে ঃ হে আল্লাহ! সে আমার পাপের বোঝা বহন করুক। [আনাস (রা) বলেন ঃ] তিনি এ কথা বলে কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর দু'গু বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি বললেন ঃ সত্যি সে দিনটি কি কঠিন। মানুষ সেদিন এমন বিপদে পড়বে, নিজের পাপের বোঝা অপরে কাঁধে তুলে দেয়ার প্রয়াস পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঐ দাবীদারকে বলবেন ঃ মাথা তুলো জান্নাতের দিকে তাকাও। সে মাথা তুলে দেখবে সে বলবে হে আল্লাহ ! এতো মূল্যবান রূপার সুউচ্চ শহর ও মুক্তা খচিত বালাখানা। এগুলো কি কোন নবীর জন্য ? অথবা কোন সিদ্দীক বা শহীদের জন্য? আল্লাহ্ বলবেন ঃ এটা তার জন্য যে এর মূল্য দিতে পারবে। সে বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ! এর মূল্য দেয়ার সামর্থ কি কারো আছে? আল্লাহ্ বলবেন ঃ তা তোমার আছে। তুমি যদি তোমার ভাইকে মা'ক করে দাও, তবে এটা তোমার। সে তৎক্ষণাৎ বলবে ঃ আল্লাহ্ আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ যাও, তোমার ভাইয়ের হাত ধরে উভয়ে জান্নাতে যাও। -(মুকাশাফাতুল কুলুব-ইমাম গাজ্জালী)

—৫

www.bjilibrary.com

কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّتَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ

"আর ভয় করো সে দিনকে যে দিন কেউ কারো সামান্যতম কাজেও লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও হতে কোনরূপ সাহায্য পাবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ৪৮)

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْئٍ (ط) قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ (ط) سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ـ

"এবং এই লোকেরা যখন আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হবে, তখন দুর্বল লোকেরা (অনুসারীরা) যারা বড়ো লোক (নেতৃস্থানীয়) ছিলো, তাদেরকে বলবে ঃ পৃথিবীতে আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম আজ আমাদেরক বাঁচাতে কিছু করতে পারো কি? তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে মুক্তির কোন পথ দেখাতেন তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকেও পথ দেখাতাম। এখন আহাজারী করি কিংবা ধৈর্য্য ধারণ করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নেই।"

সূরা আলে-ইমরানে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا (ط) وَاُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ـ

"যারা কুফরী করেছে, সেদিন আল্লাহর সামনে তাদের ধন-সম্পদ না কোন উপকারে আসবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি তারা জাহান্নামের ইন্ধন হয়েই থাকবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০)

www.bjilibrary.com

মানুষ পৃথিবীতে সন্তান-সন্ততির জন্য বৈধ-অবৈধ কোন বাছ-বিচার না করেই সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টায় নিয়োজিত থাবে, এমনি অবস্থায়ই একদিন মৃত্যু তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন সন্তান-সন্ততি অথবা অগণিত ধন-সম্পদ কোনটিই মৃত্যু যন্ত্রণাকে সামান্যতম হ্রাস করতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে সেই বিচারের দিন হিসেবে-নিকেশের সময়ও সেগুলো কোন উপকারে আসবে না।

তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে

يَوْمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

"তারা যেন সে দিনটির কথা ভুলে না যায়, যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা, নিজেদের হাত ও পা তাদের (অতীতের) ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে।" (সূরা আন্ নূর ঃ ২৪)

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجَلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ فَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَا شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا (ط) قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْئٍ ـ

"অতঃপর সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দেবে, তারা পৃথিবীতে কি কি কাজ করেছিলো। তখন তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী দিলে? জবাবে ওরা বলবে ঃ আমাদেরকে সে আল্লাহই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি সম্পন্ন বানিয়েছেন।" (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ২০-২১)

অর্থাৎ কেবল মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সাক্ষ্য দেবে না। পৃথিবীতে যতো কিছু আছে সেদিন সব কিছুকেই বাকশক্তি সম্পন্ন বানিয়ে দেবেন এবং মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। কেননা সেদিন মানুষ আল্লাহর নিকট মিথ্যা বলে বাঁচার চেষ্টা করবে, তখন তাদের বক্তব্য যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করার জন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে

www.bjilibrary.com

সাক্ষ্য নেবেন। যেমন অন্য জায়গায় এ সম্পর্কে এক মজার ঘটনা বলা হয়েছে–

وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعوْنَ ـ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (ط) وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وهُمْ سَالِمُوْنَ

এবং তাদেরকে সিজদা দেয়ার জন্য ডাকা হবে, কিন্তু তখন তারা সিজাদ দিতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি নিচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ওপর চেপে বসবে। এরা যখন সুস্থ ছিলো তখনও সিজদার জন্য ডাকা হতো (কিন্তু তারা অস্বীকার করতো)।

উপরোক্ত আয়াতের ঘটনাটি হচ্ছে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ তবু সেদিন প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কিছুই বলবেন না। সেজন্য সমস্ত হাশরবাসীকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি পৃথিবীতে আমার স্মরণে নামায পড়তে? প্রতি উত্তরে সবাই বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা পৃথিবীতে তোমার স্মরণে নামায পড়তাম। তখন আল্লাহ্ বলবেন, ঠিক আছে তাহলে আজ আমাকে সবাই একটা করে সিজদা দিয়ে দেখাও। একথা শুনে মুমিনগণ সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, কিন্তু সেদিন কাফিরদের কোমর বাঁকা-ই হবে না। তাই শত চেষ্টা করেও তারা সিজদা দিতে পারবে না। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের হলো কি? সিজদা দিতে পারবে না। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের হলো কি? সিজদা দিতাম কিন্তু আজ যে কি হলো বুঝি না। এমনিভাবে বিচারের সময়ও মানুষ বিভিন্ন টালবাহানা শুরু করবে।

তখন আল্লাহ্ বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করবেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِمْ وَتَكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

"আজ আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, পা সাক্ষ্য দেবে, এরা পৃথিবীতে কোথায় কি করছিলো।"

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৫)

www.bjilibrary.com

তারা পরস্পপর দোষারোপ করবে

وَلَوْتَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ (ط) يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ (ج) يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ـ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ـ

"তুমি যদি এ লোকদেরকে দেখো, যখন এ জালিমরা তাদের রবের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হবে, তখন তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে থাকবে। যাদেরকে পৃথিবীতে দাবিয়ে রাখা হতো (অর্থাৎ অনুসারী) থারা যারা প্রভাবশালী (অর্থাৎ নেতা) তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। তখন নেতারা বলবে ঃ তোমাদের নিকট যে হেদায়েত এসেছিলো আমরা কি তা হতে তোমাদেরক ফিরিয়ে রেখেছিলাম? না, বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।"

(সাবা ঃ ৩১-৩২)

সূরা আশ-শুয়ারায় বলা হয়েছে–

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ـ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (ط) هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْيَنْتَصِرُوْنَ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ـ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ قَالُوْا وهُمْ يَخْتَصِمُوْنَ ـ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَمَا اَضَلَّنَا اِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

"এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের অনুসরণ করেছো, আজ তারা কোথায়, তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করছে, না তারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? অতঃপর তাদের সে

www.bjilibrary.com

মাবুদ ও বিভ্রান্ত লোকেরা এবং ইবলিসের সৈন্য-সামন্ত সকলকেই ওপরে নিচে ঠেলে দেয়া হবে। সেখানে তারা পরস্পর ঝগড়া করবে। আর এ বিভ্রান্ত লোকেরা তাদের নেতাদের অথবা মাবুদদেরকে বলবে ঃ আল্লাহ্র কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি লিপ্ত ছিলাম। কেননা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমান মর্যাদা দিচ্ছিলাম। আজ অপরাধীরাই আমাদের বিভ্রান্তির জন্য দায়ী।" (সূরা আশ্ শুয়ারা ঃ ৯২-৯৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ ـ

কিয়ামতের দিন একদল অপর দলক অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিশাপ দেবে। পরিণতিতে তোমাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম। আর সেখানেও কোন সাহায্যকারী পাবে না।

সেদিন সমস্ত দায় দায়িত্ব নেতা ও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে মানুষ মুক্তি পেতে চাবে। কিন্তু দূর্ভাগ্য, যাদেরকে তারা অভিযুক্তি করবে, তারা সবাই অস্বীকার করবে। সে কথাগুলো অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় আল্লাহ্ বলে দিয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ (ط) مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ـ

"(যখন পরস্পর দোষারোপ করতে থাকবে) তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ঠিক হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আর আমি তোমাদেরকে যে ওয়াদা করেছিলাম তার খেলাফ করেছি। (এখন) আমার ওপর তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। শুধু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডাক দিয়েছি, আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। তাই আজ আর আমাকে দোষ দি'ও না বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ করো। কেনান আমি তোমাদেরকে ঘাড় ধরে কিছু করাইনি আর তোমরাও আমাকে জোর করে কিছু করাওনি। তোমরা আমাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত শিরক্ করছো তা আমি আগেই অস্বীকার করেছি।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২২)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانُكُمْ اَنْتُمْ

"যে দিন আমরা সকলকে একত্রিত করবো। তখন আমরা মুশরিকদেরকে বলবো ঃ থামো! তোমরা এবং তোমাদের বানানো মাবুদগণ সকলেই। অতঃপর আমরা তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবো। তখন তাদের মাবুদগণ বলবে ঃ তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না, আমাদে ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর (যদিই বা আমাদের ইবাদত করে থাকো) আমরা সেই ইবাদাত সম্পর্কে খবরও রাখতাম না।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৮-২৯)

ঈমানদারদের জন্য বিশেষ সুযোগ

বিচারের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একদল গুনাহ্গার মুমিনকে তাঁর রহমতের চাদরের নিচে নিয়ে তাদের কৃতি কিছু গুনাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তারা স্বীকার করবে এবং পেরেশানীর কারণে প্রায় বেহুস হয়ে যাবে এবং মনে মনে বলবে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। 'তাদের পেরেশানী দেখে আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি পৃথিবীতে তোমাদের এ অপরাধগুলো গোপন রেখেছিলাম। আজ তা মা'ফ করে দিলাম। তখন তাদের পূণ্যময় আমলনামা তাদের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। –(বুখারী, মুসলিম)

www.bjilibrary.com

আল্লাহর প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মর্যাদা

হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে,

يَقُوْلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ جِيْرَانِىْ؟ فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ مَنْ هَذَا الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يُجَاوِرَكَ فَيَقُوْلُ اَيْنَ قُرَّاءُ الْقُرْانِ وَعُمَّارُ الْمَسَاجِدُ ـ

বিচারের দিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? তাঁরা বলবেন ঃ আপনার প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্য কারা? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ যারা মসজিদ সমূহ আবাদ করতো এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারীগণ কোথায়? –(আবু নঈম)

يَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِدْنُوْا مِنِّى اَحِبَّانِىْ ؟ فَيَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ مَنْ اَحِبَّاؤُكَ ؟ فَيَقُوْلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ فَيَدْنُوْنَ مِنْهُ ـ فَيَقُوْلُ اَمَّا اِنَّ لَمْ اَزُوْ الدُّنْيَا عَنْكُمْ لِهَوَانَ كَانَ بِكُمْ عَلَىَّ وَلكِنْ اَرَدْتُ بِذَالِكَ اَنْ اُضَعَّفَ لَكُمْ كَرَامَتِىْ الْيَوْمَ فَتَمَنُّوْا عَلَىَّ مَاشِئْتُمْ الْيَوْمَ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى الْجَنَّةِ قَبْلَ الاَغْنِيَاءِ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে এসো। ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ কারা আপনার বন্ধু? আল্লাহ্ বলবেন ঃ দরিদ্র মুসলমানগণ আমার বন্ধু। তখন তাদেরকে আল্লাহর নিকট হাজির করা হবে। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ আমি অন্য কোন কারণে পৃথিবীতে তোমাদের সুখ শান্তি কেড়ে নেইনি। শুধুমাত্র আজকের এ ভয়াবহ দিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার বিনিময় দেয়াই আমার ইচ্ছে

www.bjilibrary.com

ছিলো। সুতরাং তোমাদের যা খুশি আজ আমার নিকট চাও। অতঃপর ধনী ব্যক্তিদের চেয়ে চল্লিশ বৎসর পূর্বেই তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।" –[আবু শাইখ, আনাস (রা) হতে]

বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারীগণ

এমন ভয়াবহ দিনেও মানুষ হিসেব নিকেশ ছাড় পরম অতৃপ্তির সাথে জান্নাতে দাখিল হবার ছাড়পত্র পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন ঃ

يُحْشَرُ النَّاسُ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِ مُنَادٍ فَيَقُوْلُ اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَافِى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ سَائِرُ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ ـ

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে ওঠানো হবে। তারপর এক আহ্বানকারী উচ্চস্বরে আহ্বান করবে ঃ তারা কোথায়, যাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক থাকতে (অর্থাৎ তারা রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাতে)? এ ঘোষণা শোনে কিছু লোক (পৃথক হয়ে) দাঁড়িয়ে যাবে। অবশ্য তাদের সংখ্যা হবে খুব স্বল্প। অতঃপর তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। তারপর অন্যদের হিসেব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হবে। (বায়হাকী)

www.bjilibrary.com

মিযান (اَلْمِيْزَانُ)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ـ

"কিয়ামতের দিন আমরা সঠিক-নির্ভুল ওজন করার দাঁড়িপাল্লা সংস্থাপন করবো। তার ফলে কোন ব্যক্তির উপর এক বিন্দু পরিমাণ যুলম করা হবে না। যে এক বিন্দু পরিমাণও কিছু আমল আমল করে তা আমরা তার সামনে হাজির করবো। আর হিসেবে সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭)

হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমল পরিমাপ করার জন্য মিযান স্থাপন করা হবে। তার বিশালতা এমন হবে যে, তার মধ্যে সমস্ত আসমান ও জমিন এক সাথে পরিমাণ করতে গেলেও কোনরূপ অসুবিধা হবে না। ফেরেশতাগণ এটি দেখে মহান আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করবেন ঃ এ দিয়ে কি বস্তু পরিমাপ করা হবে। মহান আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করবেন ঃ এ দিয়ে কি বস্তু পরিমাপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলবেন ঃ সৃষ্টির মধ্যে যার ওজন গ্রহণ করতে চাবো, এটা তার ওজনই পরিমাপ করবে। একথা শোনে ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি পাক ও পবিত্র। আমাদের যেভাবে আপনার ইবাদাত করার কথা ছিলো আমরা সেভাবে তা করতে পারিনি।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মিযানের নিকট একজন ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে। মানুষ (আমল পরিমানের জন্য) এ মিযানের নিকট আসবে। এখানে এলেই তাকে দু'পাল্লার মাঝামাঝি দাঁড়

www.bjilibrary.com

করানো হবে। অতঃপর তার নেক আমলের পরিমাণ বেশী হলে, ফেরেশতাগণ উচ্চস্বরে চিৎকার করে ঘোষণা করবে। তার সে চিৎকার সমস্ত সৃষ্টিকুল শোনতে পারবে। বলা হবে ঃ অমুক ব্যক্তি আজ হতে চিরদিনের জন্য ভাগ্যবান হিসেবে চিহ্নিত হলো, আর কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। আর যদি আমলের পরিমাণ কম হয় তাহলে একজন ফেরেশতা অত্যন্ত বিকট শব্দে চিৎকার করে বলবে ঃ অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেলো। তার ভাগ্য আর কখনো ফিরবে না। এ চিৎকার সমস্ত সৃষ্টিকুলের কর্ণগোচর হবে। (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহী)

الـمـيزان (আল মিযান) শব্দের অর্থ নিক্তি, দাঁড়ি-পাল্লা, পরিমাপক যন্ত্র। শরীয়াতের পরিভাষায় ميزان (মিযান) বলা হয় সেই 'পরিমাপক যন্ত্র'কে যা দিয়ে বিচারের দিন নেকী-বদী, ভালো-মন্দ পরিমাপ করা হবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, নেকী ও গুনাহ্ তো অপদার্থ অর্থাৎ এদের কোন আকার আকৃতি ও জন নেই তবে সেদিন কি করে ওজন করা হবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে–

এক ঃ সেদিন পরিমাপের জন্য নেকী ও গুনাহকে আকার-আকৃতি প্রদান করা হবে। এ কথার সমর্থনও হাদীস থেকে পাওয়া যায়। হাদীসে আছে, "বিচারের দিন মানুষ বড়ো বড়ো পাহাড়ের আকৃতিতে তাদের নেকসমূহ দেখতে পাবে।"

দুই ঃ আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিস পরিমাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করি। যেমন দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ধান, চাল, ছোলা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়, আবার তরল পদার্থ পরিমাপক পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা হয়, তাপমাত্রা ও হিমাংক পরিমাপ করি থার্মোমিটার দিয়ে, তলর পদার্থের ঘনত্ব পরিমাপ করি ল্যাক্টোমিটার দিয়ে। তোমনিভাবে বায়ুচাপ পরিমাপ করা হয় বেরোমিটার দিয়ে। তদ্রূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও সেদিন ঠিক তেমনিভাবে পাপ ও পূর্ণ পরিমাপের জন্য এমন কোন পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করবেন, যা আমরা পৃথিবীতে কল্পনাও করতে পারি না। শুধু মাত্র পরিমাপের ব্যাপারটা বুঝানোর জন্যই হয়তো দাঁড়িপাল্লার কথা উল্লেখ করেছেন। (প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহই জানেন)

www.bjilibrary.com

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ـ

"আর সেদিন সত্য ও সঠিকভাবে ওজন করা হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে, আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনবে। কেননা তারা আমার আয়াতের সাথে জালিমদের ন্যায় আচরণ করছিলো।" –(সূরা আ'রাফ ঃ ৮-৯)

সূরা আল কারিয়াহ্ এ বলা হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

"অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে পছন্দমতো সুখে থাকবো। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। তুমি কি জানো তা কি জিনিস? তা হচ্ছে জলন্ত আগুন।" (সূরা ক্বারিয়াহ ঃ ৬-১১)

www.bjilibrary.com

আমলনামা (كِتَابٌ)

আমলনামা অথবা কৃতকর্মের ফলাফলকে কুরআনে (كِتَابٌ) বলা হয়েছে। এ কিতাব সেদিন কিসের উপরে লিখিত হবে যা কিসের মাধ্যমে দেয়া হবে তা জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। কেননা কুরআন হাদীসে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আল্লাহ্ মানুষের এক একটি কথা, তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ও কার্যকলাপের ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র অংশেকে, তার মনোভাব ও ইচ্ছা বাসনাকে, চিন্তা কল্পনাকে (গোপন হতে গোপনতর জিনিসকে) কিভাবে সংরক্ষণ করছেন বা কিভাবে সেদিন তার খতিয়ান বান্দার নিকট হস্তান্তর করবেন এ বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান আল্লাহর ইখতিয়ারে। আমরা শুধু একটুকু বুঝি যে, এগুলোকে সেদিন অবশ্যই একটা আকার আকৃতি দেয়া হবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

"প্রত্যেক দলকেই সেদিন ডেকে বলা হবে ঃ এসো, তোমাদের 'আমালনামা' নিয়ে যাও। আজ তোমাদেরকে সে সব আমলের বিনিময় দেয়া হবে, যা তোমরা করেছো। এটা আমাদের তৈরী করা 'আমলনামা'। তোমাদের ব্যাপারে সঠিক ও যথাযথ সাক্ষ্য দেবে। তোমরা (পৃথিবীতে) যা কিছু করছিলে আমরা তা যথাযথভাবে লিখে রাখতেছিলাম।"

(সূরা আল্ জাসীয়া ঃ ২৮-২৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَا يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ـ

'সেদিন আল্লাহ্ সাবইকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন তারা (পৃথিবীতে) যা কিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। তারা তো (তাদের আমল) ভুলে গিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ যাবতীয় কৃতকর্ম গুনে গুনে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।"–(সূরা আল্ মুজাদালা ঃ ৫)

সূরা যিলযালে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

"সেদিন প্রত্যেক লোক (দলবল ছাড়া) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেনো তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়। অতঃপর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ নেক আমল করবে তা সে দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ আমল করবে তাও সে দেখতে পাবে।– (সূরা যিলযাল ঃ ৬-৮)

সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে ঃ

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِمَةِ كِتٰبًا يَّلْقهُ مَنْشُوْرًا - اِقْرَا كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ عَلَيْكُمْ حَسِيْبًا -

"আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদের 'আমলনামা' প্রকাশ করবো, যাতে সবকিছু রেকর্ড থাকবে। (বলা হবে) পড়ো নিজের 'আমলনামা। আজ নিজের হিসেব নেয়ার জন্য নিজেই যথেষ্ট।"

–(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১৩-১৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهُ بِيَمِنْهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا - وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا - وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ - فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا - وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا -

www.bjilibrary.com

অতঃপর যার "আমলনামা" ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসেব সহজ ভাবে গ্রহণ করা হবে এবং সে সানন্দে আপনজনের নিকট ফিরে যাবে। আর যার "আমলনামা" তার পেছনে দিক হতে দেয়া হবে সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।– (সূরা ইনশকাক ঃ ৭-১২)

অর্থাৎ যারা 'আমলনামা' ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসেব গ্রহণে কড়া-কড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তুমি অমুক কাজ কেনো করেছিলে? অমুক কাজ যে তুমি করেছো তার কৈফিয়ত দাও। ভালো কাজের সাথে খারাপ কাজও তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে কিন্তু ভালো কাজের ওজন যেহেতু পাপের তুলনায় বেশী হবে এ জন্য তার অপরাদসমূহ এমনিই মাফ করে দেয়াহবে। পাপী লোকদের নিকট হতে হিসেব গ্রহণে যে কড়াকড়ি অবলম্বন করা হবে তা বুঝাবার জন্য কুরআন মজীদে سوء الحساب ব্যবহার করা হয়েছে। (রা'দ-১৮)। এর অর্থ অত্যন্ত খারাপভাবে হিসেবে গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে নেক লোকদেরকে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "এরা এমন লোক যে, তাদের ভালো ও নেক আমলসমূহ আমরা গ্রহণ করবো এবং তাদের গুনাহ্সমূহ মা'ফ করে দেবো।" (সূরা আল্ আহ্কাফ ঃ ১৬) এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ইরশাদ করেছেন, তা ইমাম বুখারী, আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, আবু দাউদ, হাকিম, ইবনে জরীর, আবদ বিনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুরইয়া হযরত আয়েশা (রা) হতে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারাই হিসেব নেয়া হবে, সেই বিপদে পড়বে। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আল্লাহ্তায়ালা কি বলেননি যে, যার আমলনামা ডান হাতে হবে, তার হিসেব সহজে গ্রহণ করা হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমলনামা পেশ করা সংক্রান্ত কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, সেই মারা পড়বে। অপর একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার সালাতে এই দু'আ করতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্ আমার হিসেব হালকাভাবে গ্রহণ করো। তিনি যখন সালাম ফিরালেন তখন আমি এর তাৎপর্য জানতে চাইলাম। জবাবে তিনি

www.bjilibrary.com

বললেন ঃ হাল্‌কা হিসেব অর্থ এই যে, বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হে আয়েশা, সেদিন যার নিকট হিসেবে চাওয়া হবে সেই মারা পড়বে।[১]

সূরা আল হাক্কায় বলা হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ـ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰق حِسَابِيَهُ ـ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ـ قَطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ـ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ـ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ـ وَلَمْ اَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ ـ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ـ

"সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ দেখো, পড়ো আমার মালনামা। আমি ধারণা করেছিলাম যে, আমার হিসেব অবশ্যই পাওয়া যাবে। ফলে তারা বঞ্চিত সুখ সম্ভোগ লিপ্ত হবে। আর যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায় আমার আমলনামা যদি না-ই দেয়া হতো আর আমার হিসেব কি তা যদি না-ই জানতাম! হায়, (পৃথিবীর) মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত হতো।"

(সূরা আল হাক্কাহ্‌ ঃ ১৯-২৭)

এখান বলা হয়েছে "আমলনামা" বাম হাতে দেয়ার কথা আবার সূরা ইনশিকাক এ বলা হয়েছে "আমলনামা পেছনে দেয়া হবে।"

উপরোক্ত দুটি কথা একত্রে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সেদিন অপরাধীরা নিজের আমলের ফলাফল পূর্বাহ্নেই ধারণা করতে পারবে। তাই যখন আমলনামা দেয়া হবে তখন তারা হাত পেছনে নিবে, তবুও তাদেরকে পিছনে গিয়ে জোর করে আমলনামা বাম হাতে দিয়ে দেয়া

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইনশিকাক, টীকা-৬

www.bjilibrary.com

হবে। মানুষের এটা স্বভাবধর্ম যে, আপত্তিকর কিছু নিতে অস্বীকার করলেই সে হাত পেছনে নিয়ে গুটিয়ে ফেলবে। এ কথাটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ইংগিত দেয়া হয়েছে। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)

সূরা কাহাফে বলা হয়েছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

"আর যখন আমলনামা সামনে রাখা হবে, তখন তোমরা দেখবে, অপরাধীরা নিজেদের আমলনামার বিষয়ে খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছে ঃ হায়রে দুর্ভাগ্য! এটা কেমন কিতাব আমাদের ছোট বড়ো কোন কাজই এমন নেই যা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তারা যা যা করেছিলো সবই নিজেদের সম্মুখে উপস্থিত পাবে। আর তোমাদের রব কারো প্রতি এক বিন্দু যুলম করবেন না।" –(সূরা কাহাফ ঃ ৪৯)

–৬

www.bjilibrary.com

শাফায়াত (شَفَاعَةٌ)

শাফায়াত (شَفَاعَةٌ) শব্দের অর্থ হচ্ছে সুপারিশ করা কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য উর্ধ্বতন কোন মহল বা ব্যক্তির নিকট আবেদন করা। শরীয়াতের পরিভাষায় শাফায়ত হচ্ছে বিচার দিবসে (বিচার চলাকালীন সময়) কোন গুনাহ্‌গার ব্যক্তির জন তার গুনাহ্ মাফের নিমিত্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তার হয়ে কোন ব্যক্তির আবেদন করা।

শাফায়ত কে কততে পারবে এবকে করতে পারবে না, অথবা কোন অবস্থায় করা যাবে এবং কোন অবস্থায় করা যাবে না, কার জন্য করা যাবে এবং কার জন্য শাফায়ত করা যাবে না, অথবা কার জন্য কল্যাণকর এবং কার জন্য কল্যাণকর নয় তা কুরআন এবং সুন্নাহয় স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের গুমরাহীর যতোগুলো কারণ আছে শাফায়ত সংক্রান্ত ভুল ধারণা তার মধ্যে একটি। এ জন্য আল কুরআন এবং হাদীসে এ বিষয়টি এতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যাতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় বা সামন্যতম অস্পষ্টতা নেই।[১]

সেদিন বিচার কার্য-চলাকালীন অবস্থা এবং সুপারিশ সংক্রান্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ

"সেদিন রূহ্ ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলবে না সে ব্যতীত, যাকে পরম করুনাময় অনুমতি দেবেন। এবং সে যথাযথ ও সঠিক কথা বলবে।" (সূরা আন নাবা ঃ ৩৮)

এখানে শাফাতকারী দুটি শর্তে শাফায়াত করতে পারবে।

(১) আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে যে পাপীর জন্য যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন শুধুমাত্র সে ব্যক্তিই এ পাপীর জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুদ্দাস্‌সির, টীকা- ৩৬

www.bjilibrary.com

(২) শাফায়তকারী বা সুপারিশকারীকে যথাযথ ও সঠিক কথা বলতে হবে। অন্যায় আবদার করলেও তা গৃহিত হবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

"এমন কে আছে যে তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট কারো জন্য সুপারিশ করবে?" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

শাফায়াত সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা

পৃথিবীতে আল্লাহকে বা দিয়ে অন্য যেসব বস্তুর পূজা-অর্চনা করা হয়, তার পেছনে দু'টি ধারণা খুব প্রবল।

এক ঃ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর মতো এরাও ক্ষমতাবান।

দুই ঃ যদিওবা ক্ষমা না করতে পারে তবে ক্ষমার ব্যাপারে অবশ্যই সুপারিশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ـ

"(যখন এদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা এসব বস্তুর পূজা-অর্চনা কেন করো? এরা তো ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না।) তখন তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।"

(সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

مَانَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ـ

"(কাফের মুশরিকগণ বলে) আমরা তো এগুলোর ইবাদাত করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেবে। (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।" (সূরা যুমার ঃ ৩)

ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন

এ সমস্ত বক্তব্যের প্রতিউত্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

اَمْ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لاَ يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَعْقِلُوْنَ ـ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ـ

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্য শাফায়তাকারী বানিয়ে নিয়েছে?

www.bjilibrary.com

তাদেরকে বলো, তাদের ঐ (সকল বস্তু) কোন ক্ষমতা না থাকলে এবং কিছু না বুঝলেও কি তারা সুপারিশ করবে? বলো ঃ সকল প্রকার শাফায়তো কেবলমাত্র আল্লাহ্ ইখতিয়ারভুক্ত।" (সূরা যুমার ঃ ৪৩-৪৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَاشَفِيْعٍ يُّطَاعُ -

"জালিমদের কেই দরদী বন্ধু হবে না, এ এমন কোন শাফায়াতকারী যার কথা মেনে নেয়া যেতে পারে।" (সূরা আল্ মুমিন ঃ ১৮)

সেদিন জালিমদেরকে ডেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন ঃ

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُاط -

"আর আমিতো আজ তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সে সুপারিশ-কারীদেরকে দেখছিনা, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে (আমার সাথে) তাদেরও অংশ রয়েছে।"

–(সূরা আনয়াম ঃ ৯৪)

যেসব মুশরিকরা মনে করে, ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য করবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী ঃ

"তারা (ফেরেশতাগণ) কারো সুপারিশ করবে না। শুধুমাত্র তাদের জন্য করবে যাদের পক্ষে সুপারিশ করতে আল্লাহ্ রাজী হবেন। আর তারা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। " (সূরা আল্ আম্বিয়া ঃ ২৮)

"তাছাড়া (ফেরেশতা একত্রিত হয়েও যদি কারো জন্য শাফায়ত করে তবুও তার পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হতে পারে না, তোমাদের এই কৃত্রিমভাবে বানানো মাবুদের শাফায়াত কারো বিপর্যয় রোধ করতে পারবে, সেটা তো সুদূর পরাহত ব্যাপার। খোদায়ীর ক্ষমতা ইখতিয়ার সম্পূর্ণ ও নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ।[২]

শাফায়াত ক্ষমতা কাউকে না দেয়ার কারণ

শাফায়াত করার উপর এতো কড়াকড়ি ও বিধি নিষেধের কারণ হচ্ছে, মানুষ পৃথিবীতে কে কি ধরনের আমল করে, কবে কোথায় কার হক নষ্ট

২. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-নজম, টীকা-২১

www.bjilibrary.com

করা হয়েছে, কোথায় কাকে হত্যা করা হয়েছে– ইত্যাদি কোন নবী, ওলী ও ফেরেশতাদের জানান ব্যাপার নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রত্যেকের প্রতিটি কাজকর্ম সম্পর্কেই পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি জানেন কার নীতি ও ভূমিকা কি নেক হলে তা কি রকম নেক, অপরাধী হলে কোন শ্রেণীর অপরাধী, ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য, না পূর্ণ শাস্তি পাওয়ার অধিকারী? কিংবা তার অপরাধকে কোরূপ হালকা বা মার্জনা করার অবকাশ আছে কিনা। কাজেই কি করে কোন ওলী-বুজুর্গ ব্যক্তি একজন লোকের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিয়ে সুপারিশ করার সাহস পেতে পারে?

শাফায়ত সংক্রান্ত যে নীতি নির্ধারিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত সত্য, নির্ভুল, যুক্তিযুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ। আল্লাহর নিকট শাফায়াতের দরজা বন্ধ নয় কিন্তু সুপারিশ করার পূর্বে প্রত্যেকেরই আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। আর তাদেরকে আল্লাহর যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র তার জন্যই তারা সুপারিশ করতে পারবেন। আবার সুপারিশ করার জন্য শর্তও আছে। তা হলো সে সুপারিশ অবশ্যই ন্যায়ানুগ হতে হবে। আজে বাজে সুপারিশ করার অধিকার সেদিন কাউকে দেয়া হবে না। একজন লোক পৃথিবীতে শতসহস্র মানুষের অধিকার হরণ করে এসেছে আর কোন বুজুর্গ সাহেব দাঁড়িয়ে তার পক্ষে সুপারিশ করবে যে, হুজুর মাফ করে দিন এবং পুরস্কার দিয়ে দিন তা আদৌ সম্ভব হবে না।[৩]

সত্যি কথা বলতে কি, শাফায়াত কোন ফাসেক-ফাজের, কাফের-মুশরিকের জন্য হবে না, শুধুমাত্র গুণাহ্গার মুমিনের জন্য হবে। তাও এমন অবস্থায়, যখন কোন গুনাহ্গার মুমিন হিসেব নিকেশের পর তার নেকী সামান্য কিছু কম হবে, হয়তো কোন ওসীলা বা সুপারিশের মাধ্যমে পূরণ হওয়া সম্ভব। যেমন পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঐসব ছাত্র/ছাত্রীকে "গ্রেস" দেয়া হয়, যারা পাশ নম্বরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে অকৃতকার্য হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ لاَّتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ـ

৩. তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বাহা, টীকা- ৮৬

www.bjilibrary.com

"সেদিন শাফাত কার্যকর হবে না। তবে আল্লাহ রহমান যদি কারো পক্ষে তা করার অনুমতি দেন এবং তার জন্য শুনতে রাজী নন, সেটি ভিন্ন কথা।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لاَتُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى -

"তাদের শাফায়াত কোন কাজেই আসতে পারে না যতোক্ষণ না আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তার অনুমতি দেবেন, যার জন্য তিনি কোন আবেদন শুনতে ইচ্ছে করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।"

(সূরা আন-নজম ঃ ২৬)

বস্তুতঃ নিজের জোরে আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি ও সামর্থ কারো নেই। নিজের সুপারিশ মানিয়ে নেয়ার শক্তি হওয়া তো অনেক দূরের কথা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেবে এবং যাকে ইচ্ছে দেবেন না, এটাতো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ার।

কাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেবেন

বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, নবীগণ, শহীগণ, ওলীগণ এবং নামায, রোযা, কুরআন ইত্যাদি বিভিন্ন আমলও সেদিন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অনুমতি পাবে। তবে শাফাতাকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا رَدَّ رَبُّكَ فِيْ الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَقَدْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ عَنْ ذٰلِكَ مِنْ اُمَّتِىْ

www.bjilibrary.com

لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لِمَا يَهُمُّنِىْ مِنْ اِنْقِصَافِهِمْ عَلٰى اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اَهَمُّ عِنْدِىْ مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِى لِمَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْبُهُ وَقَلْبَهُ لِسَانُهُ ـ

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করি ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! উম্মতের শাফায়াতের ব্যাপারে আপনার প্রভু আপনার কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, এ ব্যাপারে তুমিই সর্বপ্রথম আমাকে প্রশ্ন করবে। কারণ আমি জানি, তুমি জ্ঞান পিপাসু। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম, আমার উম্মতের জান্নাতে যাবার চিন্তা আমার সব চেয়ে বেশী। আমি এ ব্যাপারে চিন্তিত নাই যে, লোক উঁচু মর্যাদা লাভ করুক বরং তারা জান্নাত লাভ করুক এই আমার চিন্তা।

যেসব লোক ইখলাছের সাথে এই সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই। এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। আর এমনভাবে এ সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের অন্তর এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। আমি অবশ্যই তাদের জন্য সুপারিশ করবো। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হাব্বান, যাদেরাহ)

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন ঃ

شَفَاعَتِى لاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ ـ

আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবিরাহ্ গুনাহ্ করেছে আমি তাদের জন্য সুপারিশ করবো। –(আবু দাউদ, বায়হাকী, তাবারানী)

www.bjilibrary.com

জাহান্নামীদের জন্য সুপারিশ নেই

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط ـ

"আখিরাতে তারা বলবে ঃ এমনকি আমরা কোন সুপারিশকারী পাবো, যে আমাদের স্বপক্ষে সুপারিশ করবে? তা না হলে আমাদের আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হোক, আমরা আগে যেসব কাজ করতাম তার পরিবর্তে অন্য রকম কাজ করে দেখাবো।" –(সূরা আ'রাফ ঃ ৫৩)

প্রতিউত্তরে বলা হবে ঃ

قَدْ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ـ

"তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। যেসব মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো আজ তা সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

(সূরা আ'রাফ ঃ ৫৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

"হে নবী! তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, তাদের জন্য সবই সমান। আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনো সঠিক পথ দেখান না।" (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৬)

www.bjilibrary.com

হাউযে কাউসার (حَوْضُ كَوْثَرٌ)

كَوْثَرٌ (কাউসার) শব্দের অর্থ সীমাহীন আধিক্য, অসীম, বিপুলতা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় কাউসর (كَوْثَرٌ) বলা হয় হাশরের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের নহর হতে দু'টি ধারা এনে যে হাউযে ফেলা হবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে সমস্ত নেককার উম্মতদেরকেপানি পান করাবেন।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

اَنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -

"হে নবী আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।" (সূরা কাউসার ঃ ১)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ দুটি কাউসার দান করবেন। একটি হাউযে কাউসার যা হাশরের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হবে, অপরটি নহরে কাউসার অর্থাৎ কাউসার নামক ঝর্ণাধারা। এটি দেয়া হবে জান্নাতে। হাশরের দিন যখন মানুষ পিপাসায় ছটপট করতে থাকবে এবং পানি পানি বলে চিৎকার করতে থাকবে তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হাউযে কাউসার হতে তাঁর উম্মতদেরকে পানি পান করিয়ে পিপাসা নিবারণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنِّىْ فُرُطٌ لَّكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ لاَ نْظُرُ اِلَى حَوْضِىْ الاٰنَ -

আমি তোমাদেরকে পূর্বেই সেখানে পৌছাবো ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবো আল্লাহর কসম! আমি এখনো আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। –(বুখারী)

www.bjilibrary.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউযে কাউসার সংক্রান্ত যে বিবরণ দিয়েছেন তা সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বুখারী, মুসলিম, মুসানদে আহমাদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে "হাউযে কাউসারের পানি দুধের (কোন কোন বর্ণনায় রৌপ্য ও বরফের তুলনা দেয়া হয়েছে) চেয়েও সাদা, বরফের চেয়েও ঠান্ডা এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি হবে এবং হাউযের নীচের মাটি মেশকের চেয়ে বেশী সুগন্ধিযুক্ত হবে। আকাশে যতে তারা আছে তার চেয়ে বেশী পান পাত্র রাখা হবে তার কিনারায়। যে ব্যক্তি একবার ঐ হাউযের পানি পান করবে তার আর কখনো পিপাসা লাগবে না। আর যে ব্যক্তি তা হতে বঞ্চিত থাকবে তার পিপাসা কখনো নিবৃত্ত হবে না।"

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজে গমন করেন তখনও তাঁকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাউযে কাউসার দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ হাউয সংক্রান্ত হাদীসমূহ পঞ্চাশ জনেরও বেশী সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। কাজেই তার যথার্থতা সম্বন্ধে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।

হযরত আনাস (রাঃ) একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিয়ামদের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তখন প্রতি উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে ঃ অবশ্যই করবো, ইনশাল্লাহ্। পুনরায় আনাস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, "আমি আপনাকে হাশরের (বিশাল) ময়দানে কোথায় খুঁজবো? জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَوَّلُ مَاتَطْلُبُنِىْ عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، قَالَ فَاطْلُبُنِىْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبُنِىْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَاِنِّىْ لاَ اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلاَثَةَ مَوَاطِنُ ـ

www.bjilibrary.com

সর্বপ্রথম আমাকে পুলছিরাতে খুঁজবে। [তখন আনাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন] যদি আমি সেখানে যা পাই তবে কোথায় খুঁজো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যেখানে মানুষের নেকী-বদী ওজন করা হবে সেখানে খুঁজে দেখবে। [পুনরায় আনাস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন] যদি সেখানেও না পাই তবে কোথায় খুঁজবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ঃ 'হাউযে কাউসারে' আসবে। এ তিন স্থানের কোন এক স্থানে আমি অবশ্যই থাকবো। (তিরমিযি)

হাউযে কাউসার থেকে যাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অবশ্যই আমি কিয়ামতের দিন পানি পান করাবার জন্য তোমাদের সামনে হাজির হবো। যে আমার নিকট দিয়ে যাবে সেই তা পান করবে। একবার সে পানি পান করলে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। সেদিন পানি পান করার জন্য এমন লোক আমার কাছে আসবে যাদেরকে আমি চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে কিন্তু তাদেরকে আমার নিকটবর্তী হতে দেয়া হবে না। আমার ও তাদের মধ্যে একটি আবরণ থাকবে। ফলে তারা পানি পান করতে পারবে না। আমি বলবো ঃ এরাতো আমার লোক, তাদেরকে আসতে দাও। বলা হবে আপনি জানেন না। এরা আপনার ইন্তেকালের পর দ্বীনের মধ্যে বিদয়াত সৃষ্টি করেছে। একথা শোনে আমি বলবো ঃ ভাগো! এখান থেকে। (বুখারী মুসলিম)

www.bjilibrary.com

পুলছিরাত (صِرَاطُ)

হাশরের ময়দানের চতুর্দিকে জাহান্নাম দ্বারা গিরে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের উপর হাশরের ময়দানে হতে জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত সেতু স্থাপন করা হবে, চুলের চেয়ে চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো। প্রত্যেককেই সেই সেতু বা صراط অতিক্রম করে জান্নাতে পৌছতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِنْ مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ج كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ـ

"তোমাদের মধ্যে এমন কেই নেই, যে তার উপর আরোহণ করবে না। এটা তো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা। তা পুরো করা তোমার রবের দায়িত্ব।" –(সূরা মারইয়াম ঃ ৭১)

মুমিন ব্যক্তিগণ সে ছিরাত বা সেতু অতিক্রম করে জান্নাতে পৌছাতে সক্ষম হবে কিন্তু জাহান্নামীরা তা অতিক্রম করতে পারে না, ফলে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাছাড়া পুলছিরাত ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। সেদিন একমাত্র ঈমানের নূর বা আলো ছাড়া অন্য কোন আলো থাকবে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِهِيْم وَبِاَيْمَانِهِمْ ـ

"সেদিন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদেরকে দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে দৌড়াতে থাকবে।"

(সূরা হাদীদ ঃ ১২)

তখন জাহান্নামীরা মুমিনগণকে ডেকে নূর চাবে–

اَنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ ط بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذٰبُ ـ

www.bjilibrary.com

আমাদের দিকে একটু দেখো, যেনো আমরা তোমাদের "নূর" হতে কিছুটা উপকৃত হতে পারি।

কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, পেছনে সরে যাও, অন্য কোথাও হতে নূর সংগ্রহ করো। অতঃপর তাদের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে আড়াল করে দেয়া একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আজাব। -(সূরা হাদীদ ঃ ১৩)

কাফের, ফাসেক, ফাজের যেমন পৃথিবীতে আল্লাহর নূরের পথ হারিয়ে অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, সেদিনও তারা নিকষ আঁধারে হাতড়ে মরবে। আর মুমিনগণ যে নূর পাবে তা পৃথিবীতে সঠিক নির্ভূল আকীদা-বিশ্বাস ও নেক আমলের বিনিময়ে। ঈমানের যথার্থতা ও চরিত্র নৈতিকতার নিষ্কলুষতাই নূর এর পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কাজেই সেদিন কারো নূর অনেক দূর বিস্তৃত হবে আবার কারো নুর তার পায়ের চেয়ে দুরে পৌছাবে না।

মুমিনগণ বিভিন্ন গতিতে সেদিন পুলসিরাত পার হবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

فَاَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَحَضْرِ الْفَرْسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِىْ رِحْلِه ثُمَّ كَشَدَ الرَّجُل كَمَشْيَهِ -

সেদিন কেউ বিজলীর ন্যায়, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউবা ঘোড়ার গতিতে, কেউ সওয়ারীর গতিতে, কেউ দৌড়িয়ে, আবার কেউ কেউ হাঁটার গতিতে (পুলছিরাত) পার হবে। -তিরমিযি, দারেমী)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

يَضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَا فِىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُل بِاُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُل يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ -

জাহান্নামের উপর একটি রাস্তা হবে, সমস্ত রাসূল ও নবীগণের পূর্বে আমি উম্মতসহ তা অতিক্রম করবো। এ সময় নবীগণ "হে আল্লাহ নিরাপদ রাখো" "হে আল্লাহ নিরাপদ রাখো" বলতে থাকবেন। কিন্তু আর কেউ কোন কথা বলতে পারবে না।

www.bjilibrary.com

জাহান্নাম (اَلْجَهَنَّمُ)

জাহান্নাম হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যাতনার বিশাল কারাগার। জাহান্নাম আজাবের কারণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি দেহের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড, নাড়ী-ভুড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা ইত্যাদি বিকৃতি ঘটবে কিন্তু সেই তীব্র যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার অথবা পালিয়ে যাবার কোন রাস্তাও খোলা থাকে না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَاسَقَرُ - لاَتُبْقِيْ وَلاَتَذَرُ - لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ - عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ -

'আর তুমি কি জানো, জাহান্নাম কি? তা শাস্তিতে থাকতে দেয়া না আবার ছেড়েও দেয়না। চামড়া ঝলসে দেয়। উনিশজন ফেরেশতা তার প্রহরী হবে।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ২৭-৩০)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيٰى-

"সে (জাহান্নামে– মরবেওনা আবার জীবিতও থাকবে না।"

(সূরা আ'লা ঃ ১৩)

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ - تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط

"তারা জাহান্নামীরা যখন সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ক্ষিপ্রতার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে। এবং তা উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশে এমন অবস্থা ধারন করবে, মনে হবে তা গোস্বায় ফেটে পড়বে।"

(সূরা মূলক ঃ ৭-৮)

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيرًا- وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا-

"জাহান্নাম যখন দুর হতে তাদেরকে (জাহান্নামীদের) দেখতে পাবে তখন তারা তার ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজ (অর্থাৎ তর্জন-গর্জন) শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে কেবল মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।" (সূরা ফুরকারন ঃ ১২-১৩)

সূরা নাবায়ে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِيْنَ مَابًا - لَّبِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا -

"নিশ্চয় জাহান্নাম একটি ঘাঁটি। আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।" (সূরা নাবা ঃ ২১-২৩)

জাহান্নামের প্রাচীর

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "চারটি প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত। এর প্রতিটি প্রাচীরের প্রস্থ চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত পথের দূরত্বের সমান। –(তিরমিযি)

অতএব, যে প্রাচীরের দূরত্ব চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত রাস্তার সমান, কাজেই সেই প্রাচীরের দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জাহান্নামের গভীরতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি জাহান্নামের ভেতর একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা জাহান্নামের তলদেশে পৌছেতে সত্তর বৎসর সময় লাগবে।" –(তারগীব, ইবনে হিব্বান)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন একবার আমার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমরা একটি বিকট শব্দ শোনতে পেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.bjilibrary.com

জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো এটা কিসের শব্দ?" আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথর পতিত হওয়ার শব্দ। আল্লাহ একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেটি সত্তর বছর চলার পর আজ জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছেছে। এটি তারই শব্দ।" –(মুসলিম)

জাহান্নামের আগুন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

نَارُ كُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا نَّار جَهَنَّمَ - قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً؟ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّ سِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا -

"তোমাদের ব্যবহৃত আগুন, (তাপমাত্রার দিক থেকে) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।" সাহাবাগণ আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দহনের জন্য এ আগুনই কি যথেষ্ট নয়?" তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তবুও পৃথিবীর আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন উনসত্তর গুন বেশী দহন শক্তি সম্পন্ন।" (বুখারী, মুসলিম)

তারগীব ওয়াত্ তারহীবের এক বর্ণনায় আছে–

"জাহান্নামীগণ যদি পৃথিবীর আগুনের সংস্পর্শে আসতো তাহলে সুখনিদ্রা এসে যেতো।"

অন্য এক রিওয়াতের আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদা করেছেন ঃ

أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً -

www.bjilibrary.com

"এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনকে উত্তাপ দেয়া হয়েছে। ফলে তা রক্তিম বর্ণনা ধারণ করেছে। তারপর আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত উত্তাপ দেয়া হয়েছে। পরে তার সাদা বর্ণ ধারণ করেছে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর পর্যন্ত উত্তাপ দেয়া হয়েছে। তারপর তা কালো বর্ণধারণ করেছে। সুতরাং বর্তমানে তা গাঢ় কালো ও তমসাচ্ছন্ন। -(তিরমিযি)

জাহান্নামের শ্রেণী বিন্যাস

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ -

"জাহান্নামের সাতটি দরজা (স্তর) আছে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত হয়েছে।" (সূরা আল হিজর ঃ ৪)

অর্থাৎ জাহান্নাম হচ্ছে পরলোকের এমন একটি বিশাল এলাকা যেখানে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্ধারিত আছে। সেগুলোকে প্রধানতঃ সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

(১) হাবিয়া।
(২) জাহীম।
(৩) সাকার।
(৪) লাযা।
(৫) সাঈর।
(৬) হুতামাহ্।
(৭) জাহান্নাম।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করবে। যেমন ঃ কাফের মুশরিক, ব্যভিচারী, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি, সবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। আবার প্রত্যেকটি স্তরের অনেকগুলো ঘাঁটি আছে। যথা ঃ

غَسَّاقٌ (গাছছাক) ঃ একটি হ্রদ। যা জাহান্নামীগণের রক্ত, ঘাম ও পুঁজ ইত্যাদি প্রবাহিত হয়ে সেখানে জমা হবে।

www.bjilibrary.com

غِسْلِيْنَ (গিছলিন) ঃ এটা হচ্ছে জাহান্নামীদের মল-মূত্র জমা হওয়ার স্থান। জাহান্নামীরা যখন খুব ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে তখন উপরোক্ত দু'জায়গা হতে পানাহার করতে দেয়া হবে। তাছাড়া "তীনাতুল খবল" নামক বিষ ও পুঁজে পরিপূর্ণ আরেকটি কুফের কথাও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

صَعُوْدٌ (সাউদ) ঃ এটা তীনাতুল খবলের পাড়ে অবস্থিত একটি বিশাল পাহাড়।

এক শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে ঐ পাহাড়ের উপর উঠায়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলা হবে, পুনরায় উঠানো হবে এবং ফেলা হবে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ـ

"সহসা-ই আমি তাকে সাউদ নামক পর্বতে চড়াবো।"

—(সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১৭)

جُبُّ الْحُزْنِ (যুব্বুল হুজন) ঃ এটা জাহান্নামীদের আরেকটি ঘাঁটি। এখানে রিয়াকার ও অহংকারী লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

غَىٌّ (গাই) ঃ এটা জাহান্নামের মধ্যে, সবচেয়ে ভয়ংস্কর জায়গা। কেননা "গাই"য়ের ভীতিজনক হুংকার শ্রবণে জাহান্নামের অন্যান্য স্থান প্রতিদিন 'গাই' হতে চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

জাহান্নামের একটি বিশেষ মাথা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি বিশেষ মাথা বের হবে। তার দুটো চোখ কান থাকবে যা দিয়ে সে দেখতে ও শোনতে পাবে। এবং একটি জিহ্বাও থাকবে, তা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলতে থাকবে ঃ আমাকে তিন ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। (১) অহংকারী, বিদ্রোহী (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ মনোনীত করেছে এবং (৩) চিত্রকর।"

—(তিরমিযি)

জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ فِيْ النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِيْ النَّارِ عَقَارِبُ كَاَمْثَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

"জাহান্নামে বড়ো ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায় সাপ আছে। সে সাপগুলো এমন বিষাক্ত ও ভয়ংকর যে, যদি একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়া থাকবে। আর জাহান্নামে কাঠ বহনকারী খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু আছে। সেগুলো যদি একবার কাউকে দংশন করে তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তার দংশন জ্বালা সে (জাহান্নামী) অনুভব করবে।"

–(আহমদ)

আল্লাহ্ ও রাসূলের অস্বীরকারীদের জন্য জাহান্নাম

ইরশা হচ্ছে ঃ

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط بِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

"যে সব লোক তাদের রবকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তা আবস্থল হিসেবে অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

–(সূরা মুলক্ ঃ ৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْظَرُوْنَ ـ

www.bjilibrary.com

"যারা কুফুরী[১] করেছে এবং কাফের অবস্থাই মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহর ফেরেশতাদেরও সমস্ত মানুষের লা'নত। এ অবস্থায় তারা (জাহান্নাম) অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি কমানো হবে না অথবা অন্য কোন অবকাশ দেয়া হবে না।" (সূরা বাকরা ঃ ১৬১-১৬২)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلَسِلاَ وَأَغْلَلاً وَّسَعِيْرًا -

"আমরা কাফেদের (আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকারকারী) জন্য শিকল, কণ্ঠকড়া ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।"

(সূরা দাহর ঃ ৪)

---

১. উপরোক্ত প্রত্যেকটি আয়াতে কুফুর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুফর শব্দের অর্থ গোপন করা, লুকানো। এ থেকেই অস্বীকারের অর্থ বের হয়েছে। ঈমানের বিপরীত এ শব্দটি বলা হয়। ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, অস্বীকার করা। কুরআনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফরীর মনোভাব ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

এক ঃ আল্লাহকে একেবারেই না মানা। অথবা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃক ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথবা তাকে একমাত্র মালিক বলে না মানা।

দুই ঃ আল্লাহকে মেনে নেয়া কিন্তু তাঁর বিধান ও হেদায়াত সমূহ জ্ঞান ও আইনে একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা।

তিন ঃ নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বাণীসমূহ যে নবী রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা।

চার ঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজেদের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয় প্রীতির কারণে তাদের মধ্য হতে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা।

পাঁচ ঃ নবী ও রাসূগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদাহ বিশ্বাস নৈতিক-চরিত্র ও জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যেসব শিক্ষা বিবৃত করেছেন সেগুলো অথবা সেগুলোর কোন কোনটি গ্রহণ না করা।

ছয় ঃ এসব কিছু মতবাদ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কার্যতঃ জেনে বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এই নাফরমানীর উপর জোর দেয়া। একই সঙ্গে দুনিয়ার জীবনের আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর উপর নিজের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করা। আল্লাহর মোকাবেলায় এসব বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও কাজ মূলতঃ বিদ্রোহাত্মক। এর মধ্যে থেকে প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকে কুরআন কুফরী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও কুরআনের কিছু কিছু জায়গায় কুফুর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর দান অনুগ্রহ নিয়ামতের প্রতি অকৃজ্ঞতার বিপরীতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শোকর-এর অর্থ হচ্ছে যিনি অনুগ্রহ করেছেন তার প্রতি অনুগৃহীত থাকা, তাঁর অনুগ্রহকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দান করা, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে তাঁর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করা এবং অনুগৃহীত ব্যক্তির মন অনুগ্রহকারীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবেগে পরিপূর্ণ থাকা। এর বিপরীত পক্ষে কুফর বা অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা হচ্ছে ঃ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং এ অনুগ্রহকে নিজের যোগ্যতা বা অন্য কারো দাসুপাশীশের ফল মনে করা অথবা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ প্রদান করা সত্ত্বেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা, এ ধরনের কুফরীকে আমরা নিজের ভাষায় কৃতঘ্নতা, অকৃজ্ঞতা নিমহকারামী ও বিশ্বাসঘাতকা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি। (তাফহীমুল কুরআন, বাকারা, টীকা-১৬১)

www.bjilibrary.com

অন্যত্র বলা হয়েছে, যারা কুফরী করবে তাদের জান্নাতে যাওয়া ততোখানি অসম্ভব যতোখানি সুচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ করা।

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ الْمُجْرِمِيْنَ ـ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা ততোখানি অসম্ভভ সুইয়ের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ। অপরাধীদের জন্য প্রতিফল এমন হওয়া উচিত। তাদের জন্য আগুনে শয্যা ও চাদর নির্দিষ্ট আছে। আমরা জালেমদেরকে এরকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি।" –(সূরা আরাফ ঃ ৪০-৪১)

জ্বিন, মানুষ ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হবে

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لاَّيَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُوْلٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُوْلٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ـ

"আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষ পয়দা করেছি। তাদের কাছে দিল রয়েছে কিন্তু তারা তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে তবুও তারা দেখেনা, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা, তারা জন্তু জানোয়ারের মতো বং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত।"

www.bjilibrary.com

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكفِرِيْنَ ـ

"তোমরা জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" –(সূরা বাকারা)

সূরা তাহরীমে শুধু ভয় করার কথাই বলা হয়নি বরং বাঁচার কার্যকরী পথ অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে সে আগুন হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রুঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হোক না কেনো তা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬)

এখন প্রশ্ন হতে পারে মানুষ ও জ্বীনকে আগুনে জ্বালানো হবে এটা যুক্তিসংগত। কারণ তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তার প্রয়োগের স্বাধীনতাও দিয়েছেন কিন্তু পাথরতো জড়ো পদার্থ, তাদেরকে কেন পুড়ানো হবে?

এর উত্তর হচ্ছে, দু'টি কারণে পাথকে পোড়ানো হবে।

এক ঃ যেহেতু মুশরিকগণ পাথরের মূর্তি তৈরী করে তার পূজা-আর্চনা করে এবং বলে যে, এরা আমাদেরকে সেদিন সুপারিশ করে বাঁচিয়ে দেবে। তাই তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের সাথেই সে সব পাথরের নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ পর্যন্ত রাখে না কাজেই কি করে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে।

www.bjilibrary.com

দুই ঃ আগুনে পাথর পুড়ালে আগুনের তাপমাত্রা আরও বহুগণ বেড়ে যায়। তাই যেহেতু কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়াই আল্লাহর ফায়সালা তাই আগুনের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যই পাথর পুড়ানো হবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।)

জাহান্নাম কাকে আহবান করবে?

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى - وَجَمَعَ فَاَوْعٰى -

"জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে আহবান করবে, যে সত্য ও সুন্দর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। আর যে ধন-সম্পদ (আল্লাহর পথে ব্যয় না করে) জমা করতো এবং তা আকঁড়ে ধরে থাকতো।" (সূরা মাআয়িজ ঃ ১৭-১৮)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ বন্য প্রাণী যেমনিভাবে তাব খাদ্য অনুসন্ধান করে নেয় ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নাম হাশরের ময়দান থেকে দুষ্ট লোকদেরকে এক এক করে খুঁজে নেবে।

অবশ্য অন্য হাদীসে আছে– সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগাম ৭০ হাজার করে ফেরেশতা ধরে রাখবে। (মুসলিম)

অন্য রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ্ না করুন, যদি সে সময় ফেরেশতাগণ লাগাম ছেড়ে দেয় তবে সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার থাবায় টেনে নেবে। চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক। –(তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

জাহান্নামীদেরকে গ্রাস করে জাহান্নাম তৃপ্ত হবে না

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ -

www.bjilibrary.com

"আমি সেদিন (জাহান্নামীদেরকে ভর্তি করার পর) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো ঃ তুমি কি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছো? জাহান্নাম বলবে ঃ আরো আছে কি?" –(সূরা ক্বাফ ঃ ৩০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَتَزَالُ جَهَنَمُ يُلْقٰى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَامِكَ ـ

"জাহান্নামে জাহান্নামকারীদেরকে অনবরতো ফেলা হবে। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো আছে কি? সমস্ত জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করার পরও জাহান্নাম পরিতৃপ্ত হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের মধ্যে তাঁর কুদরতী কদম রাখবেন। ফলে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে। আর বলতে থাকবে ঃ ব্যস, ব্যস! আপনার উযয্‌ত ও অনুগ্রহের শপথ করে বলছি। আমার আর প্রয়োজন নেই।" (বুখারী, মুসলিম)

জাহান্নামীরা ভয়াবহ আজাবের সম্মুখীন হবে

خُذُوْهُ فَغَلُّوْهُ ـ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ـ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ـ كَاَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ـ

"(নির্দেশ দেয়া হবে) ধরো এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বোধ দাও। (বলা হবে) আজ তার সহানুভূতিশীল সহমর্মী কোন বন্ধুই নেই।" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩১-৩৫)

সূরা মুরসালাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ـ لاَّ ظَلِيْلٍ وَّلاَ يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ـ

www.bjilibrary.com

"(জাহান্নামীদেরকে বলা হবে) চলো, সে ছায়ার দিকে যা তিনটি শাখা বিশিষ্ট। যেখানে না (শীতল) ছায়া আছে আর না আগুনে লেলিহান শিখা হতে রক্ষাকারী কোন বস্তু। সে আগুন প্রাসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। তা এমনভাবে লাফাতে থাকবে, দেখলে মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উট।" (সূরা মুরসালাত ঃ ৩০-৩৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِذِ الاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ - فِيْ الْحَمِيْمِ لاَ ثُمَّ فِيْ النَّارِ يُسْجَرُوْنَ -

"যখন তাদের গলায় শিকল ও জিঞ্জির লাগানো হবে, তখন তা ধরে টগবগ করে ফুটন্ত পানি দিয়ে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা আল-মুমিন ঃ ৭১-৭২)

وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَابٍ - جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمِهَادُ هٰذَا لا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ - وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ -

"আর খোদাদ্রোহী লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তারা (অনন্তকাল) জ্বলবে। এটা অত্যন্ত খারাপ স্থান। প্রকৃতপক্ষে এ তাদের জন্যই। অতএব সেখানে তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগ করা ফুটন্ত পানি, ফুঁজ, রক্ত এবং এ ধরনের আরো অনেক কষ্টের।"

(সূরা সাদ ঃ ৫৫-৫৮)

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ - يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ - وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ - كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذٰبَ الْحَرِيْقِ -

www.bjilibrary.com

"তাদের (জাহান্নামীদের) মথার উপরে তীব্র গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া (সাথে সাথে) গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডান্ডা থাকবে। যখনই তারা শ্বাসরোধক অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক।" –(সূরা হজ্জ ঃ ১৯-২২)

তবে অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেয়া হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى حُجْزَتِه وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى تَرْقُوْتِه ـ

জাহান্নামীদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে, আগুন যাদেরকে টাখনু পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কিছু লোক থাকবে, আগুন যাদেরকে হাটু পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কারো কারো কোমর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। কিন্তু লোকমেনও থাকবে আগুন যাদেরকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পুড়াবে। –(মুসলিম)

জাহান্নামে যাদেরকে কম শাস্তি দেয়া হবে

ঐ সমস্ত জাহান্নামী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাদেরকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে ঃ

اِنْ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَهٗ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا بِمَاغُه كَمَا يَغْلِىْ الْمِرْجَلُ مَايَرى اِنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَّ اِنَّهُ لاَهْوَنَهُمْ عَذَابًا ـ

জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তাকে, যাকে এক জোড়া আগুনের চপ্পল পরানো হবে এবং তার ফিতা দুটোও হবে আগুনের তৈরী। এতেই তার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেভাবে চুলোর উপরে

www.bjilibrary.com

ডেকচীতে পানি ফুটে। সে মনে করতে থাকবে, জাহান্নামে এর চেয়ে কঠিন আজাব আর কারো হয় না।' –(বুখারী, মুসলিম)

অন্য হাদীসে আছে ঃ

اَهْوَانَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْطَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ ـ

জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম আজাব হবে আবু তালিবে। তাকে মাক এক জোড়া জুতা পরানো হবে, এতেই তার মগজ গলে গলে পড়তে থাকবে। – (বুখারী)

জাহান্নামীদের আকার আকৃতির বিকৃতি ঘটিয়ে আজা দেয়া হবে

পৃথিবীর মতো এতো সুন্দর চেহারা বা আকার আকৃতি জাহান্নামীদের থাকবে না। সেদিন তাদের চেহারাকে বিকৃতি ও কুৎসিত করে দেয়া হবে।

ইরশাদা হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَلاَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَالَهُمْ مِّنْ اللّٰهِ عَاصِمٍ ج كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ط

"যারা খারাপ কাজ কদের পরিণতিও অনুরূপ খারাপ হবে। অপমান লাঞ্চনা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে। আর আল্লাহর আজা থেকে কেটে তাদেরকে রক্ষা করবে না। তাদের মুখমণ্ডল যেন তমসাচ্ছন্ন রাতের তিমিরে আচ্ছাদিত।" –(সূরা ইউনুস ঃ ২৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كِلِحُوْنَ ـ

"আগুন তাদের মুখ মণ্ডলকে চেচেটেটে খাবে এবং তাদের চেহারাগুলো হবে বীভৎস।" –(সূরা মুমিনুন ঃ ১০৪)

www.bjilibrary.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ "জাহান্নামী কোন ব্যক্তিকে যদি পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হতো তবে তার বীভৎস চেহারা দেখে এবং গায়ের দুর্গন্ধে পৃথিবীবাসী মারা যেতো।" একথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েনে। – (তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হযরত আবু হুরায়ইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ غِلَظَ جِلْدُ الْكَافِرِ اِثْنَانِ وَاَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَاِنَّ ضِرْسَه مِثْلُ اُحُدٍ وَاِنَّ مَمجْلِسَه مِنْ جَهَنَّمِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ـ

"নিশ্চয় (জাহান্নামে) কাফিরদের চামড়া বিয়াল্লিশ গজ পুরু হবে এবং এক একটি দাঁত উহুদ পাড়েরে[২] সমান হবে। জাহান্নামে একজন জাহান্নামী যে স্থান জুড়ে অবস্থান করবে তা মক্কা হতে মদীনার দূরত্বের সমান। (তিরমিযী)

অন্য হাদীসে আছে-

مَا بَيْنَ مَنْكَبِى الْكَافِرِ فِىْ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلْثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ـ

জাহান্নামে কাফিরদের দু'কাধের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে, একজন অশ্বারোহী তিনদিন পথ চলে যতোদূর যেতে পারে ততোটুকু। –(মুসলিম)

اَنَّا الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنَ يَتَوَطَّاهُ النَّاسُ ـ

---

২. হাদীসে তুলনা করার জন্যে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে– যেমন, বিয়াল্লিশ গজ, উহুদ পাহাড়, ইত্যাদি। কারণ কুরআন হাদীসে আখিরাতের নিয়ামত ও আজাবের বর্ণনায় পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু দ্বারা দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যদিও পরকালের কোন বস্তুর তুলনাই পৃথিবীতে হতে পারে না। কারণ পৃথিবী ও আখিরাতের বস্তু এক নয়, তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। তবুও তুলনা না করে উপায় নেই। কেননা যে ব্যক্তি কোন দিন জিরাফ দেখিনি তাকে জিরাফ সম্বন্ধে বুঝতে হলে বলতে হবে যে, জিরাফ ঘোড়ার মতই তবে গলাটা অনেক লম্বা। যদিও জিরাফ এবং ঘোড়া এক নয় তবু দৃষ্টান্ত দেয়া হয়, ধারণাটা কাছাকাছি নেয়ার জন্য। তেমনিভাবে পরকালের সমস্ত দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সাথে তুলনা করে দেয়া হয়েছে শুধু বুঝার জন্য।

www.bjilibrary.com

জাহান্নামে কাফিরদের জিহবাকে এক থেকে দু ফারসাখ (তিন মাইল) দীর্ঘ করে দেয়া হবে যার উপর লোক চলাচল করবে।

(তারগীব ওয়াত্ তারহীব, আহমদ, তিরমিযি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

"আমার উম্মতের কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে এতো বিশাল আকৃতির করে দেয়া হবে যে, একাই সে জাহান্নামের একটি কোণকে পূর্ণ করে দেবে।" (তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

জাহান্নামের শাস্তি যে ধরন, তা পুরোপুরি অনুভব করতে হলে দৈহিক আকার আকৃতির পরিবর্তনের প্রয়োজন, এটা স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধির দাবী। আকার আকৃতি যতো বড়ো হয় শাস্তির তীব্রতাও ততো বেশী অনুভূত হয়। যেমন একটি মশাকে কোন কঠিন শাস্তি দেয়া যায় না, কিন্তু একটি বিড়াল, ছাগল অথবা তার চেয়ে বড়ো কোন প্রাণীকে ইচ্ছেমতো যে কোন শাস্তি দেয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ ও পাপীকে আকার আকৃতি বৃদ্ধি করে দেবেন, যেনো আল্লাহর শাস্তি পুরোপুরি ভোগ করতে পারে।

জাহান্নামীদের চোখের পানি

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوْا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكُوْا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِيْ النَّارِ حَتّٰى تَسِيْلُ دُمُوْعُهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَسِيْلُ دُمُوْعُهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحُ الْعُيُوْنَ فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُزْجِيَتْ فِيْهَا بَحَرَتْ ـ

"হে মানুষ! তোমরা কাঁদো। যদি পারো তবে কান্নার চেষ্টা করো। কেননা জাহান্নামীরা জাহান্নামে বসে এতো বেশী কাঁদবে যে, তাদের গণ্ডদ্বয়ে নালার সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে

www.bjilibrary.com

যাবে। অবশেষে রক্ত ঝরতে থাকবে এবং চোখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। এতো অধিক পরিমাণে পানি ও রক্ত প্রবাহিত হবে যে, তাতে নৌকা ছেড়ে দিলে অনায়াসে তা চলতে থাকবে। -(শরহে সুন্নাহ)

গায়ের চামড়া পরিবর্তন করে জ্বালানো হবে

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে গলে যাবে, তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো; যেনো তারা আজাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়োই শক্তিশালী এবং নিজের ফায়সালা সমূহ কার্যকরী করার কৌশল খুব ভালো করেই জানেন।"

(সূরা নিসা ঃ ৫৬)

চামড়া পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং পুড়ে যাচ্ছে, পুনরায় আবার তা তৈরী হচ্ছে এ অনুভূতি কখনো জাহান্নামীদের থাকবে না। কেননা (পৃথিবীতে) যদি কোন বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে দশবার পর্যন্ত পরিবর্তন হয় তবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু কোন বস্তু যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশবারের বেশী পরিবর্তন হয় হবে তা আমার উপলব্ধি করতে পারি না। বরং ঐ বস্তুকে স্থির দেখি। যেমন বিদ্যুৎ প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ বার দিক (Pole) পরিবর্তন করে অর্থাৎ একটি বাতি প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার নিভে এবং জ্বলে। কিন্তু আমার সব সময় বাতি জ্বলা অবস্থায় দেখি, কারণ যেহেতু সেকেণ্ডে দশবারের বেশী দিক পরিবর্তন হচ্ছে তাই আমরা বাতিকে স্থির দেখি। তদ্রূপ জাহান্নামীদেরকে প্রতি সেকেণ্ডে কয়েকশবার চামড়া পরিবর্তন করা হবে কিন্তু জাহন্নামীগণ মনে করবে, সেই পুরানো চামড়াই শরীরে আছে এবং তা অবিরাম পুড়ে চলছে।

জাহান্নামীরা ছায়ার মধ্যে থাকবে

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ـ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ـ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ـ

"তারা গরম বাষ্প, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধুয়ার ছায়ার মধ্যে থাকবে। তা কখনো না ঠাণ্ডা হবে, না শান্তি দায়ক।"

(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪২-৪৫)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কালো বর্ণের আগুনে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ কর করা হবে। তাই যখন তারা সেখানে প্রবেশ করবে তখন চারদিকে অসহ্য তাপ ও ধুঁয়ার মতো ঘোলাটে অন্ধকার দেখবে। এ অবস্থার কথা উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে।

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ـ طَعَامُ الاَثِيْمِ ـ كَالْمُهْلِ ج يَغْلِىْ فِىْ الْبُطُوْنِ ـ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ـ

"যাক্কুম গাছ জাহান্নামীদের খাদ্য হবে; তিলের তেলচিটের মতো। পেটে এমনভাবে উথলে উঠবে যেমন টগবগ করে ফোটা পানি উথলে উঠে।" (সূরা দোখান ঃ ৪৩-৪৬)

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ ـ

"অতঃপর পান করার জন্য তাদের ফুটন্ত পানি দেয়া হবে।"

(সূরা ছাফ্ফাত ঃ ৬৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لاَكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ـ فَشرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ـ فَشرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ـ

"অবশ্যই তারা যাক্কুম গাছের খাদ্য খাবে। ওগুলোর দ্বারাই পেট ভর্তি করবে। আর উপর হতে টগবগ করে ফুটন্ত পানি পিপাসা কাতর উটের ন্যায় পান করবে।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫২-৫৩)

www.bjilibrary.com

যাক্কুম, Cactus জাতীয় গাছ। আরবের তিহামা অঞ্চলে এ গাছ জন্মে। এর স্বাধ তিক্ত এবং গন্ধ অসহ্য। ঐ গাছ ভাঙ্গলে দুধের মতো সাদা কস বের হয়, যা গায়ে লাগলে সাথে সাথে ফোস্কা পড়ে ঘা হয় এবং গা ফুলে উঠে। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীর সাথে আখিরাতের কোন বস্তুর নামের মিল থাকলেও মূলত ঐ দু'ই বস্তু এ নয়। পৃথিবীর যাক্কুম কাছের তুলনায় আখিরাতের যাক্কুম গাছ আরও নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যদি যাক্কুমের এক বিন্দু পৃথিবীতে পড়ে তবে তা সারা বিশ্বের প্রাণী কুলের আহার্য্য বস্তুকে বিকৃত করে ফেলবে।" –(তিরমিযি)

কুরআনে হাকিমে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর কসম ! যদি এক ফোটা যাক্কুম পৃথিবীর নদ নদীতে ফেলা হয়, তবে তা পৃথিবী বাসীর সমস্ত খাদ্য দ্রব্যকে পয়মাল করে দেবে।"

যাক্কুম গাছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ـ طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنَ ـ

"তা এমন একটি গাছ-যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়। তার ছড়াগুলি এমন, যেনো শয়তানগুলোর মাথা (?)

"শয়তানগুলোর মাথা" এ কথাটা একটি রূপক দৃষ্টান্ত যেমন আমরা কারো চেহারা ফর্সা দেখলে বলি একেবারে পেত্মীর মতো দেখতে। ঠিক এমনি একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে শয়তানের মাথার দৃষ্টান্ত। এ যে অত্যন্ত অরুচিকর অখাদ্য, কুখাদ্য তা বুঝানোই হচ্ছে উক্ত আয়াতের অভিপ্রায়। সূরা গাশিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ ـ لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ـ

www.bjilibrary.com

"তাদেরকে ফুটন্ত কুপের পানি পান করানো হবে। কাঁটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। তা দেহের পুষ্টি সাধন করবে না এবং তাতে ক্ষুধারও উপশম হবে না।" –(সূরা গাশিয়া ঃ ৫-৭)

সে পানি শুধুমাত্র গরম ও ফুটন্ত হবে না বরং তা তামা বা কঠিন কোন ধাতুকে তাপ প্রয়োগের তরল করা হলে, সেই উত্তপ্ত তরলের মতো হবে।

ইরশাদা হচ্ছে ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط

بِئْسَ التَّرَابُ ط وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ـ

"তারা পানির আকাংখা করলে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি সরবরাহ করা হবে। যা তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসে দেবে। এটা কতো নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্ট স্থান।" (সূরা কাহাফ ঃ ২৯)

فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ ـ

"(সে পানি পান করা মাত্র) তা তাদের নাড়ি ভুড়িকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে।" –(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫)

আরো বলা হয়েছে ঃ

لاَيَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا ـ اِلاَّ حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ـ

"সেখানে ঠান্ডা ও পানোপযোগী কোন বস্তুর স্বাদ তারা পাবে না। যদিও বা কিছু পায় তা হচ্ছে উত্তপ্ত গরম পানি ও দুর্গন্ধযুক্ত মিশ্রিত রক্ত।"

(সূরা নাবা ঃ ২৪-২৫)

সূরা ইব্রাহীমে বলা হয়েছে ঃ

وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَ يَاْتِيْهِ

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ـ

—৮

www.bjilibrary.com

"আর গলিত পুঁজ পান করানো হবে যা সে অতিকষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃখরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।. চুতর্দিকে থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে নেবে কিন্তু তবুও তার মৃত্যু হবে না।"

–(সূরা ইব্রাহীম ঃ ১৬-১৭)

لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَّاقٍ يُّهْرَاقُ فِيْ الدُّنْيَا لاَنْتَنَ اَهْلُ الدُّنْيَا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি সেই দুর্গন্ধময় পুঁজ এক বালতি পৃথিবীতে ফেলে দেয়া হতো তবে তা গোটা পৃথিবীকে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ করে তুলতো।" –(তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "জাহান্নামীদের ভীষণ ক্ষুধা পাবে তাই তারা খাদ্যের জন ফরিয়াদ করবে। তখন তাদেরকে 'দরী' জাতীয় খানা পরিবেশন করা হবে। যা তাদের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করবে না এবং তাদের পুষ্টিও বাড়াবে না। তারা পূণরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদা করবে। অতঃপর তাদেরকে এমন খাদ্য দেয়া হবে। যা তাদের গরায় আটকে যাবে। তারা সেগুলো বের করার চেষ্টা করবে। তখন মনে হবে পৃথিবীতে এমতাবস্থায় পানীয় দ্রব্য দ্বারা আটকে যাওয়া বস্তু বের করা যেতো। কাজেই তখন তারা পানি চাবে। ফুটন্ত পানি লৌহনির্মিত পায়খানার পাত্রে রেখে তাদের সামনে পেশ করা হবে। যখন তা তাদের মুখের কাছাকাছি নেয়া হবে তখন তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে। আর যখন সে পানি পাকস্থলীতে প্রবেশ করবে তখন পেটের সমস্ত নাড়িভূঁতি ছিন্নভিন্ন করে দেবে।"–(মিশকাত)

জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট খাদ্য পানীয় চাবে

وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ

www.bjilibrary.com

"জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদেরকে সামান্য পানি দাও কিংবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে কিছু আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে দাও। জবাবে জান্নাতীগণ বলবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দুটো বস্তুই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"

(সূরা আ'লাফ ঃ ৫০)

উল্লেখিত আয়াত প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী যেমন স্থান কাল ও পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ কিন্তু আখিরাত স্থান-কালের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। কেননা জান্নাতের পরিধি যেমন বিশাল ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামের পরিধিও বিশাল। তবুও এ দু'প্রান্ত থেকে একজন অপরজনের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে। এবং পরস্পর কথাও বলবে, তাতে তাদের দৃষ্টিপাত বা কণ্ঠস্বরে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

জাহান্নামীরা আফসোস করবে

জাহান্নামীদেরকে যখন ফেরেশতারা এক হাতে চুলের মুঠি এবং অন্য হাতে পা ধরে চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে, তখন জাহান্নামের পাহারাদারগণ জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের কাছে কি কোন সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌছেনি? তখন কাফেরগণ বলবে ঃ হ্যাঁ, পৌছে ছিলো কিন্তু আমরা তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম এবং মিথ্যা মনে করতাম। তখন আফসোস করবে এবং বলবে ঃ

لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ -

"হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধাবন (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতাম না।" (সূরা মুলক ঃ ১০)

সূরা আন-আমে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْتَـرٰى اِذْ وُقِـفُـوْا عَلٰـى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا

نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

www.bjilibrary.com

"হায়! সে সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে; তখন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখান আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে না করতাম, আর ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম!" –(সূরা আনআম ঃ ২৭)

তাদের এ আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সরাসরি তাদের কথাকে প্রত্যখান করবেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْرُدُّوْ الَعَادُوْا لِمَانُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ

"তাদেরকে যদি পূর্ববর্তী জীবনের দিকে ফিরিয়েও দেয়া হয়, তবুও তারা সেসব কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী।" –(সূরা আনআম ঃ ২৮)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে– "যে সবলোক কুফরী করেছিলো। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তার (অর্থাৎ জাহান্নামের) দরজাগুলো খুলা হবে এবং তার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন রাসূল কি আসেনি, যে তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এ বলে ভয় প্রদর্শন করেছে যে, এ দিনটি অবশ্যই একদিন তোমাদের দেখতে হবে।"

তারা বলবে ঃ

بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ـ

"হ্যাঁ এসেছিলো! কিন্তু আজাব হওয়ার ফায়সালা কাফেরদের ভাগ্যলিপি হয়ে গিয়েছে। –(সূরা যুমার ঃ ৭১)

মানুষ যখন হতাশ ও পেরেশান হয়ে যায় তখনই তার মুখ দিয়ে হতাব্য কথা বের হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি তার নমুনা।

www.bjilibrary.com

অপরাধীরা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাবে

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ -

"তারা বলবে হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন দান করেছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখান (জাহান্নাম) থেকে বের হবার কোন পথ আছে কি? –(সূরা আল মু'মিন ঃ ১১)

দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান অর্থ-মানুষ অস্তিত্বহীন ছিলো অর্থাৎ মৃত্যু ছিলো, আল্লাহ জীবন দান করেছেন। আবর মৃত্যু দেবেন এবং পুণরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করে উঠাবেন। এ কথা কয়টি স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারায় স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

"তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফরী করতে পারো! অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন-মৃত্যু, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার মৃত্যু দেবেন এবং পূনরায় জীবন দান করে উঠাবেন। তারপর তার দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" –(সূরা বাকরা ঃ ২৮)

অপরাধীরা প্রথম তিনটি অবস্থা অবিশ্বাস করতো না, কেননা এ তিনটি অবস্থা তাদের চোখের সামনেই ঘটতো। কিন্তু শেষাবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি বলে উপহাস করে উড়িয়ে দিতো। কেননা শেষ অবস্থার খবর একমাত্র নবী রাসূলগণই দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন কার্যত যখন এ অবস্থা ঘটে যাবে তখন তারা স্বীকার করবে এবং কাকুতি মিনতি করবে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার জন্য।

www.bjilibrary.com

সূরা ফাতির এ বলা হয়েছে ঃ

وَهُمْ يُصْطَرِ خُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط

"সেখানে (জাহান্নামে) তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নাও, যেনো আমরা নেক আমল করতে পারি। সে আমল থেকে ভিন্নতর যা আমরা পূর্বে করছিলাম।"

–(সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

অতঃপর তাদেরকে প্রতি উত্তরে বলা হবে ঃ

اَوْلَمْ نُعَمِرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ـ

"আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যে, শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিলো। এখন (আজাবের) স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

আত্মীয় স্বজন ও দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও জাহান্নাম বাঁচতে চাবে.

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ـ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ـ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ ـ وَ مَنْ فِى الاَرْض جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ـ

"সেদিন অপরাধীরা চাবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই এবং সাহায্যকারী নিকটবর্তী পরিবার এমনকি দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও নিজেকে আজাব থেকে বাঁচিয়ে নিতে।" (সূরা আল মায়ারিজ ঃ ১১-১৪)

www.bjilibrary.com

সূরা আল মু'মিনুনে বলা হয়েছে ঃ

فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ ـ

"তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা থাকবে না, এমনকি পরস্পর দেখা হলেও (কেউ কাউকে) জিজ্ঞেস করবে না।"

–(সূরা আল মুমিনুন ঃ ১০১)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلاَيَسْئَلُ حَمِيْمٌ ـ حَمِيْمًا ـ

"সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু অপর প্রাণের বন্ধুকে জিজ্ঞেসও করবে না।"

–(সূরা আর মায়ারিজ ঃ ১০)

প্রত্যেক জাহান্নামী দল পূর্ববর্তী দলকে দোষ দেবে

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ اُخْرهُمْ لاُوْلهُمْ رَبَّنَا هؤُلاَءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنْ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَعْلَمُوْنَ ـ

"প্রত্যেকটি দল যখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, নিজের সঙ্গের দলটির উপর অভিশাপ দিতে দিতে অগ্রসর হবে। শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন সেখানে সমবেত হবে, তখন (প্রত্যেক) পরবর্তী লোক পূর্ববর্তী লোকদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমার রব! এ লোকরাই আমাদের বিভ্রান্ত কছে। এখন তাদের আগুনে (আমাদের চেয়ে) দ্বিগুণ শাস্তি দাও।

আল্লাহ বলবেন ঃ সকলের জন্যই দ্বিগুণ আজা কিন্তু তোমরা তা বুঝবে না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৮)

www.bjilibrary.com

সকলের জন্যই দ্বিগুণ আজাব একথার তাৎপর্য হচ্ছে ঃ অপরাধীরা সর্বদাই নিজে অপকর্ম করে এবং অন্যদের করতে উৎসাহ দেয়। যেহেতু প্রতিটি অপকর্মই বাহ্যিক চাকচিক্যময় তাই তার উৎসাহে বিপুল সংখ্যক লোক সাড়া দেয়। আবার তাদের দেখাদেখি পরবর্তীতে আরেক দল অপরাধ প্রবণ হয়ে যায়। এমনি করে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক অপরাধীদের দল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেকটি দলই পূর্ববর্তী দলকে অনুসরণ করেই অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে এবং অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক দলকেই দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন। কারণ একদিকে যেমন তারা পূর্ববর্তী দলের অনুসারী অপরদিকে তারা তাদের পরবর্তী দলের পথ প্রদর্শক।

এ কথাগুলো আল্লাহ্ পবিত্র কালামে অন্যভাবে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ـ

"আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ দেখান এবং কাফেরদের বন্ধু তাগুত (অর্থাৎ আল্লাহ্দ্রোহী শক্তি)। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে পথ দেখায়।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)

অনুসারীগণ নেতাদের শাস্তি দাবী করবে

قَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ ـ رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ـ

"(যখন জাহান্নামীদেরকে আগুনে পুড়ানো হবে) তখন তারা বলবে ঃ হে আমদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতাদের আনুগত্য করেছি,

www.bjilibrary.com

তারা আমাদেরকে সঠিক সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। হে রব! এ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের উপর কঠিন অভিশাপ বর্ষণ করো।" –(সূরা আহ্যাব ঃ ৬৭-৬৮)

জাহান্নামীরা জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে অসহ্য হয়ে যাবে। তখন চিৎকার করে বলতে থাকবে ঃ

رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنَ اَضَلّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ ـ

"হে পরোয়ারদেগার! সেই জ্বিন ও মানুষদেরকে আমাদের সামনে এনে দাও, যারা আমাদেরকে গোমরাহ করছিলো। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় রেখে দলিত মথিত করবো, যেনো তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। " –(সূরা হা-মীম-আস সিজদাহ ঃ ২৯)

জাহান্নামীদের অনুভূতি তীব্র হবে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সেদিন বুঝবে অন্ধভাবে নেতাদের অনুসরণ করা কতো বড়ো ভ্রান্ত নীতি ছিলো। আল্লাহ্ বলেন–

تَاللهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"[আর এই বিভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে,] আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা দিচ্ছিলাম।" (সূরা শুয়ারা ঃ ৯৭-৯৮)

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

اِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَسْبَابُ ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ط كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ـ

www.bjilibrary.com

যখন জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে তখন এসব নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, (তারা) তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ কতে থাকবে কিন্তু তবুও শাস্তি তারা পাবেই। এবং তাদের সমস্ত উপায় উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিলো, তারা বলতে থাকবে ঃ "হায়! যদি আমাদেরকে আরেকবার সুযোগ দেয়া হতো, তবে এরা আজ যেভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, তেমনি আমরাও এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে দেখিয়ে দিতাম। এইভাবে দুনিয়ায় এরা যে সমস্ত কাজ করেছে সেগুলো আল্লাহ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল দুঃখ ও আক্ষেপই করতে থাকবে। কিন্তু জাহান্নামে আগুন থেকে বের হবার কোন পথই তারা খুঁজে পাবে না।"

(সূরা বাকরা ঃ ১৬৬-১৬৭)

জাহান্নামীদের প্রতি শয়তানের ভাষণ

মজার ব্যাপার হচ্ছে, জাহান্নামীরা তাদের জাহান্নামে যাবার ব্যাপারে নিজেদের নেতা, বাপ-দাতা এবং শয়তানের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে ধৃত হলেও তারা অপরের কাঁধে দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য একটিই। তা হচ্ছে সামান্য হলেও আল্লাহর করুণা দৃষ্টি লাভ করা। তখন শয়তান নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত ভাষণটি জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করবে। সে ভাষণটি আল্লাহ সূরা ইব্রাহীমে হুবহু তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ط مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

www.bjilibrary.com

"যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সবই সত্য ছিলো। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু তার একটিও আমি পূরণ করিনি। তোমাদের উপর আমারতো কোন জোর জবরদস্তি ছিলো না। আমি কেবলমাত্র তোমাদেরকে আহ্বান করেছি আর অমনি তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। কাজেই এখন আর আমাকে দোষ দিও না। তিরস্কার করো না। বরং নিজেকে নিজে দোষ দাও, তিরস্কার করো। আজ আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে যেমন অপারগ ঠিক তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে তেমন অপারগ। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলে, আজ আমি তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছি। বস্তুতঃ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতো জালিমদের জন্যই নির্দিষ্ট।

–(সূরা ইব্রাহীম ঃ ২২)

সেখানে সবর করা না করা সমান হবে

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ـ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِى كُنْتُمْ بِهَا تَكَذِّبُوْنَ ـ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَتُبْصِرُوْنَ ـ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْ لاَ تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ط اِنَّمَاتُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

"যেদিন তাদরেকে ধাক্কা মেরে মের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে এই সে আগুন যাকে তোমরা ভিত্তিহীন গুজব মনে করেছিলে। এবার বলো, এটা কি যাদু? না তোমরা কিছুই দেখানো? এবার যাও এর মধ্যে ভস্ম হতে থাকো।

এখন তোমরা ধৈর্যধারণ করো বা না করো, সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদেরকে সে রকম প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে যা তোমরা আমল করেছো।" –(সূরা তুর ঃ ১৩-১৬)

www.bjilibrary.com

সূরা হাদীদে বলা হয়েছে ঃ

فَالْيَوْمَ لاَيُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلاَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاط مَاوكُمُ النَّارُ ط هِيَ مَوْلكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

"যখন ফেরেশতাগণ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, তখন বলবে ঃ)

"আজ তোমাদের নিকট হতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং যারা পৃথিবীতে (প্রকাশ্য দাম্ভিকতার সাথে আল্লাহর আয়াতগুলো) অস্বীকার করেছিলে, (তাদেরকেও বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেয়া হবে না। উপরন্তু বলা হবে) তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে জাহান্নামই তোমাদের খোঁজখবর গ্রহণকারী অভিভাবক। কতো নিকৃষ্ট পরিণতি।"

-(সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৫)

সত্যি কথা বলতে কি, সেখান হতে বের হওয়া তো দূরের কথা একমাত্র জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোন বন্ধু অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারীও পাবে না।

কাজেই সেখানে ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, শাস্তি গ্রহণ করতেই হবে। এমন শাস্তি দেয়া হবে, যে ধৈর্য্য ধারণের প্রশ্নই উঠে না। তাই বলে ধৈর্য্য না ধরে জাহান্নামীদের কোন উপায় ও অবশিষ্ট থাকবে না।

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিকের নিকট অনুনয় বিনয়

জাহান্নামীরা যখন শাস্তি ভোগ করতে করতে অতিষ্ট হয়ে যাবে তখন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক ফেরেশতাকে অনুনয় বিনয় করে বলবে ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنْ الْعَذَابِ -

"তোমাদের রবকে বলো, তিনি যেনো আমাদের শাস্তিকে একটু কম করে দেন।" -(সূরা মুমিন ঃ ৪৯)

প্রতি উত্তরে বলা হবে ঃ

www.bjilibrary.com

فَادْعُوْا ج وَمَا دُعٰؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلٰل ـ

তোমরা অনুনয় বিনয় করতে পারো কিন্তু কাফিরদের জন্য তা নিষ্ফল।

তারা আবার অনুরোধ করবে ঃ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ـ

হে মালিক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট ফরিয়াদ করো, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন।

মালিক ফেরেশতা উত্তর দেবে ঃ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ ـ

"তোমাদেরকে সর্বদা এখানেই থাকতে হবে। (তোমাদের মৃত্যু হবে না।)"

জাহান্নামীদের শেষ প্রচেষ্টা

অবশেষে জাহান্নামীরা হতাশ হয়ে মাহ পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট ধারণা দেবে। ফরিয়াদ করবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ـ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ـ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুর্ভোগ পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত এক সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এ অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো। এরপর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (সূরা মুমিন ঃ ১০৭)

তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধমক দিয়ে বলবেন ঃ

اِخْسَئُوْافِيْهَا وَلاَتُكَلِّمُوْنَ ـ

"তোমাদের এ লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেই থাকো, আমার সাথে আর কোন কথা বলবে না।" –(সূরা মুমিন ঃ ১০৮)

এ জবাবের পর জাহন্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং জাহান্নামীরা সেখানে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেব।

www.bjilibrary.com

আ'রাফ (اَعْرَافٌ)

আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি জায়গা। হিসেব নিকেশের পর কতিপয় লোককে সাময়িক ভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখ হবে। তারা সেখান থেকে জান্নাত ও জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে। এবং তাদের সাথে কথাবার্তা ও বলতে পারবে। এখানকার অধিবাসী হবে সেসব লোক যাদের নেকী ও গুনাহ্ উভয়ই সমান। এ সমস্ত লোক যেমন জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হবে না ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে জাহান্নামেও দেয়া হবে না। তারা জান্নাত ও জাহান্নামের সীমান্ত এলাকায় কিছুকাল বাস করবে। পরে অবশ্য মেহেরবান আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে নেবার ব্যবস্থা করবেন। পাগল, শিশু যাদের নিকট নবী পৌঁছেনি এসব লোকও সেখানে বাস করবে। আ'রাফবাসীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى الاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمٰهُمْ ج وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ـ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ لا قَالُوْا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা থাকবে। তার উঁচুতে থাকবে কিছু সংখ্যক লোক। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে কিন্তু তারা তার জন্য আকাংখী। এরা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। এরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর জাহান্নামীদের উপর যখন তাদের চোখ পড়বে তখন বলবে ঃ হে রব! আমারেকে এ জালিম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৪৬-৪৮)

www.bjilibrary.com

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

جَنَّةٌ এক বচন, বহু বচনে جَنَّتٌ। অর্থ ঘনো সন্নিবেশিত বাগান, বাগি-বাগিচা। আরবীতে বাগানকে رَوْضَةٌ (রওজাতুন) এবং حَدِيْقَةٌ (হাদীকাতুন)ও বলা হয়। কিন্তু جَنَّتٌ (জান্নাত) শব্দটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজস্ব একটি পরিভাষা। পারিভাষিক অর্থে জান্নাত বলতে এমন স্থানকে বুঝায়, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। যা দিগন্ত বিস্তৃত নানা রকম ফুলে ফলে সুশোভিত সুরম্য অট্টালিকা সম্বলিত মনোমগ্ধকর বাগান; যার পাশ দিয়ে প্রবাহমান বিভিন্ন ধরনের নদী নালা ও ঝর্ণাধারা। যেখানে চির বসন্ত বিরাজমান।

আমরা জান্নাতকে বেহেশতও বলে থাকি। বেহেশত ফার্সী শব্দ। আমরা আমাদের এ পুস্তকে আরবী শব্দটিই ব্যবহার করবো।

জান্নাত মোট আট প্রকার

আট প্রকার জান্নাতের কথাই আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকারগুলো হচ্ছে ঃ

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস।

(২) জান্নাতুন্ নায়ীম।

(৩) জান্নাতুল মা'ওয়া।

(৪) জান্নাতুল আদন।

(৫) জান্নাতুল দারুস সালাম।

(৬) জান্নাতুদ দারুল খুলদ।

(৭) জান্নাতুল দারুল মাকাম।

(৮) জান্নাতুল ইল্লিয়্যুন।

www.bjilibrary.com

জান্নাতের প্রশস্ততা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لا ـ

"তোমরা একে অপরের সাথে সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রসর হও। তোমার প্রভুর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়।" –(সূরা হাদীদ ঃ ২১)

হাদীসে আছে– আল্লাহ যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেবেন তাকে এ পৃথিবীর মতো দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত দেবেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ـ

"সেখানে (জান্নাত) যে দিকে তোমরা তাকাবে শুধু নিয়ামাত আর নিয়ামত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ সরঞ্জাম দেখতে পাবে।"

(সূরা দাহর ঃ ২০)

اِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ اَنَّ الْعَالَمِيْنَ اِجْتَمَعُوْا فِىْ اِحْدُهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে একশতটি স্তর আছে। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তার কোন একটিতে আশ্রয় নেয়, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।" –তিরমিযি)

অন্য হাদীসে আছে– "প্রতি স্তরের মধ্যে ব্যবধান একশত বৎসরে অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান।" –(তিরমিযি)

www.bjilibrary.com

সম্পূর্ণ জান্নাত হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (Air condition)

জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য্য শ্যামলতা কখনো ম্লান হবে না। এমন কি গোটা জান্নাত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বা Air condition হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلاَ زَمْهَرِيْرًا ـ

"তাদেরকে সেখানে (জান্নাতে) না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না শৈত্য প্রবাহ।" –(সূরা দাহর ঃ ১৩)

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আবু হুরাইরা জিজ্ঞেস করলেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাত কিসের তৈরী?" জবাবে তিনি বললেন ঃ

لِبْنَةً مِّنْ ذَهَبٍ وَلِبْنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَمَلاَطُهَا الْمِسْكُ الاَذْفَرُ

وَحَصْبَاءُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ ـ

"একটি ইট স্বর্ণের এবং একটি ইট রৌপ্যের এ ভাবে গাথুনী দেয়া হয়েছে। আর মিশক হচ্ছে তার সিমেন্ট এবং মিন মুক্ত ইয়াকুত পাথর হচ্ছে তার সুরকী। মেঝে বানানো হয়েছে জাফরান দিয়ে।" (তিরমিযি, আহমদ দারেমী)

নিম্ন মর্যাদার এক জান্নাতীর প্রাপ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَتَنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤْ وَ زَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ

الْجَابِيَاةِ اِلىٰ صَنْعَاءَ ـ

"তার জন্য (সংরক্ষিত প্রসাদের) একটি বিশাল গম্বুজ থাকবে। যা মুক্ত যবরজদ ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত হবে। এবং তা এতো বিশাল হবে যে, তার দূরত্ব হবে সানআ' হতে জারিয়া পর্যন্ত। -(তিরমিযি)

হযরত আবু মুসা আশায়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে জান্নাতে মুমিনে রজন্য এমন একটি তাঁবু থাকবে যা মোতির তৈরী এবং ভেতর দিকে ফাঁপা। -(বুখারী ও মুসলিম)

জান্নাতে কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না

পৃথিবীতে মানুষ যতো বিত্তশালী হোক এবং যতো সুখ-শান্তিই ভোগ করুক না কেনো তবু তার কোন না কোন দুঃখ বা অশান্তি থাকেই, কোন মানুষই সম্পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জান্নাতে কোন দুঃখই থাকবে না, এমন কি পৃথিবীতে মাল্টি বিলিয়ন হয়েও আরো বেশী পাওয়ার জন্য এবং ভোগ করার জন্য দুঃখের শেষ থাকে না। পক্ষান্তরে জান্নাতীগণ-যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেয়া হবে তাও কোন অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না। আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ -

"তারা সেখানে কখনও কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোনদিন সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে না।"

-(সূরা হিজর ঃ ৪৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ج لاَيَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ -

"(জান্নাতীগণ বলবে) তিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তনী আবসস্থল দান করছেন এবং আমাদের কোন দুঃখ এবং ক্লান্তি নেই।"

-(সূরা ফাতির ঃ ৩৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ يُنَعَّمُ وَلاَ يُبْاَسُ وَلاَيُبْلى ثِيَابُه وَلاَ يَفْنى شَبَابُهُ ـ

"যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও কোনদিন শেষ হবে।" -(মুসলিম)

জান্নাতে অশ্লীল কথা শুনা যাবে না

পৃথিবীতে যতো ঝগড়া ফাসাদ সমস্তই স্বার্থপরতা, অহংকার ও হিংসার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। জান্নাতে স্বার্থপরতা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি থাকবে না, তাই সেখানে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। সেখানে শুধু সম্প্রীতি ও সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَيَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلا تَاْثِيْمًا ـ اِلاَّ قِيْلاً سَلمًا سَلمًا ـ

"সেখানে তারা বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। যে কথাবার্তা হবে তা ঠিকঠাক ও যথাযথ (সম্প্রীতি পূর্ণ) হবে।"

-(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৫-২৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ كِذَّبًا ـ

"সেখানে তারা কোন অপ্রয়োজনীয় তাৎপর্যহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না।" (সূরা নাবা ঃ ৩৫)

অবশ্য এ ব্যাপারে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতের দ্বার রক্ষীগণই সুসংবাদ প্রদান করবে।

www.bjilibrary.com

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ـ

"অতঃপর যখন তারা সেখানে (প্রবেশ করার জন্য) আসবে, তখন দ্বাররক্ষীগণ তাদের জন্য দরজাসমূহ খুলে রাখবে এবং জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আপনাদের প্রতি অবারিত শান্তি বর্ষিক হোক। অনন্ত কালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন।" (সূরা যুমার ঃ ৭৩)

জান্নাতীদের আর মৃত্যু হবে না

পৃথিবীতে যতোগুলো বাস্তব ও চাক্ষুষ বস্তু আছে তার মধ্যে মৃত্যু একটি। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ পার্থিব কোন বস্তু থেকেই অমনোযোগী ও গাফেল নয় একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। যদিও আমাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। তবুও মৃত্যুকে আমরা ভীতির চোখে দেখি এবং মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস পাই। এ ভীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তিব একমাত্র গ্যারান্টি থাকবে জান্নাতীদের জন্য।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الاُولٰى ج وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ـ

"সেখানে তারা আর কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে একবার যে মৃত্যু হয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে দেবেন।" -(সূরা দোখান ঃ ৫৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ يَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَ اِنَّ لَكُمْ

تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْاَسُوْا اَبَدًا ـ

যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন এক ঘোষণা করবে– "হে জান্নাতীগণ! এখন আর তোমরা কোনদিন অসুস্থ হয়ে পড়বে না। সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কোনদিন আর তোমাদের মৃত্যু হবে না অনন্তকাল জীবিত থাকবে। সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে কখনো তোমরা বুড়ো হবে না। সর্বদা অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করবে কোনদিন তা শেষ হবে না এবং কখনো দুঃখ অনাহারে থাকবে না।" –(মুসলিম, তিরমিযি)

যা পেতে ইচ্ছে করবে তাই পাবে

পৃথিবীতে কোন জিনিস পেতে হলে বা ভোগ করতে চাইলে সে জিনিসের জন্য চেষ্টা শ্রম ও কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা বা সম্পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জান্নাতে ইচ্ছে হওয়া মাত্রই সে জিনিস তার সামনে উপস্থি পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ـ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ـ

"সেখানে তোমরা যা কিছু চাও পাবে এবং যা ইচ্ছে করবে সাথে সাথে তাই হবে। এটা হচ্ছে ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহর তরফ হতে মেহমানদারী।" (সূরা হা-মীম আস সিজদা ঃ ৩০-৩১)

একবার এক সাহাবী আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতে কি ঘোড়াও পাওয়া যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اِنِ اللّٰهُ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلاَ تَشَاءُ اَنْ تَحْمِلَ فِيْهَا عَلٰى فَرَسٍ مِّنْ يَّاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيْرُبِكَ فِىْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ

www.bjilibrary.com

اِلاَّ فَعَلْتَ ـ اَلْحَدِيْثُ ـ وَفِيْهِ اِنْ يُدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَّكَ فِيْهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতেই প্রবেশ করান তবে সেখানে লাল ইয়াকুত পাথরের ঘোড়াও[১] যদি তুমি আরোহণ করতে চাও যা তোমার ইচ্ছেনুযায়ী জান্নাতে ভ্রমণ করবে তবে তাও তোমাকে দেয়া হবে।" (এটি একটি দীর্ঘ হাদীস। এ হাদীসে আরো বলা হয়েছে)

"আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতবাসী করেন, তবে তুমি যা চাবে তাই পাবে। যে সমস্ত বস্তু দেখে তোমার মন খুশী হয়ে যাবে এবং চোখ জুড়িয়ে যাবে তার সমস্তই তোমাকে দেয়া হবে"– (মিশকাত)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ـ

"এবং আমি জান্নাতীদেরকে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ফল ও গোশত প্রদান করতে থাকবো।" (সূরা তুর ঃ ২২)

এ দান স্থান ও কালের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না, নিয়মিতভাবে চিরদিন প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًا ـ

"এবং সেখানে তাদেরকে (নিয়মিতভাবে) সকাল সন্ধ্যা খাদ্য পরিবেশন করা হবে।" –(সূরা মারইয়াম ঃ ৬২)

১. হাদীসে বর্ণিত লাল ইয়াকুত পাথরের ঘোড়া বলতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত এমন কোন যানের কথা বলছে যা হতে অত্যাধুনিক ও দ্রুতগামী এবং জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে চলাচলে সক্ষম এবং তা ইয়াকুত নির্মিত হবে। অথবা যেহেতু ইয়াকুত পাথর অত্যন্ত মূল্যবান তাই ঘোড়ার বিশেষণ রূপে যোগ করা হয়েছে শুধু দুর্লভ ও অমূল্য ঘোড়ার কথা বুঝানো জন্য।

www.bjilibrary.com

অসীম সুখ-সম্ভার কোনদিন শেষ হবে না

পৃথিবীতে যদিও কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুখ সম্ভোব লাভ করতে পারে না; তবুও যতোটুকু পায় তার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকে চোর-ডাকাত, প্রতারক এবং মৃত্যুর ভয়ে কিন্তু জান্নাতে নিয়ামত এবং সুখ ভোগ কোন দিনই কমতি বা শেষ হবে না।

আল্লাহ বলেন ঃ

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ - وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ - وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ -

"তাদের জন্য কাঁটাবৃক্ষসমূহ[২] থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তৃর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর খুব প্রচুর পরিমাণ ফল থাকবে। যা কোনদিন শেষ হবে না এবং ভোগ করতে কোন বাধা বিপত্তিও থাকবে না।" –(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৮-৩৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الاَبْوَابُ - مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ - وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ - هٰذَا مَاتُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ - اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ -

"চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যার দ্বারগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। সেখানে তারা ঠেস দিয়ে বসবে এবং প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে

---

২. প্রশ্ন উঠতে পারে যে, "কুল" এমন কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট ফল, জান্নাতে যার সুসংবাদ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো? কিন্তু সত্যি কথা এই যে, জান্নাতের কুল সম্বন্ধে আর কি বলবো, এ দুনিয়ায়ও কোন কোন এলাকার এ ফল এতোই সু-স্বাদু, সু-ঘ্রাণযুক্ত যে, তা বলে শেষ করা যায় না। এ ধরনের ফল একবার মুখে দিলে ফেলে দেয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। কুল যতো উচ্চমানের হয় তার গাছের কাঁটাও ততো কম হয়ে থাকে। এ কারণেই জান্নাতের কুল ফলের এ রকম প্রশংসা করা হয়েছে যে, জান্নাতের কুলগাছসমূহ একেবারে কাটা শুন্য হবে অথাৎ জান্নাতের কুল হবে অতীব উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের। সে ধরনের কুল পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ওয়াকিয়া, টীকা-১৫)

www.bjilibrary.com

পাঠাবে, আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে। এ জিনিসগুলো এমন যা হিসেবের দিন দান করার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে। এটা আমাদের দেয়া রিযিক, কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না।" –(সূরা সা'দ ঃ ৫০-৫৪)

জান্নাতীদেরকে আল্লাহ্ পবিত্রা স্ত্রী ও হুরদের সাথে বিয়ে দেবেন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ج وَ زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ -

"তারা সামনা সামনিভাবে সাজানো সারি সারি আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে সুনয়না হুরদেরকে বিবাহ দেবো।" –(সূরা তুর ঃ ২০)

حُوْرٌ বহু বচনের শব্দ। একবচনে حَوْرَاءُ অর্থ অত্যন্ত সুশ্রী, অনিন্দনীয় সুন্দরী। عين শব্দটিও বহুবচন।এক বচনে عَيْنَاءُ অর্থ ভাসা ভাসা ডাগর চক্ষুওয়ালা রমনী। যাদেরকে বাংলা সাহিত্যের ভাষায় হরিণ নয়না বলা হয়। হুর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুফাচ্ছিরগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন, এক দলের মতে ঃ

সম্ভবত এরা হবে সেসব মেয়ে যারা বালেগা হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং যাদের পিতা-মাতা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়নি। সে সব মেয়েদেরেকে ঘোষশী যুবতী করে হুরে রূপান্তর করা হবে। আর তারা চিরদিন নব্য যুবতীই থেকে যাবে।

অন্যদের মতে-হুরগণ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী জাতি কিন্তু তাদের সৃষ্টি মানব সৃষ্টির চেয়ে আলাদা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপন মহিমায় তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ -

"(এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে) তাদের জন্য সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শন স্ত্রীগণ।" –(সূরা আর-রাহমান ঃ ৭০)

www.bjilibrary.com

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য এমন উদ্যান সমূহ রয়েছে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণনাধারা প্রবাহমান। আর সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে তাদের জন্য আরও আছে পবিত্রা স্ত্রীগণ[৩] ও আল্লাহর সন্তুষ্টি" অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً ـ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا ـ

"তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে কুমারী[৪] বনিয়ে দেবো। তারা হবে নিজেদের স্বামীর প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ।" -(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩৫-৩৮)

এখানে পৃথিবীর সেসব মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, যা 'আমলে সালেহ' এর বিনিময়ে জান্নাতে যাবে। তারা পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ, কালা, কুৎসিত, যুবতী, বিধবা, অথবা বুড়ি যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী, সুনয়না, কুমারী হিসেবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং তারা আজীবন কুমারী থাকবে। কখনো কখনো তারা বার্ধক্যে উপনীত হবে না।

---

৩. পবিত্রতা স্ত্রীগণ, বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রত্যেকের সার কথা একটিই।
ইবনে কাসীর (রহ) বলেন ঃ পবিত্রা স্ত্রীগণ বাহ্যিক ময়লা ও অভ্যন্তরীন গরলতা, কষ্টদায়ক কথাবার্তা, ঋতুস্রাব, নেফাস ইত্যাদি থেকে মুক্ত স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।
মুজাহিদ (রহ) বলেছেন ঃ তারা ঋতুস্রাব, পায়খানা প্রস্রাব, কফ-থুথু, বীর্য ও সন্তান প্রস্রব থেকে পাক ও পবিত্র থাকবে।

৪. কাতাদা (রহ) বলেছেন ঃ তারা কষ্টদায়ক সবকিছু থেকে মুক্ত এবং নাফরমানী থেকে পবিত্র থাকবে। উল্লেখিত আয়াতে--শব্দটি বহুবচন, একবচনে--অর্থ কুমারী। মিশকাত শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ স্বামীরা যখনই তাদেরকে নিয়ে বিছানায় যাবে তখন কুমারী পাবে। অর্থাৎ যতোবারই তারা দেহ দান করবে ততোবারই তারা পুনরায় কুমারী হয়ে যাবে। এবং প্রতিবার ভোগের সময় মনে হবে যে, অক্ষুন্ন সতীচ্ছেদ বিশিষ্ট কুমারী নারীকেই সে অংগসায়িনী করছে। এ বৈশিষ্ট্যটি স্ত্রী এবং হুরদের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার মহিলারা উত্তম না হুরগণ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন? "দুনিয়ার মহিলারা হুরদের তুলানায় শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, "তার কারণ কি?" তিনি বললেন ঃ "তা এ কারণে যে ঐ মহিলারা নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে ও অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগী করেছে।" –(তাবারানী)

ঐ সকল পূর্ণবর্তী মহিলাদের স্বামীরাও যদি জান্নাতী হয় তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেবেন। আর ঐসব মহিলাদের মধ্যে যাদের স্বামী জাহান্নামী হবে তাদেরকে জান্নাতের ঐসব পুরুষের সাথে আল্লাহ্ নিজের অভিভাবকত্বে বিয়ে দিয়ে দেবেন যদের স্ত্রীগণ চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, পৃথিবীতে যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে এবং সব স্বামীই যদি জান্নাতি হয় তবে ঐ মহিলাকে আল্লাহ্ কোন স্বামীর স্ত্রীত্বে দেবেন?

এর উত্তর অবশ্য উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণিত আরেক হাদীস থেকেই পাওয়া যায়।

"নবী পত্নী উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সব মহিলাদের একাধিক স্বামী আছে এবং ঐ স্বামীগণ যদি সকলেই জান্নাতী হোন তবে স্ত্রীকে তাদের মধ্যে কে লাভ করবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সে মহিলাকে সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হবে। তখন তার স্বামীদের মধ্যে সে কোন একজনকে বাছাই করে নেবে। সে বাছাই করবে ঐ স্বামীকে যে সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলো।"

পুণরায় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে, একজন জান্নাতী পুরুষ অনেক হুর পাবে পক্ষান্তরে একজন জান্নাতী মহিলা শুধুমাত্র একজন স্বামী পাবে। তাও সম্পূর্ণভাবে নিজের জন্য সংরক্ষিত থাকবে না, হুরগণ তার শরীক থাকবে। এটা কি ইনসাফ হতে পারে?

www.bjilibrary.com

এর দুটো উত্তর হতে পারে এবং দুটোই এখানে প্রযোজ্য।

প্রথমতঃ জান্নাতী একজন পুরুষ হুর প্রাপ্তির কথা বাদ দিলে অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এবং যেসব খাদ্য ও পানীয় খাবে, তা একজন জান্নাতী মহিলাও ভোগ করতে পারবে এবং সেদিন ঐ মহিলার মধ্য হতে ঈর্ষা এবং একাধিক পুরুষ ভোগের হীন মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দূর করে দেবেন। তাই তারা পরস্পর সতীন সুলভ আচারণ বা ঈর্ষা পোষণ করবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ পৃথিবীতে যেমন মহিলাগণ সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করার জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাদের সমস্ত তৎপরতা আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের মধ্যে অবশ্য ভিন্নধর্মী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়– যেমন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বা স্ত্রীদের প্রতি অতিরিক্ত দুর্বলতা। হয়তো জান্নাতেও সেদিন এ রকম মন মানসিকতার কথা স্মরণ রেখেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পুরুষদেরকে অনেক হুর দেবেন এবং যেহেতু স্ত্রীগণ কর্তৃত্ব করা বেশী পছন্দ করে তাই জান্নাতে সমস্ত হুর এবং খাদেমদের কর্তৃত্ব দেয়া হবে ঐসব পূর্ণবর্তী স্ত্রীগণকে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

ঐ সমস্ত হুর এবং স্ত্রীগণ শুধু কুমারীই হবে না এমন অবস্থায় থাকবে যে, জান্নাতীদের স্পর্শের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন তাদেরকে স্পর্শ করেনি বা দেখেওনি। কেননা বিচারের পূর্বে কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তাই তাদেরকে দেখা বা স্পর্শ করাও সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ -

“তাদেরকে (জান্নাতীদের) পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করেনি।” (সূরা আর রাহমান ঃ ৫৬)

হুরদের রূপ সৌন্দর্যের উপমা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

www.bjilibrary.com

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ـ

"তারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেনো হীরা ও মুক্ত। –(সূরা আর-রাহমান ঃ ৫৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ كَاَمْثَالِ الُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ـ

"তারা এমন সুশ্রী ও সুন্দরী হবে যেনো (ঝিনুকের মধ্যে) লুকিয়ে থাকা মুক্তা।" –(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৩)

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرتُ الطَّرْفِ عِينٌ ـ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ـ

"তাদের নিকট (ভিন্ন পুরুষ হতে) দৃষ্টি সংরক্ষণকারী সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে। এমন স্বচ্ছ, যেনো ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লি।"

بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ বা ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লি-এ প্রসঙ্গে নবী পত্নী হযরত উম্মে সালমা বলেন ঃ আমি এ আয়াতের ব্যাখ্যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন ঃ "তাদের (হুরদের) মসৃণতা ও স্বচ্ছতা হবে সেই ঝিল্লির মতো যা ডিমের খোসা ও তার কুসুমের মাঝে থাকে।" –(ইবনে জারীরের হাওয়ালায় তাফহীম ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৫২)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اِلَى الاَرْض لاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْ مَابَيْنَهُمَا رِيْجًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

"জান্নাতীগণের স্ত্রীদের মধ্যে থেকে কোন একজন স্ত্রী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মেরে দেখতো তবে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে যেতো। এবং গোটা পৃথিবী সুগন্ধে ভরে যেতো। তার মাথা উড়নাটিও পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দামী।" –(বুখারী)

www.bjilibrary.com

অন্য বর্ণনায় আছে–

كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُّرى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَّرَائِهَا ـ

"জান্নাতের স্ত্রীগণের পায়ের গোছার স্বেতবর্ণ সত্তর পরতে কাপড়ের ভেতরে থেকেও দৃষ্টি গোছর হবে। এমনকি পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্তও দেখা যাবে।" –(তিরমিযি)

হুরদের প্রাণ মাতানো সংগীত

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بَاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ ـ

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে ঘনো কালো হরিণ নয়না পরমাসুন্দরী হুরদের জন্য একটি মিলনায়তন থাকবে। তারা সেখানে জমায়েত হয়ে অপূর্ব সূরে সংগীত পরিবেশন করবে। (আল্লাহ্‌র নূরের মাধুবী মাখা) এমন সুমধুর সূরের মূর্ছানা কোনদিন আর কেউ শোনেনি। তারা সমস্বরে গাইতে থাকবে ঃ

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ
طُوْبِى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ ـ (ترمذى)

ক্ষয় নেই ওগো বন্ধু ক্ষয় নেই মধু জীবনের,
ক্ষয় নেই কভু এ রূপের এ বদন, এ যৌবনের।

www.bjilibrary.com

মোরা চির আনন্দময়ী চির সুখী দায়িনী,
মোরা চির তুষ্ট-প্রাণ, চির মনোহারিনী।
প্রীতিসুখ তার তরে যে আমার,
মন ও মায়া তার তরে আমি যাব।
সুখী তারা মোরা হয়েছি যাদের।[৫] –(তিরমিযি)

জান্নাতীদের খেদমতের জন্য অসংখ্য গিলমান থাকবে

জান্নাতীদের জন্য হুরের পাশাপাশি গিলমান (غِلْمَانٌ) থাকবে। غِلْمَانٌ বহুবচন, একবচনে غُلَامٌ অর্থ দাস, সেবক ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ـ

"আর তাদের সেবা যত্নে সে সব বালক দৌড়াদৌড়ির কাজে নিযুক্ত থাকবে যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। এরা এমন সুন্দর সুশ্রী হবে যেমন (ঝিনুক) লুকিয়ে থাকা মুক্ত।" –(সূরা তুর ঃ ২৪)

غِلْمَانٌ বা সেবকগণ হবে চিরন্তন বালক। এদের বয়স কোনদিনই বাড়ে না। এই সেইসব বালক যারা বালেগ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের মা-বাবার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। অথবা তারা হবে এক নতুন সৃষ্টি যাদেরকে আল্লাহ আপন মহিমায় জান্নাতীদের পরিচর্যা ও সেবার জন্য সৃষ্টি করবেন। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)। ঐ বালকগণ জান্নাতীদেরকে বাসন-কোসন, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে এবং তারা পুরুষ ও মহিলা উভয় ধরনের জান্নাতীদের নিকট অবাধে যাতায়াত করবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ـ

---

৫. অনুবাদের ছন্দটি আশরাফ আলী থানবী (রহ)-এর শওকে ওয়াতনের বঙ্গানুবাদ হতে গৃহিত।

www.bjilibrary.com

"তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, যারা চিরদিনই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেনো ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা।" (সূরা দাহর ঃ ১৯)

সূরা আল ওয়াকীয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ - بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ - وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ -

"তাদের মজলিসমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবাহমান ঝর্ণার সূরায় ভরা পানপাত্র ও হাতলধারী সূরাভাণ্ড এবং আবখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।" –(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ১৭-১৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَدْنـى اَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ الْفَ خَادِمٍ وِاثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً -

"একজন নিম্নমর্যাদার জান্নাতীদের জন্য ৮০ হাজার খাদেম এবং ৭২ জন স্ত্রী থাকবে।" –(তিরমিযি)

জান্নাতীদের দৈহিক গঠন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّوْنَ بَنِىْ ثَلٰثِيْنَ فِى الْجَنَّةِ لَايَزِيْدُوْنَ عَلَيْهَا اَبَدًا -

"অল্প বয়সে অথবা বেশী বয়সে যে কোন বয়সেই মারা যাক না কেন যদি তারা জান্নাতী হয় তবে তাদেরকে জান্নাত ত্রিশ (৩০) বৎসরের যুবক বানিয়ে প্রবেশ করানো হবে। তাদের বয়স ও আকার আকৃতি কখনো হ্রাসবৃদ্ধি হবে না।" –(তিরমিযি)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُّرْدٌ كَحْلٰى لاَيَفْنـى شَبَابُهُمْ وَلاَ يَبْلٰى ثِيَابُهُمْ ـ

"জান্নাতীগণ লোম ও দাড়ি গোঁফ বিহীন হবে, তাদের চোখ থাকবে সুরমায়িত। তাদের যৌবন কোনদিনই বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড় চোপড়ও পুরানো হবে না।" –(তিরমিযি, দারেমী)

একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক বৃদ্ধা আবেদন করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দু'আ করে দিন আমি যেনো জান্নাতে যেতে পারি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ বুড়ি শোনো, তুমি যখন জান্নাতে যাবে তখন আর বুড়ি থাকবে না। ঘোড়ষী যুবতী হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে বৃদ্ধা খুশী হয়ে চলে গেলো।"

জান্নাতীদের পোশাক পরিচ্ছদ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ج وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ

"জান্নাতুল আদনে (চিরন্তনী জান্নাত) যারা প্রবেশ করবে তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন ও মনি মুক্তার অলংকারে সজ্জিত করা হবে এবং তাদেরকে রেশমের কাপড় পরানো হবে।"

–(সূরা ফাতির ঃ ৩৩, সূরা আল হজ্জ ঃ ২৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج

"তাদের উপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক, কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকবে। এবং তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে।"

–(সূরা দাহর ঃ ২১)

www.bjilibrary.com

সূরা আল কাহাফে বলা হয়েছে ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ ط نِعْمَ الثَّوَابُ ط وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ـ

"সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। "তারা সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে এবং উচ্চ আসনের উপর ঠেস লাগিয়ে বসবে। এটা অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচু স্তরের অবস্থান।" –(সূরা কাহাফ ঃ ৩১)

সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ـ

"তারা সবুজ গালিচা ও সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করবে।" –(সূরা আর রাহমান ঃ ৭৬)

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, উক্ত পোশাক এবং অলংকার পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই পরানো হবে অলংকার সাধারণতঃ মহিলাগণই পরে থাকে। কিন্তু পুরুষদেরকে পুরুষদেরকে পরানো হবে, কথাটি আমাদের নিকট একটু খটকা লাগে। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে এমন কি কুরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখনো রাজা-বাদশাহগণ, সমাজপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হাতে, কানে গলায় পোষাক পরিচ্ছদে অলংকার ও মুকুট ব্যবহার করতেন। এককালে আমাদের দেশের রাজা বাদশা ও জমিদারগণ বিভিন্ন প্রকার অলংকার পরতের সত্যি কথা বলতে কি, তখন পুরুষদের অলংকারাদি ছিলো কৌলিন্যের প্রতীক। এ কথাটি সূরা যুখরুফের একটি আয়াতেও প্রমাণিত হয়। যখন হযরত মূসা (আঃ) জাঁকজমকহীন পোষাকে শুধুমাত্র একটি লাটি হাতে ফিরআউনের দরবারে গেলেন, ফিরআউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্য, তখন সে সভাবসদকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো ঃ

فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ـ

—১০

www.bjilibrary.com

"এ যদি আসমান জমিনের বাদশাহর নিকট হতে প্রেরিতই হতো তবে তাকে স্বর্ণের কংকন পরিয়ে দেয়া হলো না কেনো? কিংবা ফেরেশতাদের একটা বাহিনীই না হয় তার আর্দালী হয়ে আসতো।" -(সূরা যখরুফ ঃ ৫৩)

কোথাও স্বর্ণের কংকন আবার কোথাও রৌপ্যের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাম মওদূদী (রহঃ) বলেন ঃ

"..... এসব ক'টি আয়াত একত্র করে পাঠ করলে তিনটি অবস্থা সম্ভব বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ তারা কখনো স্বর্ণের এবং কখনো রৌপ্যের কংকন পরতে চাবে, আর উভয় জিনিসই তাদের ইচ্ছানুযায়ী থাকবে।

দ্বিতীয়ত ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কংকন তারা একসঙ্গে পরবে। কেননা, তাতে সৌন্দর্য্যের মাত্রা অনেকগুলো বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

তৃতীয়ত ঃ যার ইচ্ছে হবে স্বর্ণের কংকন পরবে এবং যার ইচ্ছে হবে রৌপ্যের কংকন পরবে।

-(তাফহীমুল কুরআন, সূরা আদ-দাহর, টীকা-২৪)

জান্নাতীদের আসবাবপত্র

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ـ
قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ـ

"তাদের সম্মুখে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হবে। সে কাঁচ-যা রৌপ্য জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে পরিমাণ মতো ভরতি করে রাখা হবে।" -(সূরা দাহর ঃ ১৫-১৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَبٍ ج وَ فِيْهَا مَا
تَشْتَهِيْهِ الاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الاَعْيُنُ ج وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

www.bjilibrary.com

"তাদের সামনে সোনার থালা ও পান পাত্র আবর্তিত হবে এবং মন ভুলানা ও চোখ জুড়ানো জিনিসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা চিরদিন এখানে থাকবে।" –(সূরা যুখরুফ ঃ ৭১)

এখানেও দেখা যাচ্ছে কোথাও স্বর্ণের এবং কোথাও রৌপ্যের পাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের পান পাত্র একত্রে অথবা পৃথক পৃথক ব্যবহার করা হবে। তবে রৌপ্য পাত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে, সে পাত্রগুলো যদিও রৌপ্যের তৈরী হবে কিন্তু কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখা যাবে। যা দেখলে কাঁচের মতোই মনে হবে। কিন্তু কাঁচের মতো ভঙ্গুর হবে না। ঠিক তদ্রূপ স্বচ্ছ বালাখানার কথাও হাদীসে উল্লেখ আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرْفًا يُرى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنُهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرُهَا ـ

"জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে (স্বচ্ছতার কারণে) যার ভেতরের আশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যায়।" –(তাবারানী, যাদেরাহ)

اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ .... وَمَجَامِرُهُمْ الاُلُوَّةُ ـ

"তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী... তাদের ধুপদানী সুগন্ধি কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে।" –(বুখারী)

জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ ط

"ঐ সমস্ত ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ। যারা আমলে সালেহ (সৎকাজ) করবে, তাদের জন্য যেন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫)

www.bjilibrary.com

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ـ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ

"নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে এবং সেখানে অনেক বাগান ও ঝর্ণা থাকবে।" (সূরা দোখান ঃ ৫১-৫২)

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ـ اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط
إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ـ

"অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা সেদিন বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা সমূহের পরিবেষ্টন অবস্থান করবে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন সানন্দে তারা তা গ্রহণ করতে থাকবে। (এটা এজন্য যে,) তারা এর আগে মুহসিন (সদাচারী) বান্দা হিসেবে পরিচিত ছিলো।" –(সূরা যারিয়াত ঃ ১৫-১৬)

اَنْهَارُ বহু বচন। একবচনে نَهَرٌ অর্থ নদী।

বাগান সমূহের নিচ দিয়ে প্রবাহের অর্থ হচ্ছে বাগান সমূহের পাশ দিয়ে নদী নালা প্রবাহমান থাকবে কেননা বাগ-বাগিচা যদিও নদীর কিনারে হয়। তবু তা নদী থেকে একটু উঁচু জায়গাই হয়ে থাকে এবং নদী ও বাগান থেকে সামান্য নিচু দিয়েই প্রবাহিত হয়।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত জায়গায় ঝর্ণনার কথা বলা হয়েছে সেখানে বাগান এবং ঝর্ণা একত্রে থাকবে একথাই বলা হয়েছে। আমরা জানি জাগানের মধ্যে বা একই সমতলে ঝর্ণা থাকা সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয় বাগানের শোভা বর্ধনের একটি অন্যতম উৎসও বটে। তাই কুরআনের ভাষা হচ্ছে ঃ

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ সেদিন তরা বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহের[৬] পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে।

---

৬. ---- বহুবচনে ----- অর্থ ঝর্ণা।

www.bjilibrary.com

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيْلاً ـ

“জান্নাতের ছায়া তাদের উপর বিস্তৃত হয়ে থাকবে এবং তার ফলসমূহ সর্বদা আয়ত্বের মধ্যে থাকবে।” (সূরা দাহর ঃ ১৪)

একই জায়গা না ধরনের ফুল বাগান, বড়ো বড়ো ছায়াদার বৃক্ষরাজি, ঝর্ণাসমূহ, সাথে বিশাল আয়তনের অট্টালিকাসমূহ, পাশ দিয়ে প্রবাহমান নদী, একত্রে এগুলোর সমাবেশ ঘটলে পরিবেশ কতো মোহিনী মনোমুগ্ধকর হতে পারে তা লিখে বা বর্ণনা করে বুঝানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র মনের চোখে কল্পনার ছবি দেখলে কিছুমাত্র অনুমান করা সম্ভব।

জান্নাতে মোট চার ধরনের নদী প্রবাহিত হবে। যথা– (১) পানি (২) দুধ (৩) মুধু ও (৪) শরাব। তাছাড়া তিন ধরনের ঝর্ণা প্রবাহমান থাকবে।

(১) “কাফুর” নামক ঝর্ণা এর পানি সুঘ্রাণ এবং সুশীতল।

(২) সালসাবিল ঝর্ণা। এর পানি ফুটন্ত চা ও কপির ন্যায় সুগন্ধি ও উত্তপ্ত থাকবে।

(৩) তাছনীম নামক ঝর্ণা। এর পানি থাকবে নাতিশীতোষ্ণ।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِيْ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَا اَنْـهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ـ

“মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো তার পরিচয় হচ্ছে, সেখানে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির নদী প্রবাহমান থাকবে। এমন দুধের নদী প্রবাহিত হবে যা কখনো বিস্বাদ হবে না। এমন শরাবের নদী প্রবাহিত হবে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় (নেশাহীন) হবে। (তাছাড়া) স্বচ্ছ ও পচ্ছিন্ন মুধুর নদীও প্রবাহিত হবে।” (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)

www.bjilibrary.com

জান্নাতের বৃক্ষ ও বিহঙ্গকুল

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ جَرَةَ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ وَلاَ يَقْطَعُهَا -

জান্নাতের মধ্যে কিছু বৃক্ষ এমন বড়ো ও বিশাল হবে কোন সওয়ারী যদি তার ছায়া অতিক্রম করতে চায় তবে একশ বছর চলার পরও তা অতিক্রম করতে পারবে না।" –(বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَافِىْ الْجَنَّةِ شَجَرٌ الاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ -

"জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ নেই যার শাখা প্রশাখা স্বর্ণের নয়।"
–(তিরমিযি)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন আমি সালমান ফারেসীর নিকট গেলাম। তিনি আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে ছোট্ট একটি কাঠের কুটরো নিলেন, যা তার দু'আঙ্গুলের মাঝে থাকার কারণে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিলো না। তিনি বললেন ঃ তাহলে খেজুর গাছও অন্যান্য গাছপালা কোথায় যাবে। (যার কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে)? তিনি বললেন ঃ অবশ্য খেজুর ও অন্যান্য গাছপালা সেখানে থাকবে তবে তা কাঠের হবে না। বরং তার শাখা প্রশাখাগুলো মোতি ও স্বর্ণের তৈরী হবে। আর তাতে থাকবে কাঁদি কাঁদি খেজুর। –(বাইহাকী)

জান্নাত শুধু গাছ-পালা, নদী-নালা ও ঝর্ণাধারাই থাকবে না। সেখানে রং বেরং এর নানা প্রজাতির পাখীও থাকবে। তারা সরাক্ষণ কুজন কাকলীতে মুখরিত করে রাখবে।

রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"জান্নাতে লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায় পাখীও আছে। যারা সর্বদা জান্নাতের বৃক্ষরাজীর মধ্যে বিচরণ করে বেড়ায়।" হযরত আবু বকর (রাঃ) শোনে আজর করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারাতো খুব আনন্দময় ও সুখকর জীবন যাপনে রত।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সেগুলোর ভক্ষণকারীরা সেখানে আরো উত্তম বীজ যাপন করবে।" একথা তিনি তিনবার বললেন। –(মুসনাদে আহমাদ)

www.bjilibrary.com

জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ـ فٰكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ج وَ وَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ـ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

"মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগানসমূহেও নিয়ামত সম্ভারের মধ্যে অবস্থান করবে। মজা ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সে সব জিনিসের যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন। আর তাদের রব তাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করবে। তাদেরকে বলা হবে খাও এবং পান কর মজা ও তৃপ্তির সাথে এটাতো তোমাদের সেসব কাজের প্রতিফল যা তোমরা (পৃথিবীতে) করছিলে।" –(সূরা তুর ঃ ১৭-১৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ـ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ـ

"সেখানে তারা বাঞ্ছিত সুখভোগে লিপ্ত থাকবে। (তাদের অবস্থান হবে) জান্নাতের উচ্চতম স্থানে। যারা ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলতে থাকবে। (বলা হবে) খাও এবং পান করো, তৃপ্তি সহকারে। সেসব আমলের বিনিময়ে যা তোমরা অতীত দিনে করেছো।" –(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ২১-২৪)

আরো বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ـ

"জান্নাতের ফর দেখতে পৃথিবীর ফলের মতোই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলবে ঃ এ ধরনের ফল তো আমরা পৃথিবীতেই খেয়েছি।" –(সূরা বাকারা ঃ ২৫)

www.bjilibrary.com

ফলগুলো যদিও পৃথিবীর মতো হবে কিন্তু স্বাদ ও গন্ধে সম্পূর্ণ উন্নত ও ভিন্ন ধরনের হবে।

প্রতিবার খাওয়ার সময়ই তার স্বাদ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে দুঃখ আছে বলেই সুখকে আমরা উপভোগ করতে পারি। কিন্তু জান্নাতে যদি দুঃখ না থাকে তবে শুধু সুখ উপভোগ করা যাবে কি? বা সুখ ভোগ করতে করতে একঘেয়েমী লাগবে না?

এর দুটি উত্তর হতে পারে

প্রথমতঃ জান্নাতীগণ জাহান্নামীদের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে এবং কথপোকথনও হবে। (সূরা আ'রাফ দ্রষ্টব্য) তাই তাদের সুখকে জাহান্নামীদের সাথে তুলনা করতে কষ্ট হবে না এবং সে সুখে এক ঘেয়েমিও আসবে না।

দ্বিতীয়তঃ দুঃখ বা থাকলেও সুখের মাত্রা স্থিতিশীল হবে না, পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই সে সুখভোগ কখনো ক্লান্তি আসবে না বরং সুখভোগের অনুভূতি তীব্র হতে তীব্রতর হবে।

জান্নাতীদের প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না

হজরত জাবির (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

يَاْكُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَ يَشْرَبُوْنَ لَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ ـ

"জান্নাতীগণ জান্নাতের খাবার খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না, এমনকি তাদের নাকে ময়লাও জমনে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে মিশকের সুগন্ধির মতো বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই তারা তাসবীহ তাকবীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।" –(মুসলিম)

www.bjilibrary.com

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَطُّوْنَ وَلاَيَتْفُلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ ـ

"তাদেরকে পেশাপ পায়খানা করতে হবে না, মুখে থুথু আসবে না, আর নাকে কোনরূপ ময়লা জমবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতীদের সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّى فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ لاَ اِخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ

"যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে। তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক আলোকউজ্জ্বল তারকার মতো জ্যোর্তিময়। আর সকলের অন্তকরণ একটি অন্তকরণ সাদৃশ হবে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ বা বৈপরিত্য থাকবে না। –(বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ

"আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা ও বৈরিতা দূর করে দেবো। তারা ভাইয়ের মতো পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসন সমূহে সমাসীন থাকবে।"

জান্নাতীগণ জান্নাতী বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানসহ একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় বসবাস করবে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

www.bjilibrary.com

وَ مَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ ط كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِیْنٌ -

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান ও ঈমানের কোন মাত্রায়[৭] তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকে আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করবো, আর তাদের আমলে কোন কম করা হবে না।" (সূরা তূর ঃ ২১)

সূরা রাদে বলা হয়েছে ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ یَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ -

"তারাতো চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করবেই, তাদের সাথে তাঁদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ও নেককার তারা ও তাদের সাথে সেখানে (জান্নাতে) যাবে। ফেরেশতাগণ চারিদক হতে তাদেরকে সম্বর্ধনা দিতে আসবে এবং বলবে তোমাদের প্রতি শান্তি।"

-(সূরা রা'দ ঃ ২৩)

এখানে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করে তাদের কথা বলা হয়নি, কেননা তাদের ব্যাপারে তো কুফুর, ঈমান আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানীর প্রশ্ন উঠে না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তারা এমনিই জান্নাতে যাবে এবং মা বাপের সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে।

জান্নাতের বাজার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জান্নাতে একটি বাজার আছে। সেখানে জান্নাতীগণ প্রতি শুক্রবার যাবে। সেখানে উত্তর দিক হতে মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়ে জান্নাতীদের

---

৭. সন্তানগণ যদি বাপদাদার মতো উত্তম ঈমান এবং আমলের অধিকারী নাও হয় শুধুমাত্র জান্নাত পর্যন্ত পৌছার যোগ্যতা অর্জন করে তবে পিতৃপুরুষদের উত্তম আমলের বদৌলতে এবং তাদের মর্যাদার দিকে চেয়ে ঐ সন্তানগণকে ঐ রকম মর্যাদা দিয়ে একত্রিত করা হবে। কিন্তু সন্তানের সাথে মিলনের জন্য বাপদাতার মর্যাদার হ্রাস করা হবে না, আর সে মিলন ক্ষণস্থায়ী হবে না, তা হবে চিরস্থায়ী।

www.bjilibrary.com

মুখমণ্ডল ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সুগন্ধিতে ভরিয়ে দেবে। আর তাদের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকবে। সুতরাং তারা অত্যন্ত সুন্দর ও লাবণ্যময় হয়ে নিজেদের স্ত্রী নিকট ফিরে আসবে। স্ত্রীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, আল্লাহ্ শপথ! তোমারা যে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের অধিকারী হয়েছো। আবার পুরুষগণও বলবে, আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের কাছ হতে যাবার পর তোমাদের রূপলাবণ্য এবং সৌন্দর্যও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। " (মুসলিম)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জান্নাতে একটি বাজার আছে। কিন্তু সেখানে কোন বেচা কেনা হয় না। সেখানে অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রতিকৃতি ও ছবি থাকবে। কোন ছবি দেখে যদি কেউ আকাংখা করে যে আমার চেহারাটা যদি এর মতো হতো তখন তাদের সাথে সাথে তার সে আকৃতি ও কাংখিত রূপ নেবে। -(তিরমিযি)

জান্নাতীদের মর্যাদাভেদে জান্নাতের প্রকারভেদ

পবিত্র কালামে জান্নাতীদেরকে দু'ভাগ করা হয়েছে যথা ঃ
(১) ডান বাহুর লোক (২) অগ্রবর্তী লোক।
ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ لا مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ـ

"অতঃপর ডানবাহুর লোক। ডানবাহুর লোকের (সৌভাগ্যের কথা) কি বলা যায়?" (সূরা ওয়াকীয়া ঃ ৮)

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ـ اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ

"আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো (সকল ব্যাপারে) অগ্রবর্তীই। তারাই তো সান্নিধ্যশীল লোক।" -(সূরা ওয়াকীয়া ঃ ১০-১১)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتْرَاءُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِىْ الاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ

الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الاَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرَهُمْ؟ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ ـ

"জান্নাতীরা তাদের উপরতলার লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন করে তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল তারকাগুলো দেখতে পাও। তাদের পরস্পর মর্যাদা পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ স্তরগুলো কি নবীদের যা অন্য কেউ লাভ করতে পারবে না? তিনি বললেন ঃ "কেন পারবে না! সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারা ঐ স্তরে যেতে সক্ষম হবে।"

(বুখারী, মুসলিম)

অত্র হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জান্নাতীদের আমলের তারতম্যের কারণে সেখানে তাদের মর্যাদাও বিভিন্ন রকম হবে। অনেক হাদীসে জান্নাতীদের নেয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে নিম্নমানের এক জান্নাতীকে অমুক অমুক বস্ত্র দেয়া হবে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তাদের আমল ও মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মানের জান্নাত দেবেন। নিম্নোক্ত হাদীস দুটো একথারই প্রমাণ করে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْنٰى اَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمً وَاِثْنَتَان وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةٌ وَّ تَنْصِبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّنْ لُؤْلُؤْ وَّجَبَرْجَدٍ وَ يَاقُوْتَ ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে নিম্নমানের একজন জান্নাতী ৮০ হাজার খাদেম, ৭২ জন স্ত্রী পাবে এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীগণ যে সমস্ত ওড়না ব্যবহার করবে তার মধ্যে জামরুদ, মুক্তা ও ইয়াকুতের কারুকার্য খচিত হবে।" (তিরমিযি, মিশকাত, ইবনে মাজাহ্)

www.bjilibrary.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُعِدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصّٰلِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَاُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন– "আমি আমার নেক (সালেহ) বান্দাদের জন্য যা কিছু রেখেছি তা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান তা (বিবরণ) শুনেনি, কোন হৃদয়ও তা কল্পনা করতে পারেনি।" (হাদীসে কুদসী-বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে আলোচনা করা হয়েছে তা সাধারণভাবে সকল জান্নাতীদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রিয় ও সালেহ বান্দাহ তাদেরকে এর অতিরিক্ত আরও কিছু দেবেন তার বর্ণনা আল্লাহ কোথাও করেনি। শুধু এ ইঙ্গিতটুকু দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন।

নিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের প্রাপ্য

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা (আঃ) তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতী কে? আল্লাহ বললেন ঃ সে ঐ ব্যক্তি যে জান্নাতিদেরকে জান্নাত বন্টনের পর আসবে তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে ঃ হে প্রভু! সব লোক নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেছে, তাই আমি এখন কিভাবে জান্নাতে স্থান পাবো? তাকে বলা হবে তোমাকে যদি পৃথিবীর কোন বাদশাহ বা শাসকের রাজ্যের সমান এলাকা দেয়া হয়, তবে কি তুমি খুশি হবে? তখন সে বলবে, প্রভু আমি রাজী আছি। আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন ঃ তোমাকে তাই দেয়া হলো। এরপরও তার সমান আরও দেয়া হলো। এরপর তার সমান আরো এবং এরপর ঐগুলোর সামন আরও অতিরিক্ত দেয়া হলো। পঞ্চমবারে সে বলবে, প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হলাম। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, তোমাকে সবগুলোর সমান আরও দশগণ দেয়া হলো। সে বলবে, হে প্রভু আমি খুশী হয়েছি।" –(মুসলিম)

www.bjilibrary.com

রাসূলে আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। মহান ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তাকে বললেন ঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতের কাছে গেল তার মনে হবে ইতিমধ্যেই জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাকে আবার বলবেন তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। সে আবার এসে বলবে, হে প্রভু! আমি দেখালাম জান্নাত ভরপুর হয়ে গিয়েছে। তখন সে মহান আল্লাহর কথায় আবার যাবে এবং ফিরে এসে আগের মতোই বলবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি জান্নাতে যাও। কেননা তোমার জন্য পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং অনুরূপ আরো দশগুণ অথবা পৃথিবীর মতো দশগুণ জায়গা নির্মিত হয়েছে। তখন লোকটি বলবে ঃ হে আল্লাহ! আপনিও কি আমাকে বিদ্রূপ করছেন? অথচ আপনি সবকছিু একচ্ছত্র মালিক। ইবনে মাসুদ (রা) বলেন আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ এ ব্যক্তি হবে সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার জান্নাতী। −(বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতীগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবে

আল্লাহর দর্শনের ব্যাপারে আল-কুরআনের মাত্র দু'জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল কিয়ামাহ্ এবং সূরা আল্ মুতাফফিফীনে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -

"সেদিন কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হবে এবং নিজের রবের দিকে তাকাতে থাকবে।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ مَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ -

"কখনই নয়। নিঃসন্দেহে সেদিন এ লোকদেরকে তাদের রব এ দর্শন হতে বঞ্চিত রাখা হবে।" (সূরা মুতাফ্ফীন ঃ ১৫)

www.bjilibrary.com

তাছাড়া বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহামদ, বায়হাকী দারেকুত্নী ইবনে জারীর, তাবারানী ইত্যাদি গ্রন্থেও আল্লাহ্ দর্শন প্রসঙ্গে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সেদিন দর্শনের ব্যাপারটা কিভাবে সম্পন্ন হবে?

প্রতি উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। কেকনা আমরা পৃথিবীতে কোন বস্তু দেখতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষ দেখে থাকি। যেমন ঃ

(ক) বস্তুর নির্দিষ্ট একটি আকার আয়তন থাকা।

(খ) বস্তুর উপর আলোকের প্রতিফলন ঘটে আমাদের চোখে তার প্রতিবিম্ব পড়া।

(গ) প্রতিবিম্বটি উল্টা প্রতিফলিত হয় মস্তিষ্ক তা সোজা করে দেখতে সাহায্য করা।

(ঘ) চক্ষু নামক একটি দর্শনেন্দ্রিয় থাকা এবং তা কার্যক্রম থাকা।

উপরোক্ত শর্তাবলীর ব্যত্যয় ঘটলে দেখা সম্ভব নয়। তখনই প্রশ্ন আসে আল্লাহ তো নিরাকার। উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ্ দেখেন না। তবে কি করে তিনি দেখেন? তার উত্তর আমাদের কাছে অজানা তবে আমরা শুধু এতটুকু বুঝতে পারি যে, যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট বিশ্বলোক দেখে থাকেন সে ভাবেই মানুষ সেদিন আল্লাহকে দেখবে অথবা আল্লাহ সেদিন অন্য কোন পদ্ধিতিতে দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহর কসম, জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর দর্শন ব্যতিরেকে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় আর কিছু হবে না।

–(তিরমিযি)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ
فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ

www.bjilibrary.com

رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَ مَالَنَا لاَنَرْضٰى يَا رَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مَنْ ذٰلِكَ ، فَيَقُوْلُوْنَ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا ـ

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাত বাসীগণ!

তারা বলবে হে আমাদের প্রভু, আমার উপস্থিত। সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণ আপনার হাতে। কি (আদেশ বলুন!) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি তোমাদের আমলের প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা (জান্নাতীগণ) জবাব দিবে– হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন সব নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি। তখন আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেনো?

তখন আল্লাহ্ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও অধিক উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করবো না? তারা বলবে এর চেয়ে অধিক ও উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেন আমি চিরকাল তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো। কোনদিন আর অসন্তুষ্ট হবো না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি-তারগীব তারহীব, যাদেরাহ)

অন্য হাদীসে আছে এ কথা শুনে জান্নাতীগণ তাদের সমস্ত নেয়া'মতের কথা ভুলে যাবে। কেননা এ সুসংবাদ-ই হচ্ছে তাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত।

॥ সূচনা খণ্ড সমাপ্ত ॥

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

১৯১ ওয়ারলেস রেলগেইট, বড়মগবাজার ফোন : ৯৩৪১৯১৫, ০১৭১৬ ৭৭৭৫৪